শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগোসাঞের

ভাবামৃত।

দেবরাজ, কমলাসন, শঙ্কর, নারদ, শুক, সনকাদি কর্তৃক
নিরন্তর নিষেব্যমান শ্রীমচ্চরণকমলযুগলস্য, তমো
মোহ মহামোহ তামিস্রান্ধ তামিস্ররূপ পতিত
পঞ্চক্লেশ সকল ভুবনোদ্ধারণ করুণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞের ভাবামৃত
সার পরমমধুর চরিতাবলী।

শ্রীব্রজনাথ দত্ত কর্তৃক রচিত ও তস্য অনুজ
শ্রীরঘুনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
সাং কাইগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান।
হাঃ সাং মুর্শিদাবাদ চক।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্তৃক
সংশোধিত।

প্রথম সংস্করণ।

মুর্শিদাবাদ;

বহরম-পুর—রাধারমণযন্ত্রে
শ্রীরাধাবল্লভ নন্দী প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৯, মাঘ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোঁসা[illegible]

ভাবামৃত।

দেবরাজ, কমলাসন, শঙ্কর, নারদ, শুক, [illegible]
নিরন্তর নিষেব্যমান শ্রীমচ্চরণকমলযুগলস্থ। তমো
মোহ মহামোহ তামিস্রান্ধ তামিস্ররূপ সমস্ত
পঞ্চক্লেশ সকল ভুবনোদ্ধারণ করণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞির ভাবামৃত
সার পরমমধুর চরিতাবলী।

শ্রীব্রজনাথ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত ও তস্য অনুজ
শ্রীরঘুনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
সাং কাষ্টগ্রাম জেলা বৰ্দ্ধমান।
হাঃ সাং মুর্শিদাবাদ চক্।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সংশোধিত।

প্রথম সংস্করণ।

মুর্শিদাবাদ ;
বহরমপুর,—রাধারমণযন্ত্রে
শ্রীরাধাবল্লভ নন্দী প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৯

৺রামনারায়ণ দত্তের বংশাবলী।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

—:(✿):—

বর্দ্ধমান জেলায় ডিঃ মণ্ডেশ্বরের অন্তর্গত কাইগ্রাম, উক্ত গ্রামে ৺রামনারায়ণ দত্ত বাস করিতেন। তিনি দুর্ব্বাঋষি-গোত্রে গন্ধবণিক কুলোদ্ভব। তাঁহার পুত্র ৺অযোধ্যারাম দত্ত। অযোধ্যারামের পুত্র ৺নন্দরাম দত্ত। এই নন্দরামের চারি পুত্র, ১ম ৺কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, ২য় ৺নবকুমার দত্ত, ৩য় ৺রামকুমার দত্ত, ৪র্থ ৺রাধামোহন দত্ত। কনিষ্ঠ ৺রাধামোহ-নের পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ ৺দীননাথ দত্ত, ২য় ব্রজনাথ দত্ত, ৩য় ৺যদুনাথ দত্ত, ৪র্থ রঘুনাথ দত্ত, ৫ম ৺দ্বারকানাথ দত্ত। এই পঞ্চ সহোদরের মাতার নাম ৺ইচ্ছাময়ী দাসী। ইচ্ছাময়ীর পিতার নাম ৺শিবরাম দত্ত, তৎপিতা ৺ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত। ইনি দুর্ব্বাঋষি গোত্রজ।

আমাদের পিতা ৺রাধামোহন দত্ত ১২৮০ সালে আশ্বিন-মাসে বিজয়াদশমীর দিন একাদশী তিথিতে পরলোক গমন করেন। মাতা ইচ্ছাময়ী দাসী তৎপূর্ব্বেই ১২৬৪ সালে আষাঢ়মাসে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ দীননাথ দত্ত ৫৬ বৎসর বয়সে ও তৃতীয় ভ্রাতা যদুনাথ দত্ত ২৩ বৎসর বয়সে এবং কনিষ্ঠভ্রাতা দ্বারিকানাথ দত্ত ৩॥ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পিতা মাতা ও তিন সহোদরের মৃত্যুর পর আমি এবং দ্বিতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত উভয়ে কার্য্য বশতঃ মুর্শিদাবাদ চকে আসিয়া বাস করি। দ্বিতীয় অগ্রজ ব্রজনাথ

দত্ত ১২৫৫ সালের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৫৯ সালে আমার জন্ম হয়।

পুরাকাল হইতেই এই বংশের সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃষ্ণভক্ত হইয়া আসিতেছেন; জ্যেষ্ঠভ্রাতা দীননাথ দত্ত বিরচিত "অর্জ্জুনসংবাদ" নামক গ্রন্থেই তাঁহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় এবং কাইগ্রামস্থ প্রাচীন ব্যক্তিগণ এই বংশের কৃষ্ণভক্তি ও হরিভক্তি পরায়ণতার বিষয় বর্ণনা করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমাদের বংশের কুলতিলক গোঁসাই ভক্ত বৈষ্ণব, আমার মধ্যম সহোদর ব্রজনাথ দত্ত বাল্যকালাবধি মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে যথোচিত ভক্তি করিতেন এবং আত্মীয় স্বজনগণকে উপযুক্ত মিষ্টবাক্যে সর্ব্বদা তুষ্ট রাখিতেন। তিনি সত্য কথা ভিন্ন কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। এই সত্য কথা ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে জীবনসঙ্কটাপন্ন বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি "যথা সত্য তথা জয়" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া কদাচ সত্যপথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে আপনাকে চরিতার্থ করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা, রুগ্ন ব্যক্তিকে শুশ্রূষা করা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করা তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল। এই সমস্ত সদ্গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে ১২৭৮ সালে আমরা দুই ভ্রাতায় একত্রে শ্রীপাট বড়কান্দরা নিবাসী গুরুদেব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হই। দীক্ষিত হইবার পর দাদা মহাশয় প্রত্যহ

প্রাতঃস্নান এবং একলক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথের অনুসরণ, সাধু, গুরুজন, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্যে রত থাকিতেন। দুস্তর সংসার-সমুদ্র হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইবেন, এই চিন্তায় সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিয়া স্থির করেন যে, কলিতে কৃষ্ণ আরাধনাই জীবনের একমাত্র মুক্তির উপায় এবং "কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার নামের ক্ষমতা অধিক" এই সর্ব্ববাদী সম্মত বাক্য স্মরণ করিয়া কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবগণের যথোচিত ভক্তি করেন। তিনি বৈষ্ণবদর্শনে গদ্গদ অঙ্গ হইয়া তাঁহাদের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইতেন। সাধু অতিথি সন্ন্যাসীগণ তাঁহার প্রদত্ত সেবা ও ভক্তিদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

আমাদের দীক্ষিত হওয়ার দুই বৎসর পরে ১২৮০ সালে আশ্বিনমাসে বিজয়ার দিন একাদশী তিথিতে আমাদের পিতৃদেব ৺রাধামোহন দত্ত আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া হরি-পাদপদ্ম লাভ করেন। ১২৮১ সালে বৈশাখমাসে আমার অগ্রজ ব্রজনাথ দত্ত ইষ্টমন্ত্র পুরশ্চারণ করাইলেন। পুরশ্চারণের তিন দিন পরে চতুর্থ দিবসে দীক্ষাগুরুদেব দর্শন দিলেন ও তাহার দুই দিন পরে শ্রীশ্রীফকিরচাঁদ গোঁসাইএর ভক্ত দুই জন আসিয়া দর্শন দেন। ইঁহাদের এক জনের নাম রামগোলাম ও অপরের নাম ভরত। ইঁহাদের পরিচয় "ভক্তি ও ভক্ত" নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে দেওয়া আছে। ভক্তদ্বয় গুরুদেব সহ একত্রে বসিয়া শাস্ত্র আলাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ ব্রজনাথ দত্তের মন তাহাতে তৃপ্ত হইল না। তিনি বলিলেন "ভগবান্ কৃষ্ণ যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও

কলি এই চারি যুগেই বর্ত্তমান আছেন, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত তিন যুগের ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছিলেন, অতএব কলিযুগের ভক্তগণের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইবার পথ বলুন।” তাহারা বলিলেন ‘বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহু দূর’ “এই নীতিবাক্য পালন কর, মন স্থির কর, কৃষ্ণ দর্শন পাইবে।” এই কথা শুনিয়া তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সম্যক্ মনের কষ্ট ঘুচিল না। কলিযুগে কিরূপে ও কি মন্ত্রবলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পর দিবস পুনরায় সন্ধ্যার পর সকলে একত্রে বসিয়া শাস্ত্র আলাপন করিতে লাগিলেন। এই দিবস দাদা মহাশয় কৃষ্ণ দর্শন পাইবার উপদেশ পাইয়া আনন্দে গুরুপাদপদ্মে প্রণাম ও পূজা করিলেন। বর্ত্তমান কৃষ্ণদর্শন প্রাপ্তির উপদেশ অগ্রজ ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় বিরচিত এই “বৈষ্ণব গোঁসাইএর ভাবামৃত” নামক গ্রন্থে সম্যক্ বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কৃষ্ণদর্শনাভিলাষী ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞাত হইবেন। তিনি বৈষ্ণবকে গোঁসাইস্বরূপ এবং বৈষ্ণবের ভাবকে অমৃত তুল্য জ্ঞান করিতেন। প্রথমে “ভক্তি ও ভক্ত” গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন, পরে “শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইএর ভাবামৃত” নামক এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় নাই; ইহাতে কেবল ভাবের কথামাত্র আছে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে মুনি ঋষিগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বিষয় অবগত হইতেন, ইহাকে সাধারণ কথায় বলে

'মুনি ধ্যানে জানিয়াছেন'। বর্ত্তমান গোঁসাই ভক্ত গোঁসাই আরাধনা করিয়া থাকেন। কলিকালে তাহাকেই ভাব বলে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি মুর্শিদাবাদাধিপতি নবাব বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সংশোধনার্থ প্রদান করেন। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ অগ্রজ মহাশয় ১৩০৮ সালের ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তির দিন রবিবারে বেলা ২টা সময় আমাকে চিরকালের জন্য শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহ লীলা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। তিনি "বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের ভাবামৃত" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিলেন। ঐ সময়ে তিনি আমাকে তাঁহার শেষ সদুপদেশ প্রদান করিয়া "গোঁসাই, গোঁসাই, গোঁসাই" বলিয়া গোঁসাইয়ে লীন হইলেন। হে করুণাময় গোঁসাই! বোধ হয় দাদাকে ইহসংসারে রাখা আর আপনার অভিপ্রেত ছিল না, সেই জন্য আপনি আপনার ভক্তকে আপন সন্নিধানে গ্রহণ করিলেন। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্য জীবনের অসারতা জানিলাম। এইমাত্র দাদার সহিত একত্রে বসিয়া কথা কহিতেছিলাম, এইমাত্র তিনি আমাকে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন আর এখনি তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোঁসাইয়ে মিশিয়া গেল। হায়! দাদা কোথায় গেলেন? কি অপরাধে এ হতভাগ্য অনুজকে নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন? হে গোঁসাই! দাদাকে কোথায় পাঠাইলেন? আমি কোথায় আর তাঁহার চরণ-

যুগল দর্শন করিব? আমি অতি মন্দভাগ্য, তাই দাদার অনুগমন করিতে পারিলাম না। আর আমাকে কে উপদেশ প্রদান করিবে? কে আমার মঙ্গলের জন্য পুনঃ পুনঃ গোঁসাইয়ের নিকট প্রার্থনা করিবে? কি কুক্ষণেই আজ আমি কলিকাতা মেটীয়াবুরুজে আসিলাম, মনের শত শত বাসনা মনেই রহিল, পিতার তুল্য দাদাকে হারাইলাম! পিতার মৃত্যুর পর দাদার অনুগ্রহে এক দিনের জন্যও আমার মনে পিতৃশোক জাগরিত হয় নাই! পিতার অভাবে, দাদার উপর কত অভিমান করিয়াছি, কত বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছি, তথাপি তাঁহার মনে ভ্রাতৃস্নেহ বিচলিত হয় নাই! হায় দাদা ক্ষণেকের জন্যও আমার বিরসবদন নিরীক্ষণ করিলে আপনি স্থির থাকিতে পারিতেন না; আর আজ আমি আপনার নিকট উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছি, একবারও সান্ত্বনা করিতেছেন না। আমার আহার করিতে ক্ষণেক বিলম্ব হইলে আপনি "খাও, খাও" করিয়া ব্যস্ত হইতেন! আমার অসুখ হইলে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন! এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ সচরাচর দেখা যায় না! আর কে আমাকে গোঁসাই চিন্তা করিবার উপদেশ প্রদান করিবে! আমি অতি অভাজন তাই এমন দাদা পাইয়া হারাইলাম! দাদা, আমি কি আপনার ন্যায় "গোঁসাই, গোঁসাই" বলিতে বলিতে মরিতে পারিব!

পরে শোকসন্তপ্তহৃদয়ে মৃতদেহ শ্মশানে আনীত হইল! শ্মশানে আসিয়া আমার চিন্তাস্রোত প্রবল হইল। শ্মশান পুণ্য স্থান; এস্থানে রাজা, মহারাজ, ধনী, দরিদ্র সকলেরই

একগতি ! এখানে সকলেই মৃত্তিকা শয্যায় শয়ন করেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম আমি কে ? কোথায় আসিয়াছি ? আবার কোথায় চলিয়া যাইব ? এই যে অগ্রজ, যিনি আমাকে প্রাণের সমান স্নেহ করিতেন, এখন ভুলিয়াও একবার আমায় দেখিতেছেন না। লোকে "আমার, আমার" বলিয়া পাগল হয় কি জন্য ? যত দিন জীবিত থাকে তত দিন তাহার মনে "আমার" "আমার" এই কথা প্রবল থাকে! কিন্তু প্রাণপাখী একবার দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিলে পৃথিবীতে 'আমার' বলিতে আর কিছুই থাকে না। সংসারের সকল বস্তুর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধের শেষ হইয়া যায়।

আমার অগ্রজ ৺ব্রজনাথ দত্ত গোঁসাইয়ের কৃপাতে লোকসমাজে সম্মানের সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম অকৃতদার ছিলেন। আমার বিবাহ দিয়া তিনি আজন্ম গোঁসাই ভক্তিতে রত ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে "ভক্তি ভক্ত" গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। "বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের ভাবামৃত" গ্রন্থ দ্বারা ভক্ত ও পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিবার তাঁহার অত্যন্ত বাসনা ছিল। কিন্তু সময়গতিতে তাঁহার সে বাসনা জীবিতাবস্থায় সম্যক্ ফলবতী হয় নাই। আমি তাঁহার আদেশে যত্নের সহিত "বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের ভাবামৃত" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। ভক্তগণের ও পাঠকগণের মনোনীত হইলে আমার ও অগ্রজ মহাশয়ের শ্রম সফল হইবে। ভক্তগণ ও পাঠকগণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই, গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, যদি কোন স্থানে ভাবের ব্যত্যয় কিম্বা ভ্রম প্রত্যক্ষ করেন, অনুগ্রহ

পূর্ব্বক নিজগুণে দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। এই উপক্রমণিকার শেষে জনৈক গুরুভক্তের বিলাপ সংযোজিত হইল।

মুর্শিদাবাদ, চক্।
সন ১৩০৯ সাল,
তারিখ ২৩শে পৌষ।

বিনয়াবনত
শ্রীরঘুনাথ দত্ত
প্রকাশক।

বিলাপ।

গুরু মোর ব্রজনাথ রাধার নন্দন।
শ্রীযদুনন্দন কৃষ্ণ যার প্রাণধন॥
উন্নত প্রভাব যাঁর নিজ কৃপা মতে।
অভিষেক অর্পণ করিল মোর চিতে॥
সেই গুরুপাদপদ্ম লইনু শরণ।
যার কৃপা হৈতে মোর ঘুচিল বন্ধন॥
অপার দুঃখের মাঝে আছিনু পড়িয়া।
কৃপা-রজ্জু দিয়া মোরে আনিল তুলিয়া॥
কৃপার সাগর যেই পর দুঃখে দুঃখী।
যেই ব্রজনাথ গুরু মোরে কৈল সুখী॥
শ্রীগোঁসাই গাঢ়-ভক্তি প্রযত্ন করিয়া।
পান করাইল মোরে অধম দেখিয়া॥
তাঁর পাদপদ্মযুগ দৃঢ় করি ধরি।
যেই শিখাইল মোরে ভক্তির মাধুরী॥
যে অবধি গুরু মম ছারি গেছে মোরে।
সেই হ'তে মুখে মোর বাক্য নাহি সরে
চল প্রভু ল'য়ে চল গোঁসাই সদন।
স্থির নেত্রে হেরিব সে যুগলচরণ॥
যদি মোরে পাপী বলি না দেন দর্শন।
তাঁদের সম্মুখে আমি ত্যজিব জীবন॥
অনিত্য এ দেহ এবে জলবিম্ব প্রায়।
ক্ষণেকে বিলুপ্ত হ'বে নাহিক সংশয়॥

স্বামী-মুখাম্বুজোচ্ছিষ্ট পরম আদরে।
ব্রজনাথ কবে আনি দিবেন আমারে॥
সে প্রসাদ আনি যবে মোরে অগ্রে দিবে।
এ দাসের অভিলাষ পূর্ণ তবে হ'বে॥
সুদীন রাখাল কহে হইয়া আকুল।
কোথা গেলে গুরু মম হ'য়ে প্রতিকূল॥
কি দোষ পাইয়া বল জীবনে আমার।
কমনীয় সুকায়, করিলে পরিহার॥
রমণীয় বাসগৃহ উপবন আর।
তোমা বিনা হইয়াছে সব অন্ধকার॥
বিনোদ বিপিনমাঝে যত ফুলরাশি।
তোমা বিনা মন-দুঃখে ত্যজিয়াছে হাঁসি॥
নীরব ভকত কুল করিছে রোদন।
বাক্য-হীন হইয়াছে আমার বদন॥
মধুকর মন-দুঃখে না যায় কমলে।
তোমার বিহনে সবে ভাসে আঁখিজলে॥
গতিহীন হইয়াছে মলয় পবন।
মৃদু-মন্দভাবে আর করে না বহন॥
বজ্রাঘাত পড়িয়াছে রাখালের শিরে।
ভাসিতেছি নিরবধি নয়নের নীরে॥
তোমার অভাবে আজি হে রসনিধান।
বিনোদ বিপিন যেন শ্মশান সমান॥
সেই সমুদায় এবে র'য়েছে হেথায়।
কিন্তু প্রাণসখা তুমি গেলে হে কোথায়॥

রাখালের ধন মান জীবন যৌবন।
এ সংসারে একমাত্র তোমার চরণ ॥
সেই গুরু বিহীন হ'য়ে কি কাজ জীবনে
ডুবিব জীবনে কিম্বা ঝাঁপিব দহনে ॥
যে পথে গিয়েছ তুমি ত্যজিয়ে জীবন।
আমিও সেই পথে হে করিব গমন ॥
তব শ্রীচরণে গুরু নিবেদন করি।
অধম রাখালে এবে লহ সঙ্গে করি ॥
আমিহ অধীন তব ওহে রসরায়।
ত্যজিতে আশ্রিত জনে উচিত না হয় ॥
এইরূপে কাঁদি আমি তোমার বিরহে।
ধরিতে না পারি প্রাণ দুঃখে দেহ দহে ॥
ওরে বিধি এ কি তোর হইল সুবিধি।
কোন্ প্রাণে হ'রে নিলি মম প্রাণনিধি ॥
কহিতে আমায় প্রভু প্রণয়বচনে।
কখন বিচ্ছেদ নাহি হবে তব সনে ॥
এখন অন্যথা করি সে সব বচন।
হায় হায় কোথা তুমি করিলে গমন ॥
রাজীব সদৃশ তব যুগলচরণ।
আর না হেরিবে তাহা আমার নয়ন ॥
ধিক্ ধিক্ আমার এ কঠিন জীবনে।
এখন বাঁচিয়ে আছি তোমার বিহনে ॥
ওহে নাথ মর্ত্ত্যলীলা করি সম্বরণ।
অগ্রে তুমি ব্রজপুরে করিলে গমন ॥

এই খেদ সদা মম হইতেছে মনে।
এখন বাঁচিয়ে আছি তোমার বিহনে॥
একা তুমি ব্রজপুরে আছ হে কেমনে।
তিলার্দ্ধে কি আমাদিগে পড়ে না কি মনে?
আজ্ঞা কর এদেহ আমি করিয়ে পতন।
ব্রজে গিয়ে তব সহ হইব মিলন॥
ভাই বন্ধু তব সব করেন রোদন।
বরিষার মেঘ সম সবার নয়ন॥
ওরে পাপ প্রাণ মম এখন কেমনে।
দেহেতে রয়েছ এবে প্রভুর বিহনে॥
নির্লজ্জ তোমার সম নাহি দেখি আর।
এখনি গমন কর পশ্চাতে তাঁহার॥
অতি শীঘ্র ব্রজপুরে করিয়ে গমন।
প্রাণের প্রভুর সহ করহ মিলন॥
ওরে চক্ষু হারা হ’য়ে সে প্রাণ রতন।
তুমি আর কাহারে করিছ দরশন॥
হেন অপকর্ম্ম কর সাক্ষাতে আমার।
এখনি মুদিত হও আঁখি দুরাচার॥
ওরে পদ এখানে দাঁড়ায়ে কি কারণ।
প্রভুর পশ্চাতে কেন করনা গমন॥
যেই পথে গিয়েছেন প্রাণের ঈশ্বর।
সেই পথে ল’য়ে মোরে চলনা সত্বর॥
তোমা বিনা নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ কাল।
কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল॥

নিদারুণ শেল মম রহিল হৃদয়ে।
দেখিতে না পেনু তোমা মরণ সময়ে॥
বড় সাধ লাগে মনে ওপদ নেহারি।
তোমার নিছুনি লৈয়া ঘুঁই যাই মরি॥
এই দুঃখ রহিলেক হিয়ার মাঝার।
অন্তকালে চরণ না সেবিনু তোমার॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীগোসাঞি পাদপদ্মে থাকে যেন মন।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে কতকগুলি ভাবপূর্ণ মধুর কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, ভক্তগণের মনোরঞ্জনের জন্য সেই কবিতাগুলির বাদানুবাদ সহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম। ইহাতে অবশ্য গ্রন্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু ভাবুক ভক্তগণ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিরসামৃত পান করিতে কখনই কুণ্ঠিত নহেন এই বিশ্বাসে কবিতাগুলি প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি।

বিনয়াবনত—
শ্রীব্রজনাথ দত্ত।

ভূমিকা।

একমাত্র দ্বিভুজ মুরলীধারী গোলকবিহারী আদি পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু মানুষরতন। এই মানুষের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ত্রিপুরারি, বেদ, পুরাণ সমস্তই সৃষ্টি হইয়াছে। জগতে নানাবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, যুগে যুগে যুগধর্ম্ম বিধি অনুসারে সমস্ত জগৎ আবদ্ধ। এই বিধি অনুযায়ী কর্ম্মফলাফলে কোন কোন মহাত্মা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, কেহ বা স্বর্গ নরক গতায়াত করেন, কেহ বা চতুরশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু জগতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মই সনাতন।

যখন স্বামী পৃথিবীতে লীলা করিবার ইচ্ছা করেন, তখন নারায়ণ প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন, পরে স্বতঃসিদ্ধ নিত্যমানুষ ঐ দেহে আবির্ভাব হইয়া ভক্তবৃন্দ লইয়া লীলা খেলা করেন, অংশের দ্বারা ভুভার হরণ, ধর্ম্মসংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য করেন। স্বয়ং মানুষ প্রেমরস আস্বাদন করিতে থাকেন। ইঁহার জাতিভেদ নাই, ঈশ্বরভাব নাই, কেবলমাত্র মাধুর্য্যভাব। সেই মাধুর্য্য ব্রজের গোপীগণ আস্বাদন করিয়াছেন। এই মাধুর্য্য পানে যদি কোন মহাত্মার লোভ হয়, তবে তিনি ব্রজগোপীভাব গ্রহণ করিয়া বৈধি ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ স্বামী অনুরাগী হইয়া প্রেমভক্তি দ্বারা স্বামীসেবা করিলে তিনি প্রাপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। স্বামী যে যে সময় যে যে যুগে অবতীর্ণ হন, সেই সেই সময় ভক্তবৃন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া ভাবে ভাবে স্বামীচরণ প্রাপ্ত হইয়া সেবাকার্য্য করেন।

কিন্তু সংসারী লোক স্বামীর বর্ত্তমান লীলা ও ভক্তবৃন্দের ভাব বুঝিতে পারেন না। সেই মানুষরতন স্বামী যাহাকে কৃপা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ চেতন প্রাপ্ত হইয়া মাধুর্য্যভাবরস আস্বাদন করেন।

যখন স্বামী মানবরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহার কৃপাপাত্র ভিন্ন কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে কিম্বা চিনিতে পারে না। জীবের কথা কি, স্বয়ং বিধিকর্ত্তা ব্রহ্মাও কৃপা ভিন্ন চিনিতে পারেন নাই।

এক দিন ব্রহ্মা ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণ রাখালগণ সহ মাঠে খেলা করিতেছেন, গোবৎসগণ চরিতেছে। তিনি কৃষ্ণকে সামান্য রাখাল জ্ঞানে সমস্ত গোবৎস হরণ করিয়া পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মার মন বুঝিয়া পুনরায় অবিকল সমস্ত গো বৎস সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বভাবে খেলা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ভাবিলেন আমি সমস্ত গো বৎস হরণ করিয়া আনিলাম, দেখি এখন রামকৃষ্ণ কি করিতেছেন, এতেক চিন্তা করিয়া মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পূর্ব্ববৎ সমস্তই গো বৎস চরিতেছে ও রামকৃষ্ণ রাখালগণ সহ খেলা করিতেছেন; ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া পর্ব্বত গুহায় গমন করিয়া দেখিলেন গো বৎস সমস্তই লুক্কায়িত আছে; পুনরায় কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া দেখেন যেন পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত গো বৎস সকল আসিয়া চরিতেছে। ব্রহ্মা এই লীলা দর্শনে যুগপৎ বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন কৃষ্ণ গোলোকপতি নিত্য মানুষ। তখন স্বীয়

অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য স্বামীকে স্তব করিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টান্তে দেখুন তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে জানিতে বা চিনিতে পারা যায় না। স্বামী বেদের অগোচর ভক্তাধীন ভক্তহৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান্। এই বর্ত্তমান কলিযুগে রাধাকান্তপুরে উদয় হইয়া রাজসাহীর অন্তর্গত পান্সাপাড়ায় অক্ষয় তলায় ভক্ত লইয়া লীলা খেলা করিয়া সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে বর্ত্তমান দেহ লুকাইয়া স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। স্বামীর বর্ত্তমান নাম শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি।

এই গ্রন্থে বৈষ্ণব গোসাঞের ভক্তবৃন্দের ভাব, ভক্তিকার্য্য সমস্ত বর্ণন হইল। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগুরুদেব বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা, গ্রন্থ আরম্ভে নারায়ণ দেহে স্বামীর আবির্ভাব, তৎসঙ্গে ভক্তবৃন্দের ভাব, রসতত্ত্বসার, স্বামীভজন, আত্মদৈন্য, শব্দগীত, গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরে আত্মতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, বৈধিভক্তি, রাগানুগাভক্তিতত্ত্ব ইত্যাদি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল। স্বামী ভক্তের দাসানুদাস শ্রীব্রজনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বন্দনা।

—ঃশ্লোকঃ—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

বন্দে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল চরণ।
বন্দে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরবরণ॥
বন্দে শ্রীফকির চাঁদ বৈষ্ণব গোসাঞি।
বন্দে শ্রীমোহন চাঁদ সেই ত নিতাই॥
বন্দে শ্রীসহচরী তুমি ক্ষেপী মাতা।
মহাবিষ্ণু প্রসবিনী জগতের ধাতা॥
জীবের নিস্তার লাগি সেই বংশীধারী।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্য জ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস
অবশ্য তাহার হয় ব্রজধামে বাস॥
গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥
হেন গুরু পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হ'তে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥
গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ॥

বৈষ্ণব বন্দনা।

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি তাঁদের চরণ॥
নিলাচল বাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দ সবার চরণ॥
নবদ্বীপ বাসী যত মহাপ্রভু ভক্ত।
তা সবার চরণ বন্দ হ'য়ে অনুরক্ত॥
বৈষ্ণব গোসাঞি ভক্ত পান্সীপাড়া স্থিতি
তাঁহার চরণ বন্দ করিয়া প্রণতি॥
পূর্ব্বোত্তর দেশে যত গোসাঞের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দ সবার চরণ॥
হয়েছে হবেন যত স্বামী দাস।
সবার চরণ বন্দ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ সব ভক্তের গুণ গাও এক মনে॥
গোসাঞের গণ যত পতিত পাবন।
এই লোভে পাপী আমি লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে বল কিবা শক্তি ধরি।
তমঃ বুদ্ধি দোষে আমি দম্ভমাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি এ অধমে কর নিজ দাস॥

স্বামী ভক্ত দয়াগুণে যমবন্ধ ছুটে।
অধম শরণ নিল চরণ নিকটে॥
আমার মনের আশা পূর্ণ যেন হয়।
গোসাঞি ভক্তের দাসানুদাস ব্রজ কয়॥

বৈষ্ণবগোসাঞের ভাবামৃত

গ্রন্থারম্ভ।

জয়োস্তু ফকিরচাঁদ জগতের স্বামী।
জয় জয় ক্ষেপীমাতা তিন লোকগামী
জয় জয় সতঃসিদ্ধ মানুষরতন।
বেদাগমে নাহি তার কোন অন্বেষণ॥
দ্বাপরেতে নারায়ণ দৈবকী-উদরে।
গ্রহণ করেন জন্ম কংস-বধিবারে॥
বসুদেব কংসভয়ে রাখে নন্দগেহে।
সতঃসিদ্ধ নিত্যমানুষ আবির্ভাব দেহে॥
অযোনি সম্ভব সেই মানুষরতন।
ভক্ত লয়ে প্রেমানন্দে আনন্দিত মন॥
সে মানুষ করেন মানুষ ল'য়ে খেলা।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর সে লীলা॥
প্রেমখেলা করিলেন নিত্য বৃন্দাবনে।
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণে যান গোলক ধামে॥
কলিকালে মহাপাপী হ'ল জীবগণ।
স্বামী ভাবিলেন জীব মুক্তির কারণ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভে উদয় নিমাই।
বলরাম জন্মে আসি নাম যে নিতাই॥
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ লইল জনম।
সেই সব ভক্ত আসি মিলিল তখন॥

সবে মিলি হরিনাম করে বিতরণ।
প্রেমাবেশে মগ্ন সদা ভাই দুই জন॥
ভারতীর নিকটেতে সন্ন্যাস গ্রহণ।
দণ্ড কমণ্ডলু নিমাই কর়য়ে ধারণ॥
নবদ্বীপ পরিহরি করিল গমন।
মানুষের তত্ত্বে ফিরে ঝরে দু'নয়ন॥
মানুষের ভাব আসি উপস্থিত হয়।
ভাবাবেশে হাঁসে কাঁদে গড়াগড়ি যায়॥
দিবানিশি মানুষের প্রেমে উন্মত্ত।
কভু হাঁসে কভু কাঁদে কভু করে নৃত্য॥
সে কালেতে সতঃসিদ্ধ মানুষ উদয়।
চৈতন্যের ভাবে ভাবি হইল তথায়॥
মহাভাবে ভাবী হ'য়ে চৈতন্যদেহেতে।
নিজভাব আস্বাদন করেন মর্ত্তেতে॥
বর্ত্তমান ভক্তে দয়া করে দয়াময়।
প্রেমভক্তি গোপীভাব ভক্তেরে জানায়॥
বিধি ভক্তি মুক্তিপথ শাস্ত্র অনুসারে।
প্রচার করেন স্বামী এ হিত সংসারে॥
জপ তপ হোম যজ্ঞ পূজা পাঠ নিয়ম।
একাদশী বিগ্রসেবা নামসংকীর্ত্তন॥
এই ভাব জীবে শিক্ষা দেন দয়াময়।
খেলা সম্বরিয়ে স্বামী স্বরূপে মিশায়॥
তদপরে কি হইল না জানে জগতে।
মানুষের প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃতে॥

নিশি দিশি সেই খেলা করে গৌররায়।
আপ্ত ভক্তভাব দেশে দরশন পায়॥
এই তত্ত্ব এ জগতে জীবে নাহি জানে।
সবিশেষ বলি আমি ভক্ত সন্নিধানে॥
স্বামীর মুখের আজ্ঞা ভাবদেশে জ্ঞাত।
ভক্তের ইচ্ছায় আমি লিখি ভাব মত॥
এই ভাব ভক্তগণ করিবে বিশ্বাস।
বিশ্বাস হইলে স্বামী হৃদয়ে প্রকাশ॥
স্বয়ং নারায়ণ অগ্রে জন্মে পৃথিবীতে।
স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু তাহার দেহেতে॥
উরিয়া করেন ভক্ত বাঞ্ছার পূরণ।
অযোনি সম্ভব সেই মানুষরতন॥
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে আছে জন্মবিবরণ।
সেই কথা বলি আমি শুন দিয়া মন॥
নারায়ণ কংসবধে মথুরায় যায়।
নবকৃষ্ণ তন্তুবায় কাপড় পড়ায়॥
তুষ্ট হ'য়ে নবকৃষ্ণে কন নারায়ণ।
বর মাগ নবকৃষ্ণ যেই লয় মন॥
শুনি নবকৃষ্ণ বলে শুন দয়াময়।
যেন এক পুত্র মম তব তুল্য হয়॥
বাঞ্ছা শুনি নারায়ণ ভাবেন অন্তরে।
মম তুল্য কেবা আছে জগৎ মাঝারে॥
এত চিন্তি নবকৃষ্ণে বর দান করে।
পুত্ররূপে কলিতে জন্মিব তোর ঘরে॥

বর পেয়ে আনন্দেতে করিল গমন।
একারণে নারায়ণ লইল জনম॥
শ্রীফকিরচাঁদ নাম রাখেন পিতায়।
রাধাকান্তপুরে হ'ল বৈকুণ্ঠ আলয়॥
বয়ঃ প্রাপ্তে স্বামীভাব প্রকাশ হইল।
মাতা পিতা বন্ধুগণ অপ্রাকৃত হ'ল॥
ভ্রমণে ফকিরচাঁদ করিল গমন।
সে সময় স্বতঃসিদ্ধ মানুষরতন॥
শ্রীফকিরচাঁদ দেহে হইল উদয়।
বৈষ্ণবগোসাঞি নাম ধারণ করয়॥
ভক্তবৃন্দ এই কথা রাখিবে স্মরণ।
অযোনি সম্ভব এই মানুষরতন॥
স্বয়ং কৃষ্ণ পুত্র মহাবিষ্ণু নিরঞ্জন।
মহাবিষ্ণু অংশ ব্রহ্মা শিব নারায়ণ॥
মূল হৈতে হয় সব অংশ অবতার।
যেই অংশ সেই মূল জান সারোদ্ধার॥
এতে নাই ভেদাভেদ নিশ্চয় বচন।
অভেদ একই আত্মা হন নারায়ণ॥
যার যেই ভাব হয় সেই সে উত্তম।
তাহা বিচারিয়া দেখ হয় তারতম্য॥
অংশরূপ অবতারের ভাব ঐশ্বর্য্য।
স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ ভাব হয় ত মাধুর্য্য॥
ঐশ্বর্য্য সাধনে ভক্ত লভে গতি মুক্তি।
মাধুর্য্য সাধনে ভক্তে হয় স্বামী প্রাপ্তি॥

এহি স্বামী বৈষ্ণবগোসাঞি নাম ধরে।
ভক্তে দয়া করিতে উদয় মর্ত্ত্যপুরে॥
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে বৈষ্ণবগোসাঞি।
পান্সীপাড়ায় উদয় হইলেন সাঞি॥
রাজসাহী অন্তর্গত পান্সীপাড়া গ্রাম।
মাঝ মাঠে বৃক্ষতটে গোসাঞের ধাম॥
ভক্তে ভাব বিতরিতে বসিলেন সাঞি।
সহচরী নাম এবে ধরিলেন রাই॥
লীলার সহায় লাগি স্বয়ং বলরাম।
ধারণ করিল শ্রীমোহনচাঁদ নাম॥
দেশদেশান্তরে পূর্ব্ব লীলার ভক্তগণ।
স্বামীসেবা আশে করে জনম গ্রহণ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
কলিতে জন্মিল আসি সেবিতে চরণ॥
গদাধর হরিদাস আর যে শ্রীবাস।
জন্মিল গোপালভট্ট রঘুনাথদাস॥
রূপ সনাতন আদি রামানন্দরায়।
শ্রীজীব গোসাঞি আর ভক্তবৃন্দচয়॥
ক্রমান্বয়ে ভক্তগণ অবতীর্ণ হৈল।
স্বামীকৃপাবলে সবে চরণ পাইল॥
এই সব ভক্ত লয়ে গোসাঞের লীলা।
ভাবদেশে ভক্ত সনে করে নানাখেলা॥
রাজসাহী অন্তর্গত পান্সীপাড়া গ্রাম।
শ্রীগোসাঞি করিলেন সেই স্থানে ধাম॥

মাঠমাঝে বৃক্ষতলে স্বামীর আসন।
নানাদেশের ভক্ত আসি করে দর্শন॥
সহচরী মাতার সঙ্গিনী মাতাগণ।
ক্রমান্বয়ে সকলেতে আসিল তখন॥
সবে মিলি স্বামীসেবা করেন তথায়।
সহচরী মাতার সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ রয়॥
গোসাঞের সেবাকার্য্য করেন তথায়।
সঙ্গিনী যে মাতাগণ আজ্ঞাকারী হয়॥
এই ভাবে সেবাকার্য্য করে প্রতি দিন।
সঙ্গিনী সকল মাতা সহচরীর অধীন॥
এইরূপে বহুদিন করে সেবাকার্য্য।
তাহা দেখি ভক্ত বৃন্দ হইল আশ্চর্য্য॥
যে দ্রব্য রন্ধন করে সহচরী রাই।
সেবা করি পরিতোষ বৈষ্ণবগোসাঞি॥
সেবান্তে মহাপ্রসাদ পায় ভক্তগণ।
অমৃত জ্ঞানেতে সবে করয়ে ভোজন॥
প্রতি দিন এই মত সেবাকার্য্য হয়।
স্বামীসেবা অন্তে তবে ভক্তবৃন্দ চয়॥
উদাসীন সাধু সব আর মাতাগণ।
এমতে মহাপ্রসাদ পায় সর্ব্বজন॥
বহুদেশের গৃহীভক্ত আসিতে লাগিল।
ভক্ত দেখি মাতার যে আনন্দ বাড়িল॥
শতেক জনের যদি করেন রন্ধন।
সে অন্নে সহস্র লোক করয়ে ভোজন॥

পূর্ণশক্তি রাধাসতী সহচরী মাতা।
রন্ধন মন্দিরে স্বয়ং আর কিবা কথা॥
দৃষ্টিমাত্র পরিপূর্ণ হয় যে ভাণ্ডার।
অসীম মাতার কার্য্য মহিমা অপার॥
সকলে তথায় সে মহাপ্রসাদ পায়।
আনন্দে যুগল রূপ দর্শন করয়॥
প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ সে স্থানেতে রয়।
স্বামীকৃপা পাত্র বটে সেই ভক্তচয়॥
সহচরী মাতা দয়া করে ভক্তবৃন্দে।
ভক্তসনে ভাবদেশে খেলেন আনন্দে॥
কিছু দিন পরে মাতা ভাবিলেন মনে।
ভক্তসনে অভক্ত যে আসে মম স্থানে॥
মহাপ্রসাদ ভক্তিভাবে না করে গ্রহণ।
কিছু খায় কিছু ফেলে শ্রদ্ধাহীন মন॥
আমার পাকের অন্ন অপচয় হয়।
সে জীবের অপরাধ হইবে নিশ্চয়॥
এত ভাবি গোসাঞি স্থানে করে নিবেদন
মম বাক্য শ্রীগোসাঞি করহ শ্রবণ॥
গৃহীভক্ত সহ এথা আসে অন্য জন।
মহা গোলযোগ হ'তে লাগিল এখন॥
এহেতু রন্ধন আমি আর না করিব।
নিস্তব্ধ পাগল বেশে সর্ব্বদা রহিব॥
গোসাঞি ফকিরচাঁদ বুঝিলেন মর্ম্ম।
সহচরী ছাড়িলেন রন্ধনের কর্ম্ম॥

সে সময় ক্ষেপী নাম গোসাঞি রাখিল।
একারণে ক্ষেপী নাম প্রচার হইল॥
সে অবধি ক্ষেপীমাতা বলে ভক্তগণ।
ক্ষেপীমাতা নাম তার হ'ল একারণ॥
সেই রাধা সহচরী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী।
জীবে ভুলাইয়ে মাতা হন্ পাগলিনী॥
প্রেমময় দেহ তার প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রেমাবেশে ভাবদেশে থাকে নিরন্তর॥
বাহ্যজ্ঞান ত্যাগ সদা ভাবদেশে রয়।
একস্থানে বসি থাকে আপন ইচ্ছায়॥
কোন জন সঙ্গে মাতা কথা নাহি কয়।
ভাব খেলা ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা করয়॥
দেশদেশান্তরে ভক্ত আছে যে যে খানে
চেতন করেন ভক্তে দিয়ে দরশনে॥
স্বপ্নাবেশে ভাবদেশে দেন দরশন।
সচেতন হ'য়ে ভাবে মাতার চরণ॥
সেই সব ভক্ত আসে পাল্পীপাড়ায়।
গোসাঞি মাতার পদ দরশন পায়॥
পাগলিনী বেশে মাতা থাকে নিজমনে।
নিজরূপ ভাবেতে দেখান ভক্তগণে॥
বৃক্ষতলে ভাবাবেশে আসে ভক্তগণ।
ভাবমত দরশন পায় শ্রীচরণ॥
কখন দেখিছে সবে বালা রূপবতী।
কখন বা অপরূপ ষোড়শী যুবতী॥

কখন জরতী বেশে দেন দরশন।
অপূর্ব্ব মূরতি তাঁর ভক্ত বিমোহন॥
আপ্ত ভক্ত সেইরূপ করে দরশন।
দিবারাত্রে আনন্দেতে রহে ভক্তগণ॥
হৃদিপদ্মে শ্রীগোসাঞে করিয়ে ধারণ।
তদ্‌বামে ক্ষেপীমাতা করত স্থাপন॥
পদ্মাসনে যুগ্মরূপ করিয়া স্থাপন।
ভক্তবৃন্দ সদা করে ঐরূপ ভজন॥
ক্ষেপামাতা সদা রহে মন্দির ভিতরে।
মতিমাতা আদি সবে সেবাকার্য্য করে॥
জল দাও পুড়ে গেল দেখ কি চাহিয়ে।
আশ্চর্য্য হইল সবে মুখপানে চেয়ে॥
প্যারীমাতা জল ল'য়ে তখনি আসিল।
আর শব্দ নাহি করি জল না লইল॥
সবমাতা মিলি তবে ভাবিতে লাগিল।
কি ভাবে বিভোর মাতা কিছু না বুঝিল॥
হরমাতা বলে এত ভাব দেশের কথা।
ভক্তদেশে কোন ভাব দেখিলেন মাতা॥
পরেতে ক্ষীরোদ মাতা মাতার হস্তেতে।
কালি ছাই লাগিয়াছে পাইল দেখিতে॥
বিশ্বময়ী মাতা হাত ধোয়াইয়া দেন।
জিজ্ঞাসিলে ক্ষেপীমাতা কিছু নাহি কন্॥
সব মাতা মিলি জিজ্ঞাসে গোসাঞি স্থানে।
মাতার হাতে কালি ছাই লাগে কি কারণে॥

ময়মনসিংহের এক ভক্তের ঘরে।
আগুন লাগিয়াছিল দেখিল সত্বরে॥
জল না পাইয়া পাগ্নী হস্তে মুঁছিফেলে।
কালী ছাই লাগে তেঁই জানিবে সকলে॥
আগুন নির্ব্বাণ করি ভকতে রক্ষিল।
ভক্তপ্রিয় ক্ষেপীমাতা সকলে জানিল॥
মাতার মহিমা জীবে জানিবারে নারে।
যাহারে জানান মাতা সে জানিতে পারে
সঙ্গিনী সকলে সেবা করে নিরন্তর।
তাহাদের নাম যে যে শুন অতঃপর॥
মতি প্যারী বিনোদিনী বিশ্বময়ী মাতা।
ক্ষীরোদ নীরোদ হর বামা রহে তথা॥
এই অষ্ট মাতাগণ পাগল চরণে।
সেবাকার্য্য করে তারা অতি সযতনে॥
আর যত মাতা ছিল সংখ্যা নাহি তার।
বর্ণনা করিতে শক্তি নাহিক আমার॥
বালকের দোষ ক্ষম সব মাতাগণ।
অনুগত ব্রজ যেন পায় শ্রীচরণ॥
চৈতন্যের ভক্ত সব যে যে খানে ছিল।
ভাবদেশে চেতন হ'য়ে স্বামীস্থানে এল॥
সেই সব ভক্ত ল'য়ে গোসাঞের লীলা।
ভাবদেশে ভক্তসনে করে নানা খেলা॥
বর্ত্তমান ভক্তগণের পূর্ব্ব বিবরণ।
স্বামীর কৃপায় কিছু করিব বর্ণন॥

গোপাল ভট্ট হন্ মদনচন্দ্র রায়।
বাড়ী এঁর জমিদারী পান্সীপাড়ায়॥
রাজসাহী অন্তর্গত পান্সীপাড়া গ্রাম।
গ্রাম অন্তে মাঠমধ্যে গোসাঞের ধাম॥
শ্রীগোসাঞের কৃপাপাত্র মদন রায়।
ভাবেতে গোসাঞি রূপ দরশন পায়॥
ভাবানন্দে মগ্ন থাকে দিবস রজনী।
স্বামীরূপ নেহারে বৈষ্ণবচূড়ামণি॥
স্বপ্নভাবে দেখে গোসাঞি নন্দের নন্দন।
এ ভাবেতে নানারূপ পায় দরশন॥
সুভক্ত মদনচন্দ্র রায় বিবরণ।
ভক্তিভক্ত গ্রন্থে আছে বিস্তৃত বর্ণন॥
পুলিন বিশ্বাসে স্বামী করিলেন দয়া।
ভাবদেশে নিজরূপ দেখা দেন গিয়া॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে।
মন প্রাণ সমর্পিল স্বামী শ্রীচরণে॥
পুলিন বিশ্বাস হ'ল বড় অনুরাগী।
ভাব দরশন করে হয় গৃহত্যাগী॥
উদাসীন হ'য়ে গেল স্বামীর আলয়।
সেই স্থানে থাকি সদা ভজন করয়॥
ভাবের আনন্দে সদা থাকেন পুলিন।
কিছু দিন পরে শ্রীচরণে হৈল লীন॥
নীলকণ্ঠ গৌরীকান্ত আর গঙ্গারাম।
তিন সহোদর তাঁরা অতি গুণধাম॥

সুগৃহস্থ সদাচারে থাকেন সদাই।
গৌরীকান্তে দয়া করিলেন শ্রীগোসাঞি॥
ভাবদেশে দরশন দিলেন তাঁহারে।
দেখিয়া স্বামীর রূপ উঠেন সত্বরে॥
আনন্দ অন্তরে সদা সেরূপ ভাবয়।
কোথায় পাইব স্বামী সেই দয়াময়॥
এই চিন্তা সদা করে কিরূপে পাইব।
বর্ত্তমান না পাইলে এ প্রাণ ত্যজিব॥
ভাইসহ যুক্তি করি করিল গমন।
কোথা আছ প্রাণনাথ দাও দরশন॥
ভাবে জানিলেন পান্সীপাড়ায় গোসাঞি
ঘরে গিয়ে যুক্তি করে মিলি তিন ভাই॥
তিন জনে একত্রে চলিল দরশনে।
দর্শনমাত্রে শরণ লইল চরণে॥
দয়া করিলেন স্বামী তিন সহোদরে।
পাইয়া স্বামীর দয়া আনন্দ অন্তরে॥
তিন ভাই যুক্তি করি সংসার ছাড়িল।
উদাসীন সাধু হ'য়ে চরণে রহিল॥
দিবারাত্র ভাব খেলা করে দরশন।
স্বামী-আজ্ঞাকারী হ'য়ে রহে তিন জন॥
গঙ্গারাম নীলকণ্ঠ আর গৌরীকান্ত।
স্বামী শ্রীচরণে নিষ্ঠা হইল একান্ত॥
সেবাকার্য্য অন্তে করে ভজন তথায়।
নিশাযোগে ভাবদেশে দরশন পায়॥

ভাবযোগ্য দেহ যে সকলের হইল।
মহাভাবে মগ্ন হ'য়ে তথায় রহিল॥
অচেতন ভক্ত সব স্বামীর কৃপায়।
এরূপে আসিয়া সবে পদ প্রাপ্ত হয়॥
মণিকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণনন্দন।
স্বামী নাম শ্রুত হ'য়ে করিল গমন॥
আসিল স্বামীর স্থানে দরশন আশে।
স্বামী দরশন করি আনন্দেতে ভাসে॥
ক্ষেপীমাতা শ্রীগোসাঞি দেন দরশন।
ভাবেতে হেরিয়ে রূপ হরষিত মন॥
বেদবিধি ছাড়ি মণি লইল শরণ।
নিষ্ঠাভাবে স্বামীপদ করেন ভজন॥
আনন্দেতে ভাবাবেশে থাকে দিবারাত্র।
স্বামীর কৃপায় মন হইল পবিত্র॥
মণিকৃষ্ণে দয়া করি কহেন গোসাঞি।
তব পূর্ব্ব বিবরণ বলিতেছি এই॥
হারাই পণ্ডিত নাম ছিল যে তোমার।
একারণে দরশন পাইলে আমার॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি প্রফুল্ল অন্তরে।
অবিরত বারিধারা নয়নেতে ঝরে॥
মণিকৃষ্ণ ভাবযোগ্য দেহ যে পাইল।
মহাভাবে মগ্ন হ'য়ে তথায় রহিল॥
মণিকৃষ্ণ মৃতদেহে দিয়াছে জীবন।
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে আছে বিস্তৃত বর্ণন॥

যে যে দেশে যে যে ভক্ত ছিল অচেতনে
স্বামী কৃপা করিলেন আপনার গুণে ॥
ভাবদেশে নিজরূপ দেন দরশন।
চেতন পাইয়া ভক্ত করে অন্বেষণ ॥
ক্রমে আসি পান্সীপাড়া উপস্থিত হয়।
গোসাঞের শ্রীচরণ দরশন পায় ॥
যে যে ভক্তে ক্ষেপীমাতা করিলেন দয়া।
সে ভক্তের ঘুচে গেল সংসারের মায়া ॥
প্রেমানন্দে ভক্তগণ বিভোর হইয়া।
স্বামীর ভজন করে গৃহেতে বসিয়া ॥
প্রতি দিন ভাবদেশে করে দরশন।
ভাবানন্দে মগ্ন হৈল ভকতিভূষণ ॥
ভক্ত সব ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল।
উৎসব নিতাই আর বলাই আইল ॥
সঙ্গে লয়ে বিনোদ আইল সুখময়।
গৌরাঙ্গ রামমোহন হইল উদয় ॥
আইল নিমাই সেন আর কালিদাস।
স্বরূপদাসের সঙ্গে আসেন শ্রীবাস ॥
রামসিংহ রামকানাই আর দিনুরায়।
যমদাস জগদ্বন্ধু আর রামজয় ॥
মধুসূদন খুদিরাম সাধুচরণ।
ভাবানন্দে সবে আসি লইল শরণ ॥
রামশরণ চন্দ্রকান্ত ভিকারীদাস।
আইল অমর দে ভৈরব শ্রীনিবাস ॥

গোপাল গোবিন্দ রায় আর বনমালী ।
শ্যামদাস নিছুরির সহ এলো কালী ॥
হরগোবিন্দ যে আর তারিণী তারণ ।
আইল ভবানী সঙ্গে শ্রীরামচরণ ॥
এরূপ অনেক ভক্ত স্বামী স্থানে আসে ।
বৈষ্ণবগোসাঞি দয়া সলিলেতে ভাসে ॥
পাইয়া স্বামীর দয়া ভক্তবৃন্দ সবে ।
উন্মত্ত হইল ভক্ত গোসাঞের ভাবে ॥
ভাবদেশে নানাখেলা ভাবেতে মগন ।
সবে মিলি সদা করে গোসাঞি ভজন ॥
ভকতবৎসল ভক্ত অন্তর জানিয়া ।
সবে উদাসীন করে দয়া প্রকাশিয়া ॥
প্রতি ভক্তে ডোর কৌপান দেন গোসাঞি ।
করয়া বাটী দিয়ে ফকির করে সাঞি ॥
উদাসীন সাধু হয় সব ভক্তগণ ।
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করেন ভজন ॥
যে যে দেশে মাতাগণ ছিল অচেতন ।
ভাবদেশে ক্ষেপীমাতা দেন দরশন ॥
অচেতন ছিল যারা চেতন পাইল ।
সেই সব মাতাগণ আসিতে লাগিল ॥
আইল মহন্ত মাতা ভবানীমাতা পরে ।
আসিল জানকীমাতা অতীব সত্বরে ॥
সুমতি চপলা প্যারি দয়াময়ী মাতা ।
উদ্দেশেতে আসে শুনি গোসাঞের কথা ॥

আইলেন শচী আর যশোদা মাধবী।
সৌদামিনী শরৎমণি মাতা সে গৌরবী।
জয়মণি জগৎমণি সে অম্বিকা মাতা।
ক্ষেপীমাকে নিবেদিল স্বভাবের কথা॥
প্রেমানন্দে মাতাগণ আসি স্বামীস্থানে।
ভাবাবেশে মাতা সব পড়িল চরণে॥
মাতা সকলের প্রতি দয়া করে সাঞি।
নিজরূপ ভাবদেশে দেখান গোসাঞি॥
ভাব দরশনে সবে আনন্দে মগন।
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করেন ভজন॥
স্বামীপ্রেমে পাগল সকল মাতাগণ।
বন্দনা করয়ে ক্ষেপীমাতার চরণ॥
দিবসেতে স্বামীসেবা করে সাধু সবে।
রজনীতে সাধুগণ থাকে মহাভাবে॥
স্বামী সঙ্গে ভাবদেশে যায় বৃন্দাবন।
দ্বাপরের খেলা সব করে দরশন॥
মহানন্দে স্বামীসঙ্গে থাকে ভক্ত সব।
ভাব খেলা ক্ষেপীমাতা করে অসম্ভব॥
ভাবেতে মাতার রূপ হেরিয়া নয়নে।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারে আপনার প্রাণে॥
প্রেমে বিগলিত সবে চক্ষে বহে ধারা।
বলে ক্ষেপামাতা মোর নয়নের তারা॥
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে থাকে ভক্তগণ।
হৃদয় মাঝারে মাতা বিশ্ববিমোহন॥

তখনি যে পূর্ব্বভাব হ'য়ে বিস্মরণ।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করেন গমন ॥
ভাবদেশে ভক্তসনে করে নানা খেলা।
ক্ষেপীমাতা শ্রীগোসাঞি করেন এ লীলা
একদিন শ্রীগোসাঞি ভাবে মনে মন।
ভক্ত ল'য়ে গৌড়দেশ করিব ভ্রমণ ॥
এত চিন্তা করি স্বামী ডাকে সাধুগণে।
যে যে থানে ছিল সাধু আইল তৎক্ষণে ॥
যোড়হস্তে গৌরীকান্ত করে নিবেদন।
যে আজ্ঞা করেন স্বামী করিব এক্ষণ ॥
কহিলেন শ্রীগোসাঞি গৌরীকান্ত প্রতি।
গৌড়দেশ ভ্রমণেতে যাইব সম্প্রতি ॥
পান্‌সী সাজাও সবে সুন্দর করিয়া।
শ্রুতমাত্রে সাধুগণ চলিল ধাইয়া ॥
গোসাঞের পান্সী ছিল পদ্মার ঘাটেতে।
সাধুগণ উপস্থিত হইল তথাতে ॥
সুন্দর করিয়া পান্সী ধৌত করাইল।
বিবিধ পতাকা দিয়া পান্সী সাজাইল ॥
সুসজ্জা করিয়া পান্সী যায় সাধুগণ।
স্বামীর চরণে গিয়ে করে নিবেদন ॥
প্রস্তুত হ'য়েছে পান্সী শুন দয়াময়।
কথা শুনি শ্রীগোসাঞি প্রফুল্ল হৃদয় ॥
উদাসীন সাধুগণে লইলেন সঙ্গে।
সকলে মিলিয়া চলে ভাবের তরঙ্গে ॥

পাল্কীতে চড়েন স্বামী ভক্তবৃন্দ ল'য়ে।
খুলে দিল পাল্কীকে গোসাঞি ধ্বনি দিয়ে॥
সাধুগণ ভাবাবেশে থাকে মহানন্দে।
উজান বাহিয়া চলে মনের আনন্দে॥
দ্বিতীয় দিবসে পাল্কী পৌঁছে গৌড়দেশে।
গৌড়বাসী ভক্ত সব দরশনে আসে॥
রমণী বালক বৃদ্ধ সকলে আসিল।
স্বামীর মাধুর্য্য হেরি বিস্ময় হইল॥
হাজার হাজার লোক দরশনে আসে।
ভক্ত সমাগমে মেলা হৈল গৌড়দেশে॥
স্বামীর মাধুর্য্য হেরি সব ভক্তগণ।
শরণ লইল সবে গোসাঞি চরণ॥
মহাভাব প্রকাশ করেন সেই স্থানে।
উদাস হইয়া ভক্ত ভাবে মনে মনে॥
স্বামীরূপ মাধুর্য্য হেরি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে॥
ভক্তবৃন্দে আদেশ করেন দয়াময়।
গৃহে বসি কর ভজন পাইবে আমায়॥
সান্ত্বাক্য বলি সবে বিদায় করিল।
পঞ্চচত্বারিংশ ভক্তসঙ্গ না ছাড়িল॥
প্রেমানন্দ আদি করি পঁয়তাল্লিশ জন।
কায়মনে স্বামীপদে লইল শরণ॥
এই মহাভাব খেলা করে গৌড়দেশে।
সম্বরণ করেন ভাব তিন দিবসে॥

চতুর্থ দিবসে আজ্ঞা দেন সাধুগণে।
সেবা অন্তে পাল্কীছাড় যাইব স্বস্থানে॥
প্রেমানন্দাদি ভক্ত পঁয়তাল্লিশ জন।
সঙ্গেতে চলিল তারা না শুনে বারণ॥
মন জানি দয়াময় লইলেন সঙ্গে।
সাধুগণ সঙ্গে চলে ভাবের তরঙ্গে॥
ভাবানন্দে মগ্ন হয় সব সাধুগণ।
গোসাঞের ধ্বনি দিয়া করিল গমন॥
ভাটায় বাহিয়া চলে সে পদ্মানদীতে।
দ্রুতবেগে আসি পাল্কী পৌঁছিল ঘাটেতে॥
হর্ষে সাধুগণ করে শ্রীগোসাঞি ধ্বনি।
গৃহী ভক্তগণ আসি পৌঁছিল তখনি॥
স্বামীকে লইয়া সবে করিল গমন।
স্থানেতে পৌঁছিল আসি আনন্দিত মন॥
গৌড়বাসী ভক্ত সব সাষ্টাঙ্গ হইয়া।
মাতায় করেন ভক্তি আঙ্গিনায় গিয়া॥
ভক্ত দেখি দয়াময়ী আনন্দিত মন।
আশীর্ব্বাদ দেন ভাবে হইবে মগন॥
প্রেমানন্দে ভক্তগণ থাকেন তথায়।
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা ভজন করয়॥
ভাবাবেশে স্বামীরূপ করে দরশন।
ভাবেতে মগন হৈল সকলের মন॥
মন জানি দয়াময় করিলেন দয়া।
ভক্তগণে ঘুচালেন সংসারের মায়া॥

প্রেমানন্দাদি ভক্ত পঁয়তাল্লিশ জন।
কৌপীন পড়ায়ে স্বামী করে নিজগণ ॥
ভাবযোগ্য দেহ সবে তখনি পাইল।
সকলেতে উদাসীন হইয়া রহিল ॥
শতাধিক উদাসীন থাকে স্বামী স্থানে।
মাধুর্য্য হেরয়ে সবে আনন্দিত মনে ॥
প্রেমে গদ গদ হ'য়ে ভজে শ্রীচরণ।
ভাবদেশে লীলা খেলা করে দরশন ॥
মোহনচাঁদ নীলকণ্ঠে করিলেন দয়া।
কৃতার্থ করিল তাকে দরশন দিয়া ॥
নিজরূপে ভাবদেশে দেন দরশন।
হলধর রূপ দেখি আনন্দিত মন ॥
আনন্দে প্রকাশ করে সাধুগণ মাঝ।
ভাবানন্দে সকলেতে করেন বিরাজ ॥
নিতায়ে করিল দয়া সহচরী মাতা।
আশ্চর্য্য হইবে ভক্ত শুনি তার কথা ॥
নিতাই নামে সাধু ছিল গাভীরক্ষণে।
সর্পাঘাতে মাঠমধ্যে মরিল পরাণে ॥
তাহাকে উঠায়ে আনে অন্য সাধুগণ।
ক্ষেপীমাতা তার শিরে দিলেন চরণ ॥
চরণ পরশমাত্রে উঠিয়া বসিল।
হেরিয়া ভকতবৃন্দ আনন্দিত হইল ॥
রামগোলাম ভরত ভাই দুই জন।
কলিকাতায় বাণিজ্য করিত তখন ॥

মজঃফরপুরে জন্ম হইল দোঁহার।
স্বামী দয়া করিলেন ভরত উপর॥
ভাবে গোপীনাথ রূপে দেন দরশন।
সেরূপ হেরিয়া মনে আনন্দিত হন্॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম রূপ মদনমোহন।
নূপুরেতে সুশোভিত যুগলচরণ॥
কটিদেশে পীতধরা কিবা মনোহর।
করেতে মোহনবাঁশী শ্রীরাধানাগর॥
বনমালা গলে দোলে হরে গোপীমন।
নীলকান্তি মুখচন্দ্র কিবা সুশোভন॥
শিরেতে মোহনচূড়া শিখিপুচ্ছ তায়।
ভরত স্বামীর রূপ দরশন পায়॥
রূপে মগ্ন হইল যে ভরতের মন।
ঐ রূপ হৃদ্‌মাঝে ভাবে সর্ব্বক্ষণ॥
নানাবিধ ভাবখেলা করেন ভাবেতে।
স্বামী-চিন্তা করে সদা আপন মনেতে॥
বর্ত্তমান দরশন কিরূপে পাইব।
কোথায় আছেন স্বামী কেমনে জানিব॥
এত চিন্তি গৃহ ছাড়ি বাহির হইল।
সন্ন্যাসীর বেশভূষা তখন করিল॥
রামগোলাম চিন্তিত ভ্রাতার কারণ।
তার অন্বেষণে পরে করিল গমন॥
অন্বেষণ ভরতে করেন রাঢ়দেশে।
মাঠ মধ্যে উভয়ে মিলিল অনায়াসে॥

ঘরে চল ভাই রামগোলাম বলিল।
এ কথা শুনি ভরত চঞ্চল হইল॥
ভক্তিপথে বাধা দিতে আসিলেন ভাই।
রামগোলামে দয়া কর হে গোসাঞি॥
ভাবাবেশে দরশনে মন ফিরে গেল।
দুই ভেয়ে একমন তথন হইল॥
উভয়েতে যুক্তি করি ভাবে শ্রীচরণ।
কোথা আছ প্রাণনাথ দাও দরশন॥
ভাবেতে জানিল স্বামী পান্‌সীপাড়ায়।
উভয়েতে যুক্তি করি চলিল ত্বরায়॥
বর্ত্তমান দরশন পাইল তথায়।
মনানন্দে দুই ভাই ভজন করয়॥
দুই সহোদর রামগোলাম ভরত।
চরণ-নিকটে তারা থাকে অবিরত॥
ভাবদেশে নানা খেলা করেন গোসাঞি
ভাবানন্দে মগ্ন হ'য়ে রহে দুই ভাই॥
ক্ষেপামাতা দয়া করিলেন উভয়েরে।
নিজরূপ ভাবে দেখান দু'জনেরে॥
রাধাকৃষ্ণ যুগল মূরতি দরশনে।
মহাভাব যোগ্যদেহ হৈল তৎক্ষণে॥
গোসাঞের কৃপাপাত্র ভাই দুই জন।
দিবানিশি করে তারা স্বামীর ভজন॥
কিছুদিন সেবাকার্য্য করেন তথায়।
সে সব সামগ্রী সেবা করে দয়াময়॥

স্বামী আজ্ঞা করিলেন শুন ভক্তগণ।
এ দু'য়ের নাম ছিল রূপ সনাতন॥
কিছু দিন পরে স্বামী দেহ লুকাইল।
রূপ সনাতন দেহে উদয় হইল॥
ক্ষেপীমাতা একা দেহ রহেন ধরিয়া।
ভাবাবেশে সদা থাকে নীরব হইয়া॥
দেশদেশান্তরে ভক্ত আছে অচেতন।
চেতন করেন সবে দিয়া দরশন॥
ভাব দরশন করি পায় শ্রীচরণ।
ক্রমান্বয়ে বহু ভক্ত হইল তখন॥
ভক্ত যদি চিন্তা করে মাতার চরণ।
স্বপ্নাভাবে মাতা তারে দেন দরশন॥
এ মতে ভকতে দয়া করে দয়াময়ী।
সেই সব ভক্ত হৈল ত্রিসংসার জয়ী॥
বেদাচার ভজনেতে প্রাপ্তি নাহি হয়।
বেদ অগোচর বস্তু স্বামী দয়াময়॥
চেতন হইল বেণী গোসাঞি কৃপায়।
স্থানেতে আসিয়া স্বামী দরশন পায়॥
অনুরাগে পরাণচাঁদ গৃহ ছাড়িয়া।
মানুষের তত্ত্ব করেন দেশ ভ্রমিয়া॥
ক্রমে আসি উপনীত কাগৈল গ্রামেতে।
অনুরাগী হরিদাস থাকেন তথাতে॥
তার স্থানে এ মানুষের তত্ত্ব পাইল।
অনুরাগে পরাণচাঁদ তখনি চলিল॥

পান্‌সিপাড়ায় আসি উপস্থিত হয়।
ক্ষেপীমাতা শ্রীচরণে পাইল আশ্রয়॥
দয়া করি নিজরূপে দেন দরশন।
ভাবেতে মগন হৈল পরাণের মন॥
ভাবাবেশে মগ্ন হ'য়ে থাকেন তথায়।
গৌরীকান্ত ডোর কৌপীন দেন তাহায়
পরাণ-হৃদয়ে স্বামী উদয় হইল।
প্রেমে নিমগন হ'য়ে পরাণ রহিল॥
পরাণের আজ্ঞা মত সব সাধুগণ।
সেবাকার্য্য করে সবে করিয়া যতন॥
পরাণের সাধুত্বের সব বিবরণ।
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে আছে বিশেষ বর্ণন॥
রামগোলাম ভরত সাধু দুই জন।
উভয়েতে ভক্তদেশে করিল গমন॥
গৃহী-ভক্তের ঘরে ঘরে দেন দর্শন।
সাধু দেখে তাহাদের আনন্দিত মন॥
যে যে স্থানে ভক্ত ছিল অচেতন হ'য়ে।
দয়া করি সেখানেতে যান দুই ভেয়ে॥
চেতন করেন তাকে জ্ঞান উপদেশে।
নিশিযোগে দরশন পায় ভাবাবেশে॥
এ ভাবে ভকতে দয়া করি দুই ভাই।
ভাবখেলা ভক্ত সঙ্গে করেন গোসাঞি॥
ভাবাবেশে ভক্ত সব আনন্দে ভাসিল।
সে স্থান হইতে সাধু গমন করিল॥

ক্রমান্বয়ে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া।
অবশেষে আসিলেন পদ্মাপার হৈয়া॥
জলঙ্গি প্রভৃতি স্থান করেন ভ্রমণ।
অচেতন ভক্তে সাধু দেন দরশন॥
ধূলোউরি হ'য়ে যান বামনারাজগ্রাম।
তথা কৃষ্ণ বিশ্বাস ভকত গুণধাম॥
ওয়েষ্টিন্ সাহেবের করিত চাকুরি।
জলঙ্গিতে ছিল তার সদর কাছারি॥
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিল তাহার নায়েব।
অতি ভাল বাসিতেন তাহারে সাহেব॥
এই ভক্ত আলয়েতে যান দুই ভেয়ে।
সাধু দেখি বিশ্বাস আসেন অতি ধেয়ে॥
সাধু দরশনে তার আনন্দিত মন।
অবিলম্বে আনি দিল বসিতে আসন॥
পরিবার সহ আসি বন্দিল চরণ।
বিশ্বাস-গৃহিণী করে সেবা আয়োজন॥
সেবায় সন্তুষ্ট চিত্ত সাধু দুই ভাই।
কৃষ্ণ বিশ্বাসেরে দয়া করিল গোসাঞি॥
মহাভাব উপস্থিত হইল তথায়।
দিবানিশি ভাবদেশে দরশন পায়॥
ভাবদেশে স্বামীরূপ হেরিয়া নয়নে।
অধৈর্য্য হইল ভক্ত আপনার প্রাণে॥
প্রেমধারা দ্বিনয়নে বহে অনিবার।
এই চিন্তা করে মনে সংসার অসার॥

হেরিয়া ভক্তের ভাব সাধু দুই জন।
মায়া মোহে ভুলালেন কৃষ্ণের সুমন॥
পূর্ব্বভাব সম্বরিয়া হইলেন ধৈর্য্য।
স্থির হ'য়ে করে সব সাংসারিক কার্য্য।
সাধুসেবা লাগি দ্রব্য করে আয়োজন।
স্নান করি সাধুগণ আসেন তখন॥
জলসেবা করিলেন সাধু দুই জনে।
তৎপরে ভরত সাধু গেলেন রন্ধনে॥
বিশ্বাসের পত্নী আখা জ্বালাইয়া দেয়।
রন্ধনের দ্রব্য সব আনিল ত্বরায়॥
নানাবিধ দ্রব্য সাধু করিল রন্ধন।
পুরী পরমান্ন আদি বিবিধ ব্যঞ্জন॥
বিশ্বাস সেবার স্থান করে পরিষ্কার।
বসিতে আসন দেন অতি চমৎকার॥
বসিলেন সেবায় শ্রীরূপ সনাতন।
স্বামীসেবা দরশন করে ভক্তগণ॥
সেবা অন্তে ভক্তগণ প্রসাদ পাইল।
প্রসাদ পাইয়া সবে কৃতার্থ হইল॥
এই মতে প্রতিদিন স্বামীসেবা হয়।
বিশ্বাস সপরিবারে আনন্দেতে রয়॥
গোসাঞের ভাবে মত্ত হইল তখন।
অহর্নিশ স্বামীনাম করেন ভজন॥
ভাবদেশে স্বামী তারে দেন দরশন।
অপরূপ রূপ হেরি ঝরে দুনয়ন॥

প্রেমানন্দে হৈল কৃষ্ণ বিশ্বাস বিভোর।
নিদ্রাত্যজি স্বামী ভজে নিশি করে ভোর ॥
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা সদা বলে মুখে।
ঘরে ব'সে সাধুসেবা করে মনসুখে ॥
ভাবাবেশে মগ্ন থাকে দিবস রজনী।
সেবাকার্য্য করে সদা তাহার গৃহিণী ॥
স্ত্রীপুরুষে ভাবানন্দে মগন সদাই।
ভাবদেশে দরশন দেন শ্রীগোসাঞি ॥
ভাবদেশে করে রামগোলামে দর্শন।
সেই মূর্ত্তি হৈল চতুর্ভুজ নারায়ণ ॥
হেরিয়া অপূর্ব্ব ভাব উঠিয়া বসিল।
একমনে স্বামীনাম ভজিতে লাগিল ॥
প্রভাতে উঠিয়া যান সাধুর নিকটে।
রজনীর ভাব কথা কহে করপুটে ॥
ঈষৎ হাস্য করি প্রভু কহিলেন তায়।
বৈষ্ণবগোসাঞি দয়া করিল তোমায় ॥
স্ত্রীপুরুষে মহাভাবে হইল মগন।
দিবানিশি ভক্তি করি ভজে শ্রীচরণ ॥
প্রেমানন্দে মগ্ন হ'য়ে ভাবের তরঙ্গে।
ভাবদেশে নানা খেলা করে মনোরঙ্গে ॥
ভাবে বিশ্বাস স্ত্রী শূন্যে যান সাধুসনে।
ক্রোধ করি টেনে ফেলে সব তারাগণে ॥
চেতন হইয়া সতী ভাবে নিজমনে।
ভাব কথা নিবেদিল পতির চরণে ॥

স্ত্রীপুরুষে আনন্দেতে করে সাধুসেবা।
পতিকে বলেন সাধুগণে যাইতে না দিবা॥
গোসাঞের সেবাকার্য্য সে স্থানেতে হয়।
দুই সাধু কিছু দিন থাকেন তথায়॥
যে দ্রব্য করিবে সেবা স্বামী দয়াময়।
নিশিযোগে ভাবদেশে ভক্তেরে দেখায়॥
প্রাতে উঠে সেই দ্রব্য করে আয়োজন।
রন্ধন করেন সাধু আনন্দিত মন॥
প্রতিদিন এই মতে স্বামীসেবা হয়।
সাধুসঙ্গে ভক্তবৃন্দ আনন্দেতে রয়॥
কৃষ্ণ পরিবার ল'য়ে যান কার্য্য স্থানে।
সাধুসহ উপস্থিত জলঙ্গি ভবনে॥
সেই স্থানে সাধু ল'য়ে করেন আনন্দ।
বিশ্বাসের ঘুচে গেল সব চিত্তধন্ধ॥
পূর্ব্বমত স্বামীসেবা করেন তথায়।
ভাবাবেশে মগ্ন হ'য়ে দিবানিশি রয়॥
ভাবদেশে নানা খেলা করে দরশন।
গোসাঞি ভজন করে সবে সর্ব্বক্ষণ॥
রামগোলাম ভরত সাধু দুই জন।
কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসকে কহেন তখন॥
তব পত্নী ইচ্ছা করে মাতা দরশনে।
সকলে মিলিয়া চল যাই স্বামী স্থানে॥
এই যুক্তি করি প্রাতে করিল গমন।
দিবা শেষে স্বামী স্থানে উপস্থিত হন॥

ক্ষেপীমাতা ভক্তগণ করে নিরীক্ষণ।
ভক্তিভাবে হেরে ক্ষেপীমাতার চরণ ॥
প্রেমানন্দে ভক্তগণ তথায় রহিল।
ভক্তবৃন্দ সকলেতে প্রসাদ পাইল ॥
আনন্দেতে স্বামীনাম করয়ে ভজন।
ভাবদেশে স্বামীরূপ পায় দরশন ॥
এই ভাবে তিন দিন রহে বৃক্ষতলে।
ভরতের কথা মত সবে গৃহে চলে ॥
রামগোলাম ভরত সাধু দুই জন।
প্রাতে উঠি ভক্ত ল'য়ে করিল গমন ॥
বিশ্বাস সপরিবারে আসে জলঙ্গিতে।
সাধুসেবা আয়োজন করেন ত্বরিতে ॥
নানাবিধ দ্রব্য সাধু করিল রন্ধন।
অন্ন আদি প্রস্তুত সব হৈল ব্যঞ্জন ॥
ভক্ত সব ডাকি আন বলেন কৃষ্ণেরে।
তাহা শুনি ভক্তগণ আসিল সত্বরে ॥
ভক্ত ল'য়ে সাধুগণ বসেন সেবায়।
আনন্দেতে পূর্ণ হৈল ভক্তের আলয় ॥
সেবা ক'রে উঠিলেন সাধু দুই জন।
শয্যা'পরি দুই ভাই করেন শয়ন ॥
প্রভাতে বিশ্বাস আসি চরণ বন্দিয়া।
নিজ কার্য্যে যান ভক্ত গোসাঞি স্মরিয়া ॥
বিশ্বাসের পত্নী গৃহে সেবাকার্য্য করে।
ভক্তা সৌদামিনী মাতা আসিলেন পরে ॥

কৃষ্ণ বিশ্বাসের পত্নী তরকারী কোটে।
সৌদামিনী হরিদ্রা মশলা দেয় বেঁটে॥
সৌদামিনী প্রতিদিন সেবাকার্য্য করে।
সাধুর নিকটে থাকে ভক্তি স্তুতি করে॥
সদা দৈন্য করে সেই স্বামীর চরণে।
দিবা নিশি স্বামী নাম জপে মনে মনে॥
সৌদামিনী মাতায় হইল করুণা তখন।
নিশিযোগে ভাবখেলা করে দরশন॥
এক দিন ভাবেন আপনার মনে।
সেবাকার্য্য করি আমি অতি সযতনে॥
পর দিন প্রাতে উঠি করে আয়োজন।
মসলা বাঁটিতে যায় করিয়া যতন॥
মসলা বাঁটিতে বসে শিল নোঁড়া ল'য়ে।
হাত দিতে মাত্র নোঁড়া আপনি চলয়ে॥
সৌদামিনী হাতমাত্র আছয়ে নোঁড়ায়।
আপনি চলিছে নোঁড়া এ কি ভাব হয়॥
করযোড়ে সাধু স্থানে করে নিবেদন।
দয়া করি বল সাধু ইহার কারণ॥
ভক্ত সৌদামিনী মাতা শুন তবে বলি।
গোসাঞের কার্য্য করি মনে ব'লে ছিলি॥
তোর দেহে ক্ষেপীমাতা হইয়া উদয়।
মসলা বাঁটেন তিনি আনন্দ-হৃদয়॥
এত শুনি সৌদামিনী করযোড়ে কয়।
অপরাধ মাপ কর সাধু দয়াময়॥

ভক্ত অপরাধ স্বামী না করে গ্রহণ।
নিশি দিবা স্বামী নাম করহ ভজন॥
স্নান করি আসি সাধু করেন রন্ধন।
কার্য্যস্থল হৈতে কৃষ্ণ আসিল তখন॥
সমাধা রন্ধন কার্য্য হইল ত্বরায়।
বসিবার কারণ আসন আনি দেয়॥
সেবায় বসেন সাধু ভক্তবৃন্দ ল'য়ে।
ভক্ত দ্রব্য সেবা করে পরিতুষ্ট হ'য়ে॥
এই মত প্রতিদিন হয় সেবা কার্য্য।
ভক্তবৃন্দ ভাবদেশে দেখেন আশ্চর্য্য॥
যে দিন যা সেবা হ'বে পূর্ব্বদিন ভাবে।
সেই দ্রব্য দরশন করে ভক্ত সবে॥
সেই ভাব মত দ্রব্য আনে ভক্তগণে।
ভক্তগণ স্বামী সেবা করে প্রাণপণে॥
এই মতে স্বামী সেবা হইতে লাগিল।
সেবানন্দে বিশ্বাস যে আমোদে মাতিল॥
নিশিযোগে ভাবখেলা করে বিলোকন।
স্বামী প্রেমে মগন হইল তার মন॥
এই ভাবে বহু দিন রহেন তথায়।
সে স্থানের ভক্ত সবে হ'লেন সদয়॥
বিশ্বাসের মধ্যম তনয় সে ভাব রতন।
স্বামী প্রেমে উন্মত্ত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করয়ে ভোজন।
ভাবদেশে মাতা তারে দেন দরশন॥

সংসারের সুখভোগ দিয়া বিসর্জ্জন ।
কায়মনে স্বামী পদে লইল স্মরণ ॥
ধন্য ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ।
যার পুত্র ভাবরত্ন মহাসাধু হয় ॥
এই বংশাবলী কুটুম্বাদি সকলেতে ।
গোসাঞের ভক্ত তারা আছে এ যাবতে
সাধু রামগোলাম ভরত দুই জন ।
ইচ্ছা করে মুর্শিদাবাদ করিতে ভ্রমণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস শুনি ভ্রমণের কথা ।
সাধুর চরণে আসি নোঙাইল মাথা ॥
করযুড়ি সবিনয়ে করে নিবেদন ।
শ্রীচরণ ছাড়া মোরে না কর এখন ॥
শুনিয়া ভক্তের কথা কহে দয়াময় ।
সঙ্গে করি লৈয়া তোমা যাইব তথায় ॥
এত বলি দুই ভাই করিল গমন ।
কৃষ্ণবিশ্বাস সাধুসঙ্গে চলিল তখন ॥
একজন ভৃত্য ছিল বিশ্বাসের সঙ্গে ।
চারিজনে চলিলেন ভাবের প্রসঙ্গে ॥
মুর্শিদাবাদের মধ্যে রাজার বাজার ।
জলঙ্গি নিবাসী যে কালাচাঁদ পোদ্দার ॥
সে বাজারে কারবার করিতেন তিনি ।
গোসাঞের ভক্ত তার ভগ্নি সৌদামিনী ॥
তার গৃহে উপস্থিত হন্ চারি জনে ।
কালাচাঁদ ভক্তি করে সাধুর চরণে ॥

সমাদরে স্থান দেন আপন বাসায়।
সাধুসঙ্গে বিশ্বাস যে থাকেন তথায়॥
নিজকার্য্যে বিশ্বাস বহরম্পুর যায়।
কালাচাঁদ গৃহে সেবা সাধুর করয়॥
এই স্থানে নিজ তত্ত্ব করিব প্রকাশ।
দোষ ক্ষম ভক্তগণ আমি ভক্তদাস॥
ব্রজনাথ নাম মোর করি নিবেদন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মোর শুন সর্ব্বজন॥
বর্দ্ধমান অন্তর্গত বড়কান্দরা গ্রাম।
শ্রীপাঠ আমার হয় সেই নিত্য ধাম॥
বৃন্দাবনচন্দ্র পাঠ গদাধর পরিবার।
কৃষ্ণলাল ঠাকুর আমার কর্ণধার॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র কর্ণে দিলেন আমার।
তৎকালে উপদেশ দেন সারোদ্ধার॥
সাধুসঙ্গ কর শাস্ত্র করহ পঠন।
ইহাতে পাইবে তুমি মানুষরতন॥
সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য হইল আমার।
গুরু আজ্ঞা মত কার্য্য করি নিরন্তর॥
মুদ্রা পূজা তিলক আহ্নিক হরিনাম।
ভক্তিতত্ত্ব গ্রন্থ আমি পাঠ করিতাম॥
শ্রীগুরু-পাদুকা ল'য়ে রাখি সিংহাসনে।
চন্দন তুলসী দিয়া পূজি এক মনে॥
এই মতে প্রতিদিন গুরুপূজা করি।
সদা ডাকি কোথা আছ ওহে বংশীধারী॥

চৈতন্যচরিতামৃত গীতা ভাগবত।
সেই সব গ্রন্থ পাঠ করি অবিরত॥
মন্ত্রের পুরশ্চারণ করিলাম আমি।
সদা দৈন্য করি দয়া কর ওহে স্বামী॥
এ ভাবে ভজন কৃষ্ণে করি দিবানিশি।
সাধু মহান্ত স্থানে তত্ত্ব অভিলাষী॥
বস্তুতত্ত্ব আচ্ছাদিয়ে বলেন সবাই।
মনোমত উপদেশ আমি নাহি পাই॥
কালাচাঁদ গৃহে ছিল সাধু দুই জন।
অধমে দেখিয়া দয়া করেন তখন॥
ভক্তি করি সম্মুখে দাঁড়াই করপুটে।
এক দিন ডাকিলেন আপন নিকটে॥
নিকটে বসিতে মোরে বলে দয়াময়।
ভক্তি করি সাধু প্রতি বসিনু তথায়॥
সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা দেখিয়া আমার।
কহিলেন বিধিভক্তি এ সব আচার॥
এ ভজনে প্রাপ্তি পদ না পাইবে তুমি।
যদবধি অনুরাগে না ভজিবে স্বামী॥
এ কথা শুনিয়া আমি করি নিবেদন।
বিস্তার করিয়া কহ স্বামীর ভজন॥
সাধু কহিলেন বুঝ আপন মনেতে।
এ ভাব রয়েছে খোলা চরিত অমৃতে॥
রাগভক্তি না করিলে পাবে না সে ধন।
অনুরাগে ভজিলে পাবে মানুষরতন॥

মানুষরতনে ভক্তি করিবে যখন।
ভাবদেশে স্বামীরূপ পাবে দরশন॥
আমি বলিলাম দয়া করুন আমায়।
অধমের প্রতি সাধু হইয়া সদয়॥
বলিলেন শুন তবে রাগের ভজন।
বেদবিধি ত্যজ্য করি স্থির কর মন॥
গুণ জ্ঞান মন্ত্র তন্ত্র পূজা পাঠ আদি।
এ সব ছাড়িয়া নিষ্ঠা হৈতে পার যদি॥
ইহা শুনি বলিলাম শুন দয়াময়।
মানুষরতন এই আছেন কোথায়॥
কি ভাবে ভজন তার কিবা মন্ত্র হয়।
কোন্ শাস্ত্রে এই তত্ত্ব আছে দয়াময়॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কহেন তখন।
বেদ অগোচর বস্তু মানুষরতন॥
পাম্সীপাড়া ধামে আসি উঠিলেন সাঞি।
গোলোকবিহারী সেই বৈষ্ণবগোসাঞি॥
ক্ষেপীমাতা বলি ভক্তে ডাকেন যাঁহারে।
পূর্ণশক্তি রাধা সতী জানিবে অন্তরে॥
এই তত্ত্ব তোমারে যে কহি সারোদ্ধার।
বিশ্বাস করিয়া ধর তরিবে সংসার॥
কি ভাবে ভজিতে হয় আমি নাহি জানি।
দয়া করে ভাবতত্ত্ব বলুন আপনি॥
সাধু কহিলেন শুন আমার বচন।
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করহ ভজন॥

অন্য কোন জপ তপ পূজা পাঠ নাই।
দিবানিশি মুখে বল ফকিরগোসাঞি॥
ইহা বই তন্ত্র মন্ত্র আর কিছু নাই।
সার তত্ত্ব কহিলাম বুঝ এই ঠাঁই॥
উপদেশ আছে কিছু করহ শ্রবণ।
জীবে দয়া নামে রুচি রাখ সর্ব্বক্ষণ॥
রিপুর দমন চেষ্টা করিবে যতনে।
পরনারী মাতৃভাবে হেরিবে নয়নে॥
কর্ম্ম অন্ন তুমি নাহি করিবে আহার।
উচ্ছিষ্ট না লবে কভু এই কথা সার॥
শ্রীগোসাঞে হৃদ্‌পদ্মে করিয়া স্থাপনে।
প্রতি গ্রাসে স্বামী বলি দিবে হে বদনে॥
এই ভাবে ভক্তমুখে স্বামীসেবা হয়।
শ্রীমুখের আজ্ঞা ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
এজন্য উচ্ছিষ্ট ভক্তে না করে গ্রহণ।
এ তত্ত্ব কহিনু তোমা না হও বিস্মরণ॥
নৈষ্ঠিক হইয়ে ভজ স্বামী শ্রীচরণ।
সপ্তাহের মধ্যে তুমি পাবে দরশন॥
এই মত উপদেশ পাই সাধুস্থানে।
দিবানিশি চিন্তা করি আপনার মনে॥
বিধি ছাড়ি কিরূপে করিব এ ভজন।
বাহ্যক্রিয়া ছাড়িলে দূষিবে সর্ব্বজন॥
এই চিন্তা হয় মনে কি করি উপায়।
গ্রন্থে দেখি বিধি মতে প্রাপ্তি নাহি হয়॥

এই ভাবে তিন চারি দিন গত হৈল।
স্বামী ব'লে দৃঢ়ভক্তি হৃদয়ে আইল॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম মন প্রাণ স্বামীর চরণে।
সব সমর্পণ করিলাম তৎক্ষণে॥
সাধুর চরণে আমি করি নিবেদন।
দয়া কর এ অধমে লইনু শরণ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন সাধু দয়াময়।
মন বুঝি স্বামী দয়া করিবে তোমায়॥
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা ভজি সর্ব্বক্ষণ
দিবারাত্র স্বামী নাম করি যে স্মরণ॥
এই ভাবে চতুর্থ দিবস গত হয়।
পঞ্চম দিবসে স্বামী হ'লেন সদয়॥
কর্ণধার গুরুরূপ করিয়া ধারণ।
স্বপ্নভাবে অধমেরে দেন দরশন॥
হেরিয়া শ্রীগুরুদেবে আনন্দ অন্তরে।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ি চরণ উপরে॥
স্বর্ণবাটী করি দুগ্ধ আনি তৎক্ষণ।
শ্রীগুরুদেবে দিলাম করিতে সেবন॥
তখনি যে নিদ্রা ভঙ্গ হইল আমার।
কিবা অপরূপ রূপ হেরি চমৎকার॥
ভাব কথা সাধুস্থানে করি নিবেদন।
শ্রুতমাত্রে হাস্য মুখে কহেন তখন॥
স্বামী দয়া করিলেন চিন্তা নাহি আর।
শ্রীগোসাঞি পাদপদ্ম ভাব অনিবার॥

মনানন্দে স্বামীনাম করিবা ভজন ।
কায়মনে চিন্তা করি স্বামীর চরণ ॥
ভাবদেশে অপরূপ হেরিয়া নয়নে ।
দুই সাধু আসিলেন আমার ভবনে ॥
সাধুসঙ্গে শূন্য পথে করিয়া গমন ।
দেখিনু আকাশ পটে সব দেবগণ ॥
সভা করি ব'সেছেন অতি সুশোভন ।
তার পরে কি দেখিনু নাহিক স্মরণ ॥
ভাবের প্রসঙ্গে মন আহ্লাদিত হয় ।
সদা ডাকি কোথা আছ স্বামী দয়াময় ॥
এক দিন ভাবিলাম আপন মনেতে ।
দেহ লুকাইয়া স্বামী আছেন কি মতে ॥
শ্রীগোসাঞি কোথা আছে জানিব কেমনে
এইরূপ চিন্তা করি আমি সর্ব্বক্ষণে ॥
সেই দিন ভাবদেশে আইল ভরত ।
সাধুকে দেখিয়া আমি করি দণ্ডবৎ ॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে সাধু করে বদন ব্যাদান ।
মুখমধ্যে শ্রীগোসাঞে পাই দরশন ॥
কিবা অপরূপ রূপ সুন্দর-মূরতি ।
সেরূপ বর্ণনা করে কাহার শকতি ॥
কষিত-কাঞ্চন-সম দাড়ি মনোহর ।
আজানুলম্বিত-ভুজ দেখিতে সুন্দর ॥
আধ আধ হাসিতে চাহেন মোর পানে ।
স্থির নেত্রে দরশন করি দুনয়নে ॥

রূপ হেরি ভাবে মগ্ন হৈল মোর মন।
দেখিতে দেখিতে স্বামী হন অদর্শন॥
অতি গুহ্য কথা এই কহিতে বিস্তর।
ভাব দেখি নিদ্রাভঙ্গ হইল আমার॥
জানিলাম শ্রীগোসাঞি সাধুর দেহেতে।
আনন্দে নয়নে ধারা লাগিল বহিতে॥
প্রেম-পূর্ণ নেত্রে হেরি সাধুর চরণ।
চরণ নিকটে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
ভকত সমীপে কহি এ ভাব কথন।
অতি অস্তঃস্ফুট হয় এ হিত বচন॥
কহিবারে না জুয়ায় এ সব বিচার।
মন প্রবোধিয়া ইহা করি যে প্রচার॥
বার-শ একাশি সাল ফাল্গুনের মাসে।
স্বামী দয়া ক'রেছেন এ অধম দাসে॥
ভাব দরশন পাই স্বামীর কৃপায়।
তদবধি প্রতিদিন ভাবের উদয়॥
তন্মধ্যে তিনটী ভাব করিনু প্রকাশ।
ভক্তমধ্যে দিনু মহাভাবের আভাস॥
এই ক্ষণে নিজতত্ত্ব ব্যক্তে হই ক্ষান্ত।
অধমের অপরাধ ক্ষম রাধাকান্ত॥
সাধুর নিকটে আসে আর সব ভক্ত।
কাহাকেও কোন কথা না করেন ব্যক্ত॥
এক দিন কহিলেন সদর উদ্দিন।
কৃপা কর এ অধমে আমি বড় হীন॥

আদেশ দিলেন ভজ ফকিরগোসাঞি।
তব মন বুঝি দয়া করিবেন সাঞি॥
ভক্তি করি নিজগৃহে করিল গমন।
দিবানিশি শ্রীগোসাঞি করেন ভজন॥
করযুড়ি আসি মহাপ্রসাদ যাচয়।
প্রসাদ প্রদানে সাধু হ'লেন সদয়॥
প্রসাদ লইয়া যান আপন আলয়।
স্ত্রীপুরুষে মহানন্দে সে প্রসাদ পায়॥
ক্ষেপীমাতা শ্রীগোসাঞি সদা বলে মুখে।
দিবানিশি স্বামী নাম জপে মনসুখে॥
স্বামী দয়া করিলেন জানি ভক্ত মন।
ভাবদেশে নিজরূপ দেন দরশন॥
পাইয়া স্বামীর দয়া আনন্দে ভাসিল।
প্রেমানন্দে সাধুস্থানে সব নিবেদিল॥
ক্রমে ভাবযোগ্য দেহ হইল তাহার।
নিজধর্ম্ম ছাড়ি স্বামী নাম করে সার॥
ভাবদেশে বৃন্দাবন করিল গমন।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা করে বিলোকন॥
সাধুস্থানে এই ভাব করেন প্রকাশ।
আজ্ঞা করিলেন তুমি হ'লে নিজদাস॥
মুন্সী সদর উদ্দিন জাতিতে যবন।
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে আছে বিস্তৃত বর্ণন॥
সাধুর নিকটে সদা আসেন গোবিন্দ।
ভাবতত্ত্ব শুনি মন হইল আনন্দ॥

*শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণনন্দন।
সাধুর চরণে তিনি লইল শরণ॥
সেবাকার্য্য করেন গোবিন্দ নিজমনে।
সেবায় সন্তুষ্ট হন সাধু দুই জনে॥
এই মতে সাধুসঙ্গ করিতে লাগিল।
ক্রমে গোসাঞের ভাব উদয় হইল॥
দিবানিশি শ্রীগোসাঞি করেন ভজন।
ভাবদেশে স্বামী তারে দেন দরশন॥
ব্রাহ্মণের কার্য্য যাহা সব ছাড়ি দিল।
স্বামীর ভজনে সদা উন্মত্ত হইল॥
সর্ব্বদা করেন তিনি স্বামীর ভজন।
ভাবদেশে নানা খেলা করে দরশন॥
গোবিন্দ করিত সদা কালী উপাসনা।
সে নাম ছাড়িয়া করে গোসাঞি ভজনা॥
কালাচাঁদ গোবিন্দে করেন ভৎর্সন।
বৈষ্ণবের অন্ন তুমি করহ ভোজন॥
নিন্দা ভয় নাহি তব ব্রাহ্মণনন্দন।
ইহা শুনি মনোদুঃখে করিল গমন॥
ভক্ত মন বুঝি দয়া করে ক্ষেপীমাতা।
ভাবদেশে আইলেন শ্রীগোবিন্দ যথা॥
ক্ষেপীমাতা নিজরূপ দেন দরশন।
ক্ষণমধ্যে কালীরূপ করেন ধারণ॥
চতুর্ভুজা লোলজিহ্বা করালবদনী।
এলোকেশী অসিধারী হরবিমোহিনী॥

৬

গোবিন্দে কহেন মাতা বলি যে নিশ্চয়।
নিন্দুকে বধিয়া তুষ্ট করিব তোমায়॥
গোবিন্দ চেতন হ'য়ে চিন্তা করে মনে।
কিবা অপরূপ রূপ হেরিনু নয়নে॥
আনন্দেতে সাধুসেবা করেন তখন।
অবিরত স্বামী নাম করেন ভজন॥
ভাবদেশে এক দিন যান বনস্থলে।
দস্যুদল ছিল তথা ঘিরিল সবলে॥
ত্রাস পেয়ে গোবিন্দ স্মরে শ্রীগোসাঞি।
নরসিংহ রূপ ধরি অবতীর্ণ সাঞি॥
দেখিয়া স্বামীর রূপ দস্যু পলাইল।
সে সময় শ্রীগোবিন্দ চেতন পাইল॥
ভাবানন্দে মন তার হইল মগন।
অবিরত স্বামী নাম করেন ভজন॥
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে আছে গোবিন্দ চরিত।
আদ্যোপান্ত বিস্তারিত তাহাতে বর্ণিত॥
মোম্নাবিবি নামে ভক্ত চাঁদনী চকে ছিল।
সাধু রামগোলাম সদয় তাকে হৈল॥
আনন্দেতে নিজগৃহে করেন ভজন।
ভাবদেশে ক্ষেপীমাতা দেন দরশন॥
ভাবের তরঙ্গে থাকে ছাড়ি গৃহকার্য্য।
সদা হেরে গোসাঞের রূপের মাধুর্য্য॥
এই রসে মগ্ন থাকে দিবস রজনী।
তিলে তিলে নাম জপে ভক্তশিরোমণি॥

ভজনের বলে হয় মাতা বশীভূত।
স্মরণমাত্রেতে মাতা হন উপস্থিত॥
মোন্নাবিবি ভাবতত্ত্ব না পারি বর্ণিতে।
ভাবদেশে থাকিতেন মাতা তাঁর সাথে॥
স্বামী স্থানে যে যে লোক করিত কামনা।
মাতায় বলিয়া মোন্না পূরা'ত কামনা॥
মোন্নাবিবি এই মত নিষ্ঠাবতী ছিল।
কিছু দিন পরে তার তনু লুকাইল॥
মোন্নাবিবি আদ্যোপান্ত সব বিবরণ।
ভক্তি ভক্ত গ্রন্থে তাহা আছয়ে বর্ণন॥
সাধু রামগোলাম ভরত দুই জন।
উভয়ে সাহেবগঞ্জ করিল গমন॥
সেই স্থানে ভক্ত ল'য়ে করেন আনন্দ।
তথাকার ভক্তের ঘুচিল নিরানন্দ॥
সকলেতে শ্রীগোসাঞি করেন ভজন।
দিবানিশি স্বামী নাম করেন কীর্ত্তন॥
পাইয়া স্বামীর কৃপা আনন্দ অন্তরে।
ভাবদেশে নানা রূপ দরশন করে॥
ভাবানন্দে ভক্ত সব থাকে নিরন্তর।
সাধু দরশনে ভক্ত হইল বিস্তর॥
ভক্তবৃন্দে দয়া করি করেন গমন।
এই মতে ভক্তদেশ ভ্রমেণ দু'জন॥
ভ্রমি পুনঃ আসিলেন রাজার বাজার।
গোবিন্দ নিরখি সাধু করে সমাদর॥

সাধুসেবা করান গোবিন্দ প্রাণপণে।
স্বামী নাম জপ সদা করে মনে মনে॥
কয়েক দিবস থাকি করিল গমন।
ধূল উড়ি ভক্তবাড়ী দেন দরশন॥
বটকৃষ্ণ সাধু দেখি আনন্দে ভাসিল।
সত্বরে আসন আনি বসিবারে দিল॥
সেবার সামগ্রী সব করে আয়োজন।
সেই সব দ্রব্য সাধু করেন রন্ধন॥
বটকৃষ্ণে কহিলেন দুগ্ধ আনি দিবা।
আনিলেন দুগ্ধ সাধু করিলেন সেবা॥
ভক্তে দয়া করি সাধু করিল গমন।
বিশ্বাসের বাটী গিয়া উপস্থিত হন॥
তথায় রহেন সাধু পাঁচটী দিবস।
ভক্তের ভক্তিতে সাধু হইলেন বশ॥
ভক্তে দয়া করি চলে সাধু দয়াময়।
পদ্মাপার হ'য়ে যান শ্রীপাঙ্গীপাড়ায়॥
সম্ভাষণ করিলেন সাধু মাতাগণে।
ভক্ততত্ত্ব নিবেদিল মাতার চরণে॥
সাধুগণ আনন্দে রহেন তরুতলে।
সেবাকার্য্য করে তথা মিলিয়া সকলে॥
অনুরাগে মত্ত হ'য়ে আইল গোবিন্দ।
স্বামীস্থান দরশনে বাড়িল আনন্দ॥
দয়াময়ী মাতা দয়া করেন তাহারে।
পাইয়া মাতার দয়া হরষ অন্তরে॥

ভাবাবেশে মগ্ন হৈল গোবিন্দের মন।
স্বামীর ভজন করে রাগে অনুক্ষণ॥
এযাবৎ বর্ত্তমান আছেন তথায়।
শ্রীগোবিন্দ সাধু হয় বড় দয়াময়॥
সূর্য্যনারায়ণ স্বামীনাম গৃহে শুনি।
চিন্তাযুক্ত হইলেন মনেতে আপনি॥
গৃহছাড়ি বাহির হইয়া সেই ক্ষণ।
শ্রীগোসাঞি দরশনে করিল গমন॥
দুই দিনে পৌঁছিলেন পান্সীপাড়ায়।
স্থান দরশন করি আনন্দিত হয়॥
সাধু মাতাগণে তথা করে দরশন।
ভাব দেখি আনন্দিত হৈল তার মন॥
ছিলেন সাধুর মধ্যে পরাণ প্রধান।
সূর্য্যনারায়ণ লয় তাহার শরণ॥
পরাণ করিল দয়া সূর্য্যনারায়ণে।
ডোর কোপ্নি পড়াইয়া রাখে স্বামীস্থানে॥
শ্রীগোসাঞি ক্ষেপীমাতা করেন ভজন।
ভাবদেশে স্বামীরূপ পান দরশন॥
মনানন্দে ভাবাবেশে রহেন তথায়।
বৈষ্ণবগোসাঞি দয়া করেন তাহায়॥
এ মতে কিছু দিন রহেন স্বামীস্থানে।
পরাণ আদেশ করে সূর্য্যনারায়ণে॥
ভক্তদেশে গমন করহ এই ক্ষণ।
আজ্ঞা পেয়ে সূর্য্য তবে করিল গমন॥

আজ্ঞামত ভক্তদেশ যাতায়াত করে।
অবিরত স্বামীনাম জপেন অন্তরে॥
সাধক পরাণচাঁদ দেহ লুকাইল।
সূর্য্যনারায়ণ তবে প্রধান হইল॥
গোসাঞের সেবা করে সাধুগণ ল'য়ে!
অদ্যাবধি র'য়েছেন সেবাইত হ'য়ে॥
অনুরাগী প্রাণবন্ধু আছেন তথায়।
স্বামীগুণ গান করি সদানন্দে রয়॥
ভাবানন্দে থাকেন যে সাধু মাতাগণ।
ভাবদেশে স্বামী খেলা করে দরশন॥
ভাবামৃত বিশ্বাস করিবে যেই জন।
অচিরে পাইবে সেই স্বামীর চরণ॥
সমুদ্রতরঙ্গ হয় গোসাঞের ভাব।
অসম্ভব নহে ইহা ভক্তের সম্ভব॥
অসম্ভব ঘটে সব স্বামীর কৃপায়।
ভক্তগণে এই তত্ত্ব জানে সমুদয়॥
গুহ্যভাব সমাজেতে করি বিতরণ।
এ ভাব গ্রহণে ভাবে মানুষরতন॥
মানুষ গোলোকপতি মর্ত্ত্যেতে আসিয়া
এই সব খেলে ভক্ত-বৎসল হৈয়া॥
যদি হয় সে মানুষে এ মানুষে কথা।
তখনি ঘুচিবে তার অন্তরের ব্যথা॥
ভজরে মানুষ ভজ মানুষ আধার।
এ মানুষে করিবে সে ভবসিন্ধু পার॥

ভাবামৃত গ্রন্থ হয় অমৃতের সার।
মন ভরি পান কর তরিবে সংসার॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছাবশে হইল পূরণ।
পদ্যছন্দে ব্রজনাথ করিল রচন॥

রসতত্ত্ব।

কহিতেছি রসতত্ত্ব করহ শ্রবণ।
রসিকের সঙ্গে ইহা কর আস্বাদন॥
রসিক ভকত হ'বে শ্রীরূপের গণ।
নিরন্তর রসতত্ত্বে ডুবাইবে মন॥
সদা রসে মগ্ন হৈয়া রহিবে তাহায়।
রসিকের সঙ্গবশে রস উপজয়॥
সেই রসে বস্তুতত্ত্ব মিলিবে আপনি।
সহজ সামগ্রী রসতত্ত্ব রত্ন খানি॥
রতনে ঘটিত রস রূপের আকার।
তাহাতে রূপের জন্ম শুনহ বিচার॥
তারপর অপরূপ রসিকের সঙ্গ।
আপনার নিজতত্ত্ব রসরতিরঙ্গ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম কৈতব না হয়।
বেদচারি বেদনিষ্ঠা ইহা কর ক্ষয়॥

প্রথমে আশ্রিত হ'বে মন্ত্র গুরুস্থানে।
গুরু আজ্ঞা পালন করিবে নিজমনে॥
সেই মন্ত্র দীক্ষাগুরু সাধিবে যতনে।
সাধিতে সাধিতে আজ্ঞা করিবে পালনে
তাঁর আজ্ঞাক্রমে সাধুসঙ্গ বাস হয়।
তাঁর আজ্ঞা অনুসারে হ'বে ভবাশ্রয়॥
ভবাশ্রয় রসাশ্রয় আর প্রেমাশ্রয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তিনে তিন হয়॥
দীক্ষাকালে মন্ত্র গুরু হইবে আশ্রয়।
প্রবর্ত্ত দেহেতে তাহা সাধিবে নিশ্চয়॥
সেই সাধনাঙ্গ দেহ চৌষট্টি অঙ্গেতে।
তারে বৈধি বলিয়া জানিবে মনেতে॥
সাধন প্রবর্ত্তদেহ বৈধি অঙ্গ হয়।
কর্ম্মাদি থাকিতে ভক্তি অধিকারী নয়॥

(তথাহি পদ্মপুরাণে।)

কর্ম্মকাণ্ডক্রিয়াচার বৈধিযুক্তং সমাস্থিতং
মহিষীনগরপ্রাপ্তি ধামান্তরপথাশ্রয়ং॥

মন্ত্রাশ্রয় যেই কালে গোত্রান্তর হয়।
শিক্ষাগুরু উপদেশে সাধন করয়॥
সার সাধ্যদেহ এই স্থাবরাধিকারী।
সাধিবে আশ্রয়তত্ত্ব কি পুরুষ নারী॥
দেবদেহ দেহান্তর হইবে আপনে।
তবে শিক্ষা সাধ্যবস্তু পাইবে যতনে॥

আবির্ভূত দেহে হ'বে সাধন প্রকৃতি।
স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি॥
প্রকৃতি পুরুষ এক দেহান্তর হৈলে।
রসাশ্রয় প্রেমাশ্রয় সাধন করিলে॥
এ সকল না হইলে বস্তু না পাইবে।
অপ্রাকৃত বস্তু সেই কেমনে জানিবে॥
শ্রীরূপের রূপ হয় নির্ম্মলতা রতি।
রাগধর্ম্ম না হইলে ব্রজে নাহি প্রাপ্তি॥
সেই ব্রজে অধিকারী শ্রীরূপমঞ্জরী।
নিত্যের শরীর তিনি রাগ অধিকারী॥
তিনি বিনা রাগ বস্তু ব্রজে নাহি আর।
ব্রজভূমি অধিকারী তিনি রাগসার॥
সাধ্যবস্তু স্বরূপ সাধন রতিরূপ।
রসনামে রসবতী রূপের স্বরূপ॥
প্রেমরতি শৃঙ্গার উজ্জ্বল রসকূপ।
রূপবতী রাধিকা সে রাগের স্বরূপ॥
প্রেমরতি তাহাতে উজ্জ্বল রস হৈল।
সেই সাঁজরেতে রূপ জনম লইল॥
সেই রূপ ব্রজেতে নিত্যের অধিকারী।
অতএব নাম তার শ্রীরূপমঞ্জরী॥
রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়।
অতএব সেই রূপ রাগের আশ্রয়॥
সেই রূপ প্রেমরতি নেত্ররূপ রতি।
অতএব রাধারূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রীতি॥

বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যে হয় অখণ্ড অকাম।
সহজ পুরুষ চিদানন্দ সেই গ্রাম॥
রসিক নাগর কৃষ্ণ মন্মথের ধাম।
তার পূর্ব্বদিকেতে সহজ পুরগ্রাম॥
সেই ত সহজ মানুষের নিত্যধাম।
মানুষ তাহাতে নিত্য করেন বিশ্রাম॥
সদা ধর্ম্ম সদা মর্ম্ম সদা অভিলাষ।
সহজ মানুষ সদা তাতে করে বাস॥
তাহার দক্ষিণদিকে চিদানন্দপুর।
চন্দ্রকান্তি দেশ নাম কিছু হয় দূর॥
কলিঙ্গ সুকান্তিদেশ শক্তির অধিকা।
সকলের সার শক্তি চম্পক-কলিকা॥
চন্দ্রসরোবর নামে কুণ্ড এক আছে।
বাম পাশে সায়রের থাকে তার কাছে।
চন্দ্রকুণ্ডে ঘটিত সে কাম সরোবর।
সকারেতে প্রকাশিত স্বর্ণ কলেবর॥
রকারেতে রতি হয় শ্বেত রাগ গুপ্ত।
গুপ্তচন্দ্র অবলার অর্দ্ধ অঙ্গ লিপ্ত॥
সেই গুপ্তচন্দ্র হয় অর্দ্ধ অঙ্গ হৈতে।
চতুর্দ্দশ ভুবন ঘটনা তাহা হ'তে॥
তাহার ভিতরে যত আছে অধিকারী।
শুনহ তাহার সীমা কহি যে বিবরি॥
বিস্তার করিব আমি শ্রীরূপের বলে।
তাহার ইচ্ছায় শক্তি অনুভব মিলে॥

সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজদেহ জানিতে আপনি হ'বে স্থির॥
দেহকে জানিতে যদি পার ভাল মনে।
দেহেতে সকল আছে এ চৌদ্দ ভুবনে॥
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক।
চারিদিকে চারি জন ঘাটে যোল মৃগ॥
এই চারিদিকে চৌদ্দ ভুবনের সীমা।
শুনহ তাহার তত্ত্ব কি দিব উপমা॥
এ চৌদ্দ ভুবনে পরমাত্মা অধিকারী।
পরমাত্মা পুরুষ পরম আপ্ত নারী॥
পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি অধিকারী।
তাহার আশ্রয়ে কেহ আছে দেহধরি॥
তাহাতে বেষ্টিত আছে সুমেরুশিখর।
সুমেরুশিখরে যে অক্ষয় সরোবর॥
তার পর কেহ নাহি পরমাত্মা হৈতে।
সকলের শ্রেষ্ঠ তিনি জগৎ তাহাতে॥
জগৎ তাহাতে আছে সুমেরুর বেড়া।
জগৎ তাহাতে নাহি জগৎ তাঁহা ছাড়া॥
দশটী সহস্র দশলক্ষ শতদল।
তার মধ্যে মল শ্রেষ্ঠ উল্‌টা কমল॥
উলটিয়ে থাকে পত্র ভূমে লোটাইয়া।
তাহাতে যতেক সৃষ্টি শক্তি সঞ্চারিয়া॥
পদ্মটাটি বিপরীত কমল উপর।
শূন্য মুখ বিন্দু ধাম থাকে নিরন্তর॥

অক্ষয় সরসি-মাঝে এক উল্টা কমল।
পরমাত্মা স্থিতি স্থান অতি নিরমল ॥
উল্‌টা কমলোপরে স্থিতির নির্দ্ধার।
পাইবে সহজ বস্তু করিয়া বিচার ॥
পশ্চাৎ লিখিব বস্তু পাবার নির্দ্ধার।
এবে শুন কহি কিছু করিয়া বিচার ॥
সকল শরীরে হয় অর্দ্ধাঙ্গ অবলা।
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্য যুক্ত যার যাতে মেলা ॥
পুরুষ প্রকৃতি দুই দেহ মধ্যে আছে।
যেখানে যাহার স্থান লতাবেড়া আছে
অক্ষয় সরসি রামেশ্বরের হৃদয়।
তাহার ভিতরে স্থিতি পদ্ম সুখময় ॥
অক্ষয় সরসি নীলপদ্ম বর্ণ হয়।
মানসরোবরে পীতপদ্মের আশ্রয় ॥
কামসরোবরে আছে শ্বেতপদ্ম বর্ণ।
ষড়্‌তত্ত্ব শতদল কমলেতে পূর্ণ ॥
তার মধ্যে গুপ্ত চন্দ্র দেশের বর্ণন।
কহিব তাহার কথা শুনহ লক্ষণ ॥
অবলার অর্দ্ধ-অঙ্গ গুপ্তচন্দ্র দেশ।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিশেষ ॥
অধদেশ হৈতে দেখ অর্দ্ধ-অঙ্গ হয়।
গুপ্তচন্দ্র দেশ সীমা তাহাতে সে রয়।
রতনে খচিত তার বান্ধা চারি ঘাট।
সেই অর্দ্ধচন্দ্র শিব পরিল ললাট ॥

অৰ্দ্ধচন্দ্র ধরে সেই মন্মথ মদন।
ত্রিকোণের তিন বাণ জিতে ত্রিভুবন॥
আর অৰ্দ্ধচন্দ্র হয় সেই দুই বাণ।
ভগাঙ্গ অঙ্গেতে হয় সজাতির নাম॥
যোজনেক হয় তার প্রথম দুয়ার।
তাহার কপাট আছে চৌতারের পার॥
তার পর দ্বিতীয় দুয়ার আছে তায়।
অতি অনুপম আছে মধ্যদেশ পায়॥
তার পর দ্বিতীয় দুয়ারেতে তসলা।
অতএব অৰ্দ্ধ-অঙ্গ হয় ত অবলা॥
তার পর নব সন্ধি আছে স্বতন্তর।
এই হেতু নাম তার কামসরোবর॥
সে কামসায়রে পদ্ম শ্বেতবর্ণ হয়।
কাম রতি অধিকার তাহাতে আশ্রয়॥
সেই কামসরোবর নির্ম্মিত ভগবান্।
ভগাঙ্গ তাহার নাম সায়র প্রধান॥
সেই সরোবর হয় নিত্যবস্তু সার।
জীব রতি প্রকৃতি রতির সুসংস্কার॥
প্রথম দুয়ারে হয় পৃথক্ দুঘাটেতে।
তার পর তিন দ্বার সে মধ্য দেশেতে॥
চতুর্থ দুয়ারে হয় সমুদ্রের সিন্ধু।
গন্ধকালী প্রকৃতি নামেতে শূন্য বিন্দু॥
নবম দুয়ারে কামসরোবর হয়।
ফুকারিয়া সেই কথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

কামসরোবরে আছে মানসরোবর।
অক্ষয় সরসি আর সুধাসরোবর॥
সপ্ত সরোবর আছে হৃদয় ভিতরে।
আপনার দেহ যদি পার সাধিবারে॥
সকল আরাধ্য হয় কামসরোবর।
এক মনে সাধন করিবে নিরন্তর॥
প্রফুল্ল সরোজরাজ বিকসিত পাতা।
শ্বেতবর্ণ রক্ততার রক্তবর্ণ লতা॥
শ্বেতবর্ণ রক্ততার গন্ধ নামে কালী।
কামসরোবরে পদ্ম তায় বসে অলি॥
সেই জীব আত্মা হয় তায় অধীশ্বর।
জীব রতি কামিনী বেড়ায় নিরন্তর॥
জীব আত্মা কাম রতি সদা করে পান
তার ভৃঙ্গরাজ রতি হয় পঞ্চ বাণ॥
সেই পঞ্চ বাণ হয় কৃষ্ণের কন্দর্প।
শরীর ভিতরে যেন আছে কাল সর্প॥
সেই সর্পে দিবানিশি করিছে দংশন।
নিবারিতে নারে কোন দেহে রাজা মন
রাজা বশীভূত তার সংসার কারণ।
কাম নিবারিতে নারে জীব নরাধম॥
এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হইল বাদ।
অতএব জীব রতি তাহার উন্মাদ॥
তার মধ্যে আপনাকে হ'বে সাবধান।
মন রতি প্রকৃতি মনেতে অনুমান॥

সাধিবে প্রকৃতি মতি সাধনাঙ্গ হৈয়া।
মদন মুকুন্দ রতি স্বরূপ করিয়া॥
নব নাড়ী শরীরে বত্রিশ কোটা রয়।
কোন থানে কেবা আছে কে তাহা জানয়॥
কহিব তাহার কথা শুন ভক্তগণ।
কামসরোবরে আছে নাড়ী তিন জন॥
ঘাট পদ্মে আট কোটা আছয়ে বেড়িয়া।
মদনমোহন নাড়ী পদ্ম আচ্ছাদিয়া॥
ছাড়িয়া সুস্বর নাড়ী লতাতে বেড়ায়।
শ্বেতপদ্ম মূল হয় রতি উপজয়॥
সেই নিত্যবস্তু হয় সাধনের সার।
তাহা বিনা স্বরূপ দেখিতে নাহি আর॥
প্রথম সাধন রতি সম্ভোগ শৃঙ্গার।
সাধিবে সম্ভোগ রতি পলাবে বিকার॥
জীব রতি দূরে যাবে করিবে সাধন।
তার পর প্রেমরতি করি নিবেদন॥

(তথাহি মুক্তাচরিত্রা)
শৃঙ্গারকামপঞ্চানাং বাণপঞ্চসযুক্তকঃ।
সাধকানাং তথা কাম দবত্যাগ রতিপ্রিয়া॥

সেই প্রেমসরোবর অমৃতের সার।
কৃষ্ণরতি প্রেমরতি বস্তুরতি আর॥
তাহার নির্ম্মাণ শুন রতনে খচিত।
চারিদিকে চারি ঘাট তাহাতে পূরিত॥

সেই সরোবরে আছে পদ্ম পীতবর্ণ।
প্রেমের পরমসার প্রেম নিত্য পূর্ণ॥
প্রেমের সায়রে সেই নিত্যবস্তু হয়।
আছয়ে অমৃতকুণ্ড তাহার আশ্রয়॥
প্রেমসরোবর হয় যে অমৃতকুণ্ড।
যাহা লভিবারে জীব চাহে প্রতিদণ্ড॥
পীতপদ্ম আছে তায় ভৃঙ্গরাজ অলি।
কহিব সহজ বস্তু সুধা রসাবলী॥

(তথাহি অস্যার্থ তথারাগ।)

সহজ বস্তু দূরাদূর, মনোগত সহজপুর,
কৈতব বস্তু সেই হয়।
না জানিয়ে তবু জন্ম, না বুঝিয়ে তার মর্ম্ম,
না হইবে প্রেমের উদয়॥
সখি হে সহজ বস্তু না যায় লিখনে।
তবে রসিকের সনে, যদি হয় রূপগণে,
তবে বস্তু করে আস্বাদনে॥
উদয় নাহিক মনে, পাঁচদিকে পাঁচে টানে,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
আপন আপন কর্ম্ম, সবে নিজ নিজ ধর্ম্ম,
কেহ কার বশীভূত নয়॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, আপন আপন মন,
সবাই থাকয়ে নিজকাযে।
যদি দেহে রাজা মন, কেহ কার বশ নন,
কি করিস্ নরবপু রাজে॥

নরবপু নরপতি, নাহিক তাহাতে রতি,
কৃষ্ণমতি তাহাতে আশ্রয়।
নাই রতিরূপ তার, ইন্দ্রিয়গণে যে গায়,
যোনিকীট বশীভূত হয়॥
সেই যোনি কীট ধারে, তাহাতে ফেলিয়া মারে,
দৃঢ়রতি না হইল মনে।
করিবে সতের সঙ্গ, সকল হইবে ভঙ্গ,
তবে পাবে শ্রীরূপ চরণে॥
ছাড়হ সংসার আশা, ব্রজপুরে করি বাসা,
মিছা কর্ম্ম দেহ রে ছাড়িয়া।
অনিমিত্ত কর্ম্ম যাতে, মন ডুবাইয়া তাতে,
কেন মর কূপেতে ডুবিয়া॥
মনেতে করহ রতি, শ্রীরূপ পরাণ পতি,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।
অমৃতসায়রে ভাই, যাহা চাই তাহা পাই,
এই তত্ত্ব করিল বিচার॥
শ্রীরূপ রতির সার, অমৃতের স্বভাণ্ডার,
কর্পূর লিপ্ত প্রেমে খচিত।
সেই সে সাধক জন, সেই রতি আস্বাদন,
সেই দেহ রতনে পূরিত॥

(তথাহি ভৃঙ্গরত্নাবলী।)

প্রেমামৃতসিন্ধু সর্ব্বস্ব কথা চ যঃ ভৃঙ্গঃ করোতি পুংসঃ।
দেহান্তরে স্বগণেষু রাগ শ্রীরূপপদোক্তি স্বরে তুলীনঃ॥

সেই প্রেমসায়র ত অনীশ্বর রতি।
ঈশ্বরানীশ্বর তত্ত্ব শক্তির প্রকৃতি॥
রাধাকৃষ্ণ জীবশুদ্ধ অনীশ্বর হয়।
স্বর্ণস্তক বিন্দু ঘাম তাহাতে উদয়॥
এই সরোবর হয় প্রেমরতি ধাম।
প্রেমরতি ফল তার অখণ্ড অকাম॥
সেই প্রেম অখণ্ড অকাম অনীশ্বর।
ইহার কারণে নাম প্রেমসরোবর॥
প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা রূপময়ী সার।
রাধারাগরতিসিন্ধু জগতে আধার॥
জগতের তত্ত্ব কর আপন কায়াতে।
শতদল পদ্ম পাবে খুজিলে তাহাতে॥
সহস্রদলের পরমাত্মা অধিকারী।
সুধাসরোবর নাম রসের ভাণ্ডারী॥
সেই সরোবরে আছে সহস্র কমল।
মহাসত্ত্বা শুদ্ধসত্ত্বা তাহা পরিমল॥
মহাসত্ত্বা অধিকারী পরমাত্মা হয়।
পুনঃ পুনঃ এই কথা গ্রন্থকার কয়॥
তাহার পূর্ব্বেতে আছে বাঁকানদী সীমা
তুলনার স্থান নাহি অতি নিরুপমা॥
স্বতঃসিদ্ধ মানুষ ত সদানন্দদেশে।
গুপ্তচন্দ্র দেশ তার ভজন বিশেষে॥
সুগুপ্ত ভজন তার গুপ্ত সরোবর।
বিকশিত-পদ্ম-সম তার কলেবর॥

অকৈতব পদ্ম সেই মনরতি হয়।
কামসরোবরে পদ্ম রতির উদয়॥
সেই রতি প্রকৃতি পদার্থ সরোবর।
পদ্মের উপরে ভৃঙ্গ রতির উপর॥
ভৃঙ্গরতি কোমল পংরতি সেই সার।
প্রকাশ সহজবস্তু করি অঙ্গীকার॥
সদানন্দ দেশ হয় হৃদয় ভিতরে।
কামসরোবর যদি সাধিবারে পারে॥
কামসরোবরে আছে বস্তু নিরূপণ।
সাধিলে পাইবে তাহা বস্তুতত্ত্বধন॥
সেই বস্তু সাধিলে পাইবে বস্তুরতি।
শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ পাইবে তাহা প্রতি॥
সহজ আচার তার সহজ প্রকৃতি।
সাধিলে পাইবে তাহা সহজ বস্তুরতি॥
প্রকৃতির বস্তুতত্ত্ব হয় বহু দূর।
সাধিতে করিছ বড় সদানন্দপুর॥
আপন মদেতে যদি শ্রীমদে থাইবে।
সাধিলে সে সারবস্তু দেখিতে পাইবে॥
না সাধিলে সারবস্তু বুঝিতে বিষম।
সারের সন্ধান নাহি শুনিতে সুসম॥
দুর্গম সাধনপথ দূরাদূর হয়।
দূরে হৈতে নিকট নিকটে দূর হয়॥
তবে যদি আপনার জানে দেহতত্ত্ব।
দেহ না জানিয়া হয় কার অনুগত॥

দেহের ভিতরে আছে সকল সংসার।
কোন রূপে সে জীবের নাহি পারাবার॥
গুরু উপদেশ নাই না জানে গুরুতত্ত্ব।
দিবানিশি কি বিষয়ে খায় বিষ্ঠাগর্ত্ত॥
অতএব না হইল শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
না জানিনু আপনার দেহ নিরূপণ॥
প্রেম-সরোবর হয় নিত্যবস্তু ধাম।
অকৈতব সেই প্রেম অপ্রাকৃত কাম॥
অন্য সরোবর আছে তার পর নিত্য।
নিত্যধাম হেতু অনিমিত্ত হয় সত্ত্ব॥
সেই সরোবর হয় নির্ম্মিত সুঠাম।
কহিব তাহার কথা শুন সাবধান॥
সেই সরোবর হয় মাণিক খচিত।
সেই নিত্য ধাম হয় সুবর্ণে জড়িত॥
চারিদিকে চারি ঘাট বান্ধা স্বর্ণপুটে।
কস্তুরি কুঙ্কুম্ মলয়াদি বেড়া ঘাটে॥
সেই সরোবরে আছে পদ্ম চারি বর্ণ।
রতিপদ্ম কামপদ্ম শূন্য-বিন্দু ঘর্ম্ম॥
শূন্য-বিন্দু ঘাম-নদী শুক্র নীল রতি।
এই বস্তু-ধন সে প্রকৃতি দেহে স্থিতি॥
প্রকৃতি সায়রে ঘর্ম্ম আছে মূলরতি।
নহে যে প্রাকৃত কাম সিদ্ধিবস্তু প্রতি॥
সাধিতে সাধিতে প্রকৃতি বস্তু লইবে।
আপন শরীর ধর্ম্ম সাধিলে জানিবে॥

পুরুষ ত প্রকৃতির আশ্রয় প্রকৃতি।
প্রকৃতির ভুক্ত ভোগ্য সাধনাঙ্গ জ্যোতি॥
সন্তোষ সাগর হয় উজ্জ্বল শৃঙ্গার।
প্রেমসরোবর নিত্য প্রেমের সঞ্চার॥
প্রেমের সায়রে সেই প্রেমফল ধরে।
কল্পতরু সম সেই আছয়ে অন্তরে॥
সেই মূলবৃক্ষে জল সিঞ্চি দিবানিশি।
প্রফুল্লিত সেই বৃক্ষ ফলেতে বিকাশি॥
যতেক তাহার ডালে ফল ফুল ধরে।
তাহাতে সিঞ্চিলে তবে পূর্ণপ্রেম ঝরে॥
প্রেম নিত্য সাধ্য-বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনা সাধ্য-বস্তু কিছু নহে আর॥
ইহাকে সাধিতে পারে আপন শরীরে।
তবে ত বিশুদ্ধ সত্ত্ব নর বলি তারে॥
তবে বস্তু জ্ঞান হয় হৃদয় ভিতরে।
হৃদয় ভিতরে যদি সাধিবারে পারে॥
সে মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব কেমনে জানিবে।
মানুষের সঙ্গ হৈলে মানুষ পাইবে॥
সেই মানুষের বাস সদানন্দ গ্রাম।
নিত্যের মানুষ সেই নিত্যবস্তু ধাম॥
সদানন্দ গ্রাম সেই বাঁকানদী পারে।
বাঁকানদী রহে তার উত্তর দুয়ারে॥
তাহার গমন ভঙ্গি রঙ্গিম সুঠাম।
উজান সলিল তার বহে অবিরাম॥

তাহার পশ্চিমে সে সহজপুর গ্রাম।
সতঃসিদ্ধ মানুষের সেই নিত্য ধাম॥
রসিকগণের বাস সদানন্দপুর।
রসিক নাগর তাতে রসে সুপ্রচুর॥
সহজপুরের লোক সহজ আচার।
আচার সহজ নর রসের ভাণ্ডার॥
তার পর সূর্য্যোদয় সেই দেশে নাই।
শুনহ তাহার তত্ত্ব রসিকের ঠাঁই॥
সদানন্দ দেশকথা শুন ভক্তগণ।
চন্দ্র সূর্য্যোদয় নাই না চলে পবন॥
নীলকান্তি চন্দ্রকান্তি সূর্য্যকান্তি হয়।
এ তিনের কান্তি-ছটা স্থির সূর্য্যোদয়॥
তরঙ্গ বাঁকার জলে বহে সুধাধার।
তাহাতে পবন বহে শ্বাস নাসিকার॥
নাসিকা নিশ্বাস বহে বায়ু শীঘ্রগতি।
উদয় নাহিক রবি বর্ণছটা জ্যোতি॥
তাহার প্রকাশে হয় চন্দ্র সূর্য্যোদয়।
শাস্ত্রকার পুনঃ পুনঃ এই কথা কয়॥
নাসিকা পবন গতি শ্বাস তার চলে।
গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ এই কথা বলে॥
সতঃসিদ্ধ মানুষ সে সকলের সার।
শুনহ তাহার তত্ত্ব কহি দেশাচার॥
সেই সদানন্দপুর মানুষের দেশ।
বাঁকানদী স্থান কোণে এ স্থান বিশেষ॥

(তথাহি।)
সদানন্দপুরগ্রাম রসরাজ রসিকাশ্রয়।
বঙ্কনামে সু-নন্দেষু সধনীর মহত্তি চ॥ ইতি॥

তার পর পরমাত্মা নন্দের নন্দন।
মানুষের বস্তুতত্ত্ব তাহার লক্ষণ॥
দলে স্থিতি সহস্র অক্ষয় সরোবর।
পঞ্চ আত্মা শূন্য শুক্র বিন্দু তার পর॥
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ নরবপু তার।
সাধিলেন প্রেমরতি মানুষ আচার॥
অকাম অখণ্ড রতি তার নিজ ধর্ম্ম।
আপনি ভুঞ্জিলে রতি স্বাভাবিক মর্ম্ম॥

(তথাহি।)
নরদেহ কৃষ্ণ নন্দগোপকুমারয়।
নবীন জলদশ্যাম গোপীনাথ সুবন্ধুত॥

*

যথারাগ॥

নরবপু দেহ ধরি, ব্রজপুরে অবতরি,
দ্বাপর যুগেতে অবতীর্ণ।
সঙ্গে লৈয়া সখিগণ, চিদানন্দ বৃন্দাবন,
রাসক্রীড়া কৈল তাহে পূর্ণ॥
সখি হে শ্রীকৃষ্ণলীলা অদ্ভুত চরিত।
কৃষ্ণ রসালস প্রেম, যেন দরিদ্রের হেম,
বিশুদ্ধ প্রেমের বিপরীত॥ ধ্রু॥

শুদ্ধতত্ত্ব গোপীগণ, শুদ্ধপ্রেম আকর্ষণ,
মহাভাব স্বরূপ রাধিকা।
রাধাপ্রেম আস্বাদনে, সকল সখীর সনে,
সুপবিত্র প্রেমা সর্ব্বত্র সাধিকা ॥ ২ ॥
রাধাপ্রেম শিরোমণি, চিন্তামণি রত্ন গণি,
এ সংসার বিন্দু হয় সার।
সেই প্রেম স্বয়ং রূপে, রাধা-প্রেম-রস-কূপে,
না হইলা রাধাপ্রেম পার ॥ ৩ ॥
রাধিকার প্রেম লাগি, স্বয়ং হৈলা অনুরাগী,
চিন্তামণি চিন্তা করে মনে।
অনুরাগী আরপ-রূপে, অবতীর্ণ নবদ্বীপে,
ভক্তভাবে করে আস্বাদনে ॥ ৪ ॥
সেই কৃষ্ণ সাধে রতি, বিশুদ্ধ প্রেমের গতি,
বিশুদ্ধ মানুষ রাধা আদি।
সাধিলেন প্রেমতত্ত্ব, রাধাপ্রেমে অনুগত,
সাধিবারে রহিল অবধি ॥ ৫ ॥
জীবেরে সে সাধিবারে, তার লাগি নদেপুরে,
অবতীর্ণ শচীর মন্দিরে।
মনের কারণ সাধে মনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
রাধাপ্রেমে কভু নাহি স্থিরে ॥ ৬ ॥
প্রেম করায় উদঘাটন, সদাই ঘূর্ণিত মন,
দিবানিশি রাধাপ্রেমে ভোর।
রাধাকান্ত প্রেম সাধে, দিবানিশি ডাকে রাধে,
তবু প্রেমে না পাইল ওর ॥ ৭ ॥

সাধিতে সাধিতে তাহা, রাধাপ্রেম পাব কাঁহা,
এই খেদ দিবানিশি মনে।
প্রেম সাধিবার তরে, তেঁই নীলাচলপুরে,
আস্বাদন স্বরূপের সনে ॥ ৮ ॥
মানুষ ঈশ্বর হয়, প্রেম ত শাস্ত্রেতে কয়,
সাধক বুঝিবে ইহা মনে ॥ ৯ ॥

শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ নরবপু তার।
সাধিলেন্ প্রেমরতি মানুষ আচার ॥
অকাম অখণ্ড রতি তার এই ধর্ম্ম।
আপনি সাধিল রতি স্বাভাবিক মর্ম্ম ॥
শ্যামাত্মা রতির তিনি মূল প্রয়োজন।
রসভোক্তা রসিক হইলা গোপীগণ ॥
গোপীর সহিত রতি সাধেন আপনি।
বিলাস প্রকৃতি হয় কামানুগা জানি ॥
সেই রতিস্থান কোথা আছয়ে বিলাস।
রাগরতি পরমাত্মা প্রকৃতি আভাস ॥
তৎপর বিলাস রতি থাকে কোন খানে।
পঞ্চবাণ পঞ্চরতি থাকে তার স্থানে ॥
রসরতি পদ্ম-জল কাম সরোবর।
শ্বেতপদ্ম রতিস্থানে বিলাসে ভ্রমর ॥
ভৃঙ্গরতি পদ্মরতি আর পঞ্চবাণ।
শুনহ রসিক ভাই তিন রতি স্থান ॥
গুপ্তচন্দ্র দেশে হয় মদনবিলাস।
জীবরতি শ্বেতপদ্ম তাহার প্রকাশ ॥

মানসরোবর আছে পীতপদ্ম ঘর।
উড়িছে ভ্রমর তাহে রত নিরন্তর॥
শুদ্ধকামরতি তায় শুদ্ধ করি জানি।
সেই সে প্রকৃতি নহে অপ্রাকৃত মানি॥
অপ্রাকৃতবস্তু কভু কৈতব না হয়।
মানসরোবরে আছে ইহার আশ্রয়॥
সেই মানসরোবর রতির আধার।
শতদলপদ্ম আছে তাহার প্রচার॥
অপ্রাকৃত কাম হয় তাহার ভিতরে।
অতএব নাম তার মানসরোবরে॥
রতিশব্দে রাধাগুণ প্রেম আর কাম।
কামশব্দে কান্ত শ্রীরাধারমণ নাম॥
রতি রাধানাম হয় প্রেমবস্তু নিত্য।
সহজ মানুষ সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য॥
সেই অকৈতব হয় প্রেম নিত্য তার।
তাহা বিনা নিত্যবস্তু কেহ নহে আর॥
সেই মানুষের স্থিতি বাঁকানদী পার।
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার॥
স্বয়ং প্রকাশ তদেকায়া নন্দনন্দন।
কিঞ্চিকা সহিত লীলা ঈশ্বর করণ॥
তার দ্বারে মাধুর্য্য লীলা প্রেম অকৈতব।
তাহার সাধনে হয় প্রেমের উদ্ভব॥
সে রাগ উদ্ভব রতি রতি পরকাশ।
আর সব যত আছে তাহার আভাস॥

ঈশ্বরানীশ্বর দুই সকলে মিশ্রিত।
উজ্জ্বল মাধুর্য্য রস তাহাতে উদিত॥
সকল রসেতে আছে ঈশ্বর মিশ্রিত।
রাধালীলা রসের মায়ার সহিত॥

(তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে।)
সাধকসংহ কৃষ্ণস্য যোগমায়ামুপাস্থিতঃ।
ক্রীড়া কুঞ্জরসে লীলা গোপীপ্রেম সদাচরেৎ॥

তার পর পদ্মগণের করি যে বিচার।
এক এক পদ্মের ঘাটে তিন তিন দ্বার॥
কামসরোবরে শ্বেতপদ্মের বিচার।
তাহার প্রথম দ্বারে তিন তিন দ্বার॥
শ্বেতপদ্মে মূল হয় গুপ্তচন্দ্র দেশ।
শ্বেতপদ্মে বত্রিশ দল ত সবিশেষ॥
ত্রি অষ্ট চব্বিশ পদ্ম তিনঘাটে স্থিতি।
তিন দ্বার এক পদ্ম ঘাটের বসতি॥
প্রথম দুয়ারে তার মাণিকাচ্ছাদন।
বাম ও দক্ষিণদিক বাঁধা সে রতন॥
বামদিকে শ্বেতপদ্ম মূলদলে স্থিতি।
দক্ষিণে এক দল আছে পদ্মের প্রকৃতি॥
তার পর তিনদ্বার মধ্যদেশ হয়।
তার তিন ঘাটে পদ্ম করয়ে উদয়॥
সেই অধঃদেশ হয় শতদলে স্থিতি।
সেই শতদল মধ্যে আছে জীবরতি॥

শতদল সপ্তদল আর শতদল।
ইহা হ'তে যত কিছু হইল সকল॥
সেই শতদল পদ্ম সকলের সার।
মানসরোবরে শতদলের সঞ্চার॥
ঈশ্বর ঘটিত সরোবর হয় নিত্য।
নরবপু নরাকার দলে অনিমিত্ত॥
সেই শতদলে হ'ব শক্তির প্রধান।
আর অষ্টদল হয় রতির সে স্থান॥
অষ্টদলে সেই রতি প্রকাশ করিল।
শূন্য শুক্রবিন্দু ঘাম তাহাতে জন্মিল॥
সেই শূন্য সেই শুক্র সেই বিন্দু ঘাম।
সেই অষ্টদল হ'তে রতি আস্বাদন॥
জীবরতি কামরতি আর দেহরতি।
শূন্য শুক্রবিন্দু ঘাম সেই দলে স্থিতি॥
প্রকাশ হইল রতি উদ্ভব প্রকাশ।
শতদল পদ্মরতি প্রকাশ আভাস॥
সুমেরু বেষ্টিত আছে সেই শতদলে।
সেই দল শক্তি হয় গ্রন্থকার বলে॥
সর্ব্বসার সর্ব্বদেব সংসার আধার।
কামসরোবর কাম বলি নিত্য সার॥
সর্ব্বদেব সরোবর কামদেব-রতি।
সেই অষ্টদল পদ্মে সর্ব্বদেব স্থিতি॥
হৃদয় মাঝারে থাকে মানসরোবর।
বিধির নির্ম্মাণ সরোবর-কলেবর॥

সেই অষ্টদলে অষ্ট নায়িকা জন্মিল।
সেই সর্ব্বদেব রতিশক্তি প্রকাশিল॥
সুলক্ষণা সুলোচনা আর রম্ভা উমা।
রুক্মিণী মেনকা তিলোত্তমা সত্যভামা॥
এই অষ্টদলে অষ্ট নায়িকা প্রকাশ।
নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম পীতপদ্ম ভাব॥
তার পর অষ্টদলে নায়িকা অবগতি।
দক্ষিণেতে এই সব নাড়ী কোটা স্থিতি॥
বামদিকে শক্তিরূপে আছয়ে প্রকৃতি।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপ গোবিন্দ প্রতি রতি॥
শক্তির প্রকৃতি রতি বিম্ব তিন ধরে।
অষ্টদল তার মধ্যে ধরিয়া অধরে॥
এই শুক্ররূপে ইহা নির্ম্মিত সরোবর।
কহিব ইহার তত্ত্ব শুনহ সত্বর॥
তার পর প্রেমসরোবর হয় নাম।
অমৃতসিঞ্চিত প্রেমসরোবর ধাম॥
কৃষ্ণরতি প্রেমরতি সপ্ত সরোবর।
চারি সাতে আটাশ কমলে সরোবর॥
অনীশ্বর ঈশ্বর উভয় মধু রত হয়।
সরোবর ঈশ্বরানীশ্বর প্রেম কয়॥
শুদ্ধসত্ত্ব অনীশ্বর মানুষ সে হয়।
ঈশ্বর মানুষরতি নিল পঞ্চাশ্রয়॥
মানসরোবর গেল প্রেমসরোবর।
তাহার নির্ণয় কহি শুনহ উত্তর॥

এই প্রেমসরোবর রাগের খচিত।
সুরাগ মথন করি প্রেমেতে পূর্ণিত॥
প্রেমের সমুদ্র হৈলা কিশোরী আপনে।
কৃষ্ণরস নিত্যবস্তু প্রেম করি জানে॥
রাধিকা রাগের গুরু প্রেমগুরু তার।
রকার শব্দেতে রতি লেখে গ্রন্থকার॥
রতির মন্থনে রস উদ্ভব হইল।
সেই রসে রূপবতী নাম সে হইল॥
প্রেমবিন্দু সরোবর কৃষ্ণের বসতি।
সেই কৃষ্ণ রতিরস রূপ সুপ্রকৃতি॥
সেই রতি মথনে উপজে রতি সার।
অনুরাগ দিবানিশি দেখ চমৎকার॥
সেই অনুরাগ কৃষ্ণ রসরাজ মণি।
অতএব রাধাপ্রেমে কৃষ্ণ হৈল ঋণী॥
ঋণী হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র অস্থির হইলা।
পুনরপি সেই কৃষ্ণ জনম লভিলা॥
প্রেম নিত্য হয় প্রেমসরোবর ধন্য।
পদ্ম মনে সেই রতি চেতনে চৈতন্য॥
চৈতন্য হৃদয়ে আছে রসরাজ রূপ।
সেই হৃদয়ের মাঝে পদ্মের স্বরূপ॥
সেই পদ্মের কিবা নাম কীদৃশাকার।
কৃষ্ণরতি পদ্ম সেই সকলের সার॥
প্রেমময় পদ্ম হয় প্রেমসরোবরে।
কৃষ্ণরতি প্রেমপদ্মে সদাই বিহরে॥

অতএব প্রেমসরোবর এই গেল।
অক্ষয় সরসীতত্ত্ব কহিতে হইল॥
কহিব তাহার কথা শুন ভক্তগণ।
পরমাত্মা স্থান যথা শুনহ কারণ॥
অক্ষয় সরসীতত্ত্ব করি নিবেদন।
কোন স্থানে কোন রতি করে আকর্ষণ॥
পুরুষ প্রকৃতি কিবা কার কোন স্থানে।
কোন স্থানে কোন রতি কহিব যতনে॥
পরমাত্মা আত্মারাম আর রামেশ্বর।
রতির বিলাস মর্ম্ম করে নিরন্তর॥
আত্মারাম সঙ্গে আত্মা রতির বিলাস।
রতিনামে প্রকৃতি রতির বামপাশ॥
পরমাত্মা হইতে রতি বামদিকে যায়।
সেই কামসরোবরে আপনি মিশায়॥
ধাতিরক্ত রতিরস আর শুক্রবিন্দু।
এর অধিকারী কামসরোবর বিন্দু॥
বাম ও দক্ষিণদিক দুই হয় স্থান।
এতে কিবা কোন নদী বহে অবিরাম॥
সেই কামসরোবর চারি ঘাট তার।
কোন দিকে কোন নদী করে অধিকার॥
পূর্ব্বদিকে রতিপদ্ম সুনীল বরণ।
সেই পরমাত্মা রতিবিলাস কারণ॥
তাহার সাধক আত্মা রামেশ্বর হয়।
আত্মারাম রতি পূর্ব্বদিকেতে উদয়॥

সেই পূর্ব্বদিকে হয় রতির মন্দির।
নীলপদ্মে মূলরতি সাধকেতে স্থির॥
অকৈতব রতি হয় কৈতব হয় দূর।
প্রেমরতি নিজবস্তু সাধন রতিশূর॥
এই বস্তু সাধনের হয় শিরোমণি।
ইহার নির্ণয় তত্ত্ব মনে অনুমানি॥
কামরতি প্রেমরতি এই দুই সার।
বুঝিবে সহজবস্তু রতির বিচার॥
দুদিকে দক্ষিণ বামে রতির বিলাস।
জীবরতি দেহরতি থাকে বামপাশ॥
প্রেমরতি দক্ষিণেতে সায়র তাহার।
আত্মারাম রামেশ্বর স্থিতি হয় যার॥
আত্মারাম রমণতি পরমাত্মা সনে।
সেই সে নিষ্কামরতি গ্রন্থের লিখনে॥
নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।
প্রেম না জন্মিলে বস্তু স্থায়ী নাহি হয়॥
প্রেমরতি অনুরাগ হয় নির্ব্বিকার।
কামরতি না সাধিলে না জানে বস্তু সার॥
সকল আরাধ্য হয় সাধন কামরতি।
সে রতি কেমন হয় কোথা তার স্থিতি॥
কেমন প্রকৃতি সে কেমন তার বর্ণ।
ষোলকলা সীমা সেই রসিকের পূর্ণ॥
জীবরতি গন্ধকালী ষোড়শবর্ষিণী।
কামসরোবরে স্থিতি কামের কামিনী॥

সেই গন্ধকালী যদি পারে সাধিবারে।
তবে ত নিষ্কাম রতি জন্মিবে অন্তরে॥
তার সেই কামাত্মা বিলাস অধিকারী।
গন্ধকালী নাম তার জীবাত্মার নারী॥
শতদল পরিমল তাহার মন্দিরে।
কামসরোবরে পদ্ম বহু হয় স্থিরে॥
শ্বেতবর্ণ সত্ত্বা তার শুক্র শ্বেত হয়।
অতএব জীব দেহ তাহাতে উদয়॥
অস্থি সন্ধি ঘর্ম্মবিন্দু শুক্র শূন্য হয়।
ত্যজ তিজ তিজ বিষ পঙ্কের উদয়॥
কামসরোবরে হয় এ সকলের স্থিতি।
পঞ্চভূত পঞ্চ আত্মা পুরুষ প্রকৃতি॥
পঞ্চ পুরুষের হয় রতি পঞ্চ জন।
পঞ্চবাণ পঞ্চরতি রস আস্বাদন॥
মদনের অঙ্গ হয় সেই পঞ্চবাণ।
তাহা বিবরিয়া কহি শুন সাবধান॥
মদনমোহন স্তম্ভ মাদনশোভন।
কৃষ্ণের বাঞ্ছিত হয় এই পঞ্চ জন॥
তিন লোক জিনিলেন এঁর তিন বাণে।
দুই বাণে অবাধ্য রহিল কি কারণে॥
কহিব তাহার কথা শুন ভক্তগণ।
দুই নেত্রে দুই বাণ শ্রবণ শোভন॥
পদ্ম-মুখ নেত্রবাণ ভৃঙ্গ অলিরাজ।
অমৃত অক্ষয়সরোবরে সাধে কায॥

সেই নেত্রে দুই হয় নয়ন মঞ্জরী।
নেত্রের ভিতরে নেত্র আছে অধিকারী ॥
সেই নেত্র জলরতি ছটার বিলাস।
তাহার ছটার রূপ হইল প্রকাশ ॥
সেই রূপের আশ্রিত হ'ল যেই জন।
রাগের নির্ম্মল রতি প্রাপ্তি সেই ধন ॥
সেই রতি রাধারূপ হইয়া আপনে।
শ্রীরূপমঞ্জরী নিত্য সেই বৃন্দাবনে ॥
বৃন্দাবন আর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
নিত্য বৃন্দাবন চিদানন্দের গণন ॥
চিদানন্দ বৃন্দাবন রতি গোলোকেতে।
তিন রতি চারি ধাম প্রকাশ তাহাতে ॥
রতিশূন্য গোলোক সার বৃন্দাবন ধাম।
এই তত্ত্ব বুঝিয়া সাধিবে নিজ কাম ॥
কামসরোবরে রতি সাধিবে যতনে।
সাধিলে পাইবে রতি শ্রেষ্ঠ বস্তু ধনে ॥
গুপ্তচন্দ্র দেশ তত্ত্ব সকলের সার।
সহজ এ বস্তু বিনে বস্তু নাহি আর ॥
রতিসিদ্ধ বস্তু হয় করিলে সাধন।
রাগের ভজন এই কৈল নিবেদন ॥
শুদ্ধ এই বস্তুরাগ রূপবতী হয়।
গৌণ পট্ট এক হয় শ্রীরূপ আশ্রয় ॥
যার পট্ট তার গৌণ রতি এক স্থানে।
বিচার করিবে ইহা রসিকের সনে ॥

কামপদ্ম রতিপদ্ম পদ্মপ্রেম সার।
অমৃতের পদ্ম লইয়া করহ বিচার॥
অমৃত অক্ষয় আর মানসরোবর।
প্রেম ঘোর কাম আর ঘটনা ঈশ্বর॥
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল অষ্টলোকপাল।
নবনাড়ী বত্রিশ কোটা সুমেরু জাঙ্গাল॥
বাঁকানদী চতুর্দ্দিকে বেড়া তায় আছে।
অষ্ট নায়িকার লতা তায় বেড়া গাছে॥
সদানন্দপুর গ্রাম সেই দেশে হয়।
তার সেই দেশে বাস কহিল নিশ্চয়॥
মন্মথ নামেতে পদ্ম খ্যাতি যুগকাল।
সহজে পবিত্র তাহে কড়ি খাঁড়া চাল॥
সে সহজপুর গ্রাম পশ্চিম তাহার।
শ্বেতসিন্ধু মানুষের শুন দেশাচার॥
চন্দ্রকান্তিপুর গ্রাম শশাঙ্ক কানন।
সদানন্দ কাম্যকল্প চিদানন্দ মন॥
গোপ যে আনন্দনামে আশোক যে নারী।
পিতা মাতা দুই হয় কহি যে বিচারি॥
গোপকুলে জন্ম হয় আহির কটি কণা।
নীলকান্তি পদ্মনদী নামেতে যমুনা॥
নীলমেঘবর্ণ যেন সেই নদীজল।
কনকপদ্মের ঘটা উল্‌টা কমল॥
উল্‌টা কমল হয় নীল ঘাট দিয়া।
তাহাতে আছয়ে চম্পা কলিকা বেড়িয়া॥

কলিঙ্গ নামেতে দেশ স্মৃতি হৈল মনে।
আদ্যোপান্ত এই হৈল গ্রন্থের বর্ণনে॥
রসের সায়র গ্রন্থ সুরে মহাসুর।
শ্রীরূপগণের ইহা নহে দূরাদুর॥
এইরূপ সিদ্ধবস্তু সাধনের সার।
রসতত্ত্ব গ্রন্থ হয় রসের ভাণ্ডার॥
নিত্যবস্তু অরসিকে না পারে সাধিতে।
রসতত্ত্ব বস্তু পায় রসিক ভক্তেতে॥
দেহতত্ত্ব জানিয়া যে সিদ্ধদেহ হয়।
সিদ্ধদেহে এই সাধন জানিবে নিশ্চয়॥
রসিক ভক্তের তত্ত্ব কর মহাশয়।
পয়ার প্রবন্ধে ইহা ব্রজনাথ কয়॥

স্বামী-ভজন।

কর মন বৈষ্ণবগোসাঞি পদ সার।
ভাবিয়া দেখহ মন গতি নাহি আর॥
ধন পুত্র পরিবার সব মায়া রঙ্গ।
কি সুখ লাগিয়া মন কর তার সঙ্গ॥
সব ছাড়ি শ্রীগোসাঞি নামে কর রতি।
মহাসুখ পাবে যাবে সকল বিপত্তি॥
কর্ম্মী জ্ঞানী সঙ্গ ছাড়ি সাধুসঙ্গে থাক।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সদা স্বামী বলি ডাক॥
সাধুসঙ্গে নিত্য কর স্বামীর ভজন।
তার পাদদ্বয় হৃদি করহ ধারণ॥
স্বামীপদ ছাড়ি আন পদ নাহি ভজ।
নৈষ্ঠিক হইয়া মন স্বামীপ্রেমে মজ॥
কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি দৃঢ় করি জান।
এই পরম তত্ত্ব ইথে নাহিক আন॥
শ্রীগোসাঞি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীনহীন ব্রজ কহে গোসাঞি ভজন॥ ১
বৈষ্ণবগোসাঞি পদ কর মন সার।
ভাবিয়া দেখহ মন সকলি অসার॥
ধন জন পুত্র কন্যা কেবা আপনার।
অতএব কর মন স্বামীপদ সার॥

কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সাধুসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ হ'য়ে স্বামী ব'লে ডাক॥
স্বামীর ভজনে তুমি সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পা'বে হইবে কৃতার্থ॥
শুন আত্মারাম মন কি বলিব তোরে।
সংসার-যাতনা আর নাহি দিও মোরে॥
ব্রজ বলে ওরে মন করি এ মিনতি।
স্বামীপাদপদ্মে যেন সদা থাকে মতি॥ ২॥
শ্রীগোসাঞি পদ ভজ মন অনিবার।
জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর॥
কর্ম্ম জ্ঞান তপ যোগ দূরে পরিহরি।
নৈষ্ঠিক হইয়ে ভজ যুগলমাধুরী॥
সাধুপদাশ্রয় ল'য়ে সেব শ্রীগোসাঞি।
সেই রস আস্বাদন করিবে সদাই॥
অন্যের পরশ নাহি কর কদাচন।
রহিবে সাধুর সঙ্গে রঙ্গে সর্ব্বক্ষণ॥
এই তত্ত্ব মন তুমি জান সারোদ্ধার।
ইহা ছাড়া যত দেখ সকলি অসার॥
শ্রীগোসাঞি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
এ ভজন গায় ক্ষেপীমাতার নন্দন॥ ৩॥
ভজ মন ক্ষেপীমাতা বৈষ্ণবগোসাঞি।
অনুরাগে ভক্তি পাবে ব্রজধামে ঠাঁই॥
ভজ মন শ্রীমোহন সেই ত নিতাই।
এ নাম ভজিলে প্রেমে মাতিবে সদাই॥

ভজ গোসাঞের সেবাইত গৌরীকান্ত।
বৈষ্ণবগোসাঞি পদে ভকতি একান্ত॥
রামগোলাম ভরত সাধু দুই জন।
সে দেহে বিরাজ করে মানুষ রতন॥
সেবাইত পরাণচাঁদ ভক্ত প্রাণধন।
ভজহ পরাণচাঁদ পাবে প্রেমধন॥
ভজ মন সূর্য্যনারায়ণ বিচক্ষণ।
বর্ত্তমান সেবাকার্য্য করেন এখন॥
রামগোলাম ভরত পদ হৃদে ধারণ।
ব্রজনাথ এ ভজন করিল সমাপন॥

আত্মদৈন্য।

কোথা হে অনাথ বন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
অকূল কূলকাণ্ডারী, তুমি হও বংশীধারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
আছি ঘোর অন্ধকারে, সভয়ে ডাকি তোমারে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
বন্দী আছি কারাগারে, মায়ায় ঘে'রেছে মোরে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
আমার যে উপার্জ্জন, সব গেল অকারণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
ও হে স্বামী দয়াময়, অধমে দাও আশ্রয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
আমি অতি দীন হীন, ভজনের নাই চিন,
প্রাণনাথ ফকির গোঞাঞি।
স্বামী দীন হীন জনে, দয়াকর নিজ গুণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
না লইনু সাধুমত, অমতে মজিল চিত,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
কি হইবে উপায় বল, দিনে দিনে দিন গেল,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
তব পদে মম মন, যেন থাকে অনুক্ষণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

যুগল চরণাশ্রয়, ব্রজনাথ যেন পায়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ১ ॥
কোথা স্বামী দয়াময়, অধমে হও সদয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
কৃপা কর নিজগুণে, আশ্রিত তব চরণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
চঞ্চল আমার মন, রিপু-বশ সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
রিপু-দমন করার, সে শক্তি নাই আমার,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কাম ক্রোধ শত্রু হয়, কৃপা কর করি জয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
স্বামী তব কৃপাবলে, জিনিব রিপু সকলে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মন হ'বে মহারাজা, রিপুগণ হবে প্রজা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
মন-রাজা-অনুগত, রিপু হবে পদাশ্রিত,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কাম আদি ছয় জনে, আজ্ঞাকারী সেই ক্ষণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
ইন্দ্রিয় থাকিবে বশে, পাব পদ অনায়াসে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মনে সদা এই দৈন্য, মনোবাঞ্ছা কর পূর্ণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

ব্রজনাথ বড় দুঃখী, স্বামী মোরে কর সুখী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ২ ॥
কোথা ওহে বংশীধারী, চরণে স্থাপন করি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
গর্ভে ছিলাম যখন, দৈন্য ক'রেছি তখন,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কর মুক্ত গর্ভপাশ, আমি হব তব দাস,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
ভূমিষ্ঠ হইয়া পরে, মায়ায় ঘেরিল মোরে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
হইল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, না পেলাম সাধুসঙ্গ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
স্বামী কি হ'বে উপায়, আমি অতি নিরাশ্রয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
এই অসার সংসারে, বিষয়ে আবদ্ধ করে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
কাটনায়া মোহজাল, রক্ষা কর নন্দলাল,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
তব দয়া না হইলে, রক্ষা নাই কোন কালে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
দিনে দিনে দিনগত, সূর্য্যসুত দূতাগত,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
উপায় না দেখি আর, তোমার চরণ সার,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।

বার বার এই বার, ব্রজনাথে কর পার,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৩ ॥
কোথা আছ দয়াময়, হৃদয়ে হও উদয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
ওহে স্বামী ভক্তাধীন, ভক্তে বদ্ধ চিরদিন,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
তুমি হে গোলোকপতি, শ্রীরাধার প্রাণপতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
প্রহ্লাদে দয়া কর, নরসিংহ রূপ ধর,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
গোকুলে গোপের নারী, রক্ষা কৈলে গিরি ধরি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
জীবে দয়া করা ছলে, নদেতে উদয় হ'লে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
ধরে স্বামী ভক্তভাব, খেলা কর অসম্ভব,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
সে খেলা দেখেছে যেই, মানুষ ধরেছে সেই,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
আমি অতি নরাধম, তখন না হ'ল জনম,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
যাদের ছিল সাধন, পেলে তারা শ্রীচরণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
ওহে স্বামী সাধন-হীনে, দয়া কর নিজগুণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

ব্রজ মনে করে আশা, তব চরণ ভরসা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৪ ॥
কোথা ওহে দয়াময়, অধমে হও সদয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
তুমি মানুষরতন, ওহে ভক্ত প্রাণধন,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
এলে হে গোলোক ছেড়ে, অবতীর্ণ মর্ত্ত্যপুরে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
মানুষে সদয় হ'য়ে, খেল হে মানুষ ল'য়ে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মানুষ যে ছয় জন, রূপ আদি সনাতন,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
আর যত ভক্তচয়, সবাই মানুষ হয়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মানুষ হ'য়েছে যারা, তারাই জিয়ন্তে মরা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
দয়া কর নরপতি, মানুষেতে তব প্রীতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
জীবে দিলে গতি মুক্তি, নিজগণে দিলে প্রাপ্তি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
মানুষে কহিলে কথা, ঘুচিবে মনের ব্যথা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মানুষের সঙ্গ চাই, দয়াতে মানুষ পাই,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

ব্রজের এই মিনতি, মানুষে থাকে ভকতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৫ ॥
কোথা হে শ্রীদাম সখা, অধমে দাও হে দেখা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
সখা সনে বৃন্দাবনে, খেলা কর নিত্যস্থানে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
ব্রজগোপী-মনচুরি, ক'রেছে হে বংশীধারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
একদিন বৃন্দাবনে, ক্রীড়া করে রাধা সনে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
সেই স্থানে উপস্থিত, আয়ান যে দুরানীত,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
ভয় পে'য়ে রাধা সতী, বলে রক্ষ প্রাণপতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
রাধা-ভয় দূর তরে, কালীরূপ-ধর হ'য়ে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
দ্রৌপদী বিপদে পড়ি, ডাকে কোথা বংশীধারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
সেই বিপদ হইতে, মুক্তকর কটাক্ষেতে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
প'ড়েছি ভবসাগরে, উদ্ধার কর আমারে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
সঁপিলাম মন প্রাণ, শ্রীচরণে দাও স্থান,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

এ অনাথ ব্রজ কাঁদে, আর ফেলিওনা ধাঁদে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৬ ॥
কোথা হে ফকিরচাঁদ, তুমি জগতের চাঁদ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
তোমার চরণ লাগি, শঙ্কর হ'য়েছে যোগী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কালী তারা দুর্গা আদি, ভজে তোমা নিরবধি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
সর্ব্বত্যাগী দেবঋষি, ভজে তোমা দিবানিশি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
মাতার মমতা ছাড়ি, ধ্রুব হ'ল বনচারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে, দরশন দিলে তাকে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
আশায় আশ্রিত আমি, যদি দয়া কর স্বামী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
জনম সফল হয়, সূর্য্যসুত ভয় যায়,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
দয়া কর নিজদাসে, বন্দী আছি মায়া পাশে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
তব দয়া না হইলে, নিস্তার না কোন কালে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
বর্ত্তমানে কর দয়া, ঘুচুক সংসার মায়া,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।

অধমের মন জেনে, দয়া কর নিজগুণে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৭ ॥
কোথা হে জগৎ স্বামী, জগৎ ছাড়া কি আমি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
দয়া কর রাধাপতি, চরণে এই মিনতি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
বিষয় বিষ ঘুচিবে, মন কবে শুদ্ধ হ'বে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
কবে পা'ব সেবাকার্য্য, আনন্দে করিব কার্য্য,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
পূর্ণ হ'বে মনস্কাম, লভিব অমূল্য ধাম,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
সাধুসঙ্গে বাস করি, হ'ব তব আজ্ঞাকারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, শ্রীচরণ সেবা করি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।
এই আশা সদা মনে, প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
ওহে দয়াল গোসাঞি, আশা পূর্ণ কর সাঞি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
যেন পদ্মপত্রে জল, প্রাণ করে টলমল,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
এ দেহের নাই আশা, ক্ষণেকে ভাঙ্গিবে বাসা,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ।

আশান্বিত ব্রজনাথ, তুমি অনাথের নাথ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৮ ॥
কোথা হে ও রাধাকান্ত, দূর কর মনভ্রান্ত,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
দেখি ভবের তরঙ্গ, আমার যে কাঁপে অঙ্গ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কত ঢেউ উঠে মনে, প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
এই সংসার আগারে, মায়ায় ঘিরেছে মোরে,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
কাট মায়া মোহজাল, ঘুচাও সব জঞ্জাল,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
মন দিয়া শুন দৈন্য, ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
যাদের ছিল ভজন, তারা পেলে শ্রীচরণ,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
আমার নাই সাধন, ওহে মানুষরতন,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
নিজগুণে দয়া করি, যদি দাও পদতরি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
সে তরি আশ্রয় করি, শুন ওহে বংশীধারী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥
স্বামী হ'বেন কাণ্ডারী, অনায়াসে যা'ব তরি,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি।
অনাথের নাথ তুমি, বাঞ্ছাপূর্ণ কর স্বামী,
প্রাণনাথ ফকির গোসাঞি ॥ ৯ ॥

শব্দগীত।

—:o:—

(১)

দয়াময় !

নিজগুণে আজ আমায় কর সচেতন।

আমি স্বভাব ছাড়্‌তে কোন মতে,

পাল্লাম না আপ্‌না হ'তে এ জগতে,

তাই শরণ নিলাম অভয় পদে,

কর কৃপা বিতরণ ॥

(২)

দ্বিদলে বিরাজ করে সহজ মানুষ

চিনে নে না।

মনের মানুষ হয় যে জোনা না ॥

শুভাশুভ যোগের কালে, তখন মানুষ উজান চলে,

স্থিতি হয় দশম দলে,

চতুর্দ্দলে বারামখানা।

মৃণালের পূর্ব্ব কোণে, আনন্দ আর মদনে,

মন ভুলায় এই দুই জনে,

ক'রে অচেতনা ॥

ভুল না তার কথা শুনে, মন রে সদা থাক সচেতনে,

নিষ্কামি বিরাগ মেরে নলিন হ'য়ে কর সাধনা।

হেটে লাল অষ্ট দলে, মুদিত হয় সেই কমলে,

তার নীচে দশম দলে, চতুর্দ্দলে বারামখানা ॥

তার বামে কুলকুণ্ডলিনী, যোগেশ্বরী যোগমোহিনী,
লীলা নিত্যকারিণী, ব্রজলীলা যার ঘটনা।
আলেক দোম হাওয়ায় চলে,
আলেক দোম ঘুরচে কলে,
আলেক দোম সত্য হ'লে, অনায়াসে মিলে,
তার দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে,
সাধু পরাণচাঁদে বলে,
জানে অনুরাগী জনা॥

(৩)

সহজ মানুষ আলেক লতা।
আলেকে বিরাজ করে বাইরে খুজ্‌লে পাবি কোথা॥
আলেকের প্রেমের কলে, পেতেছে বাঁকা নলে,
আপ্‌নি জল উজান চলে, বহিছে সর্ব্বথা।
সে যে আপ্‌নি চলে নলের পথে,
ওরে সে নল কে পারে চিন্তে,
জগৎ করে চিন্তে, চিন্তামণির চিন্তে দাতা॥
আলেক দুনিয়ার কিছু, আলেকে সাঞি বিরাজে,
আলেক খবর নিচ্ছে, আলেকে কয় কথা।
আলেকের প্রেমের রসে, সনাতন সদাই ভাসে,
বাউরে তোর নাগ্‌ল দিশে, যে তে নার্‌বি সেথা॥
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর বশে,
আপন মনের মানুষ চিন্‌বে কিসে,
যে দিন ধর্‌বে এসে, মুগুরেতে ভাঙ্গিবে মাথা।

(৪)

কোন্ মানুষে এই মানুষের মন নিলো।
তোরা দেখে যা নদের চাঁদ, চাঁদ ব'লে কাঁদছে চাঁদ,
সে আর কেমন চাঁদ, সে কি এমন চাঁদ,
জগতের পর-চাঁদ হ'লো ॥
আমি ঘর ছেড়ে দেখ্‌লাম পর,
পরের কি আছে পর, সে আর কেমন পর,
অঙ্গ শীতল হয় নিমাইচাঁদকে হেরিলে।
সে বেদবিধির অগোচর,
অখণ্ড নিত্যস্থল, ও তার নাই টলাটল,
সেরূপ হেরিয়ে নদের চাঁদ কাঙ্গাল হলো ॥

(৫)

মানুষ ব্রত সেবা বিনে সুখ আর কি আছে।
একথা নয় মিথ্যা, যদি হয় মানুষে মানুষে কথা,
তবে ঘুচে মনের ব্যথা, মানুষ ধর্‌ব ব'লে তথা,
মানুষ যায় মানুষের কাছে ॥
গুরু মানুষ শিষ্য মানুষ, মানুষে মানুষে করে বন্ধু,
মানুষে তরায় ভবসিন্ধু, মানুষ ছাড়া একবিন্দু,
এ সংসারে আর কি আছে ॥
মানুষে মানুষে করে লেখা,
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ লীলা,
প্রমাণ আছে গোলোকপতি, এসে হ'ল নরাকৃতি,
যাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি হ'য়েছে ॥
ব্রজ কয় কর বিবেচনা, মানুষে মানুষে বেচা কেনা,

মানুষ হ'য়ে মানুষ যজে, মানুষ হ'য়ে মানুষ ভজে,
সাধন ভজন আছে মানুষের কাছে॥

(৬)

মন তোর দ্বিদলে লুকা'ল মানুষ কে রে।
প্রেমডোরে বান্ধিয়া তারে রূপের ঘরে নে রে॥
দলে দলে চতুর্দ্দলে, দ্বাদশ দশম দলে,
কখন থাকে ষড়্দলে, কখন মণিপুরে।
উপানলে বাটা খেলে মৃণাল উপরে॥
চৌকি পাহারা আছে যারা,
সন্ধান পেয়েছে তারা,
সকলি চোরের ধারা, সে কি ধারা ধরে রে।
চোরে চোরে যুক্তি ক'রে, আগুন দিচ্ছে ঘরে রে॥
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু, সেতো পথের পরিচয় রে।
মনের গুরু কল্পতরু নয়ন ভিতরে রে॥

(৭)

মন আর হবে না মানুষজনম কলিঘোরে।
মন তোরে বুঝাব কত, সাধুসঙ্গে না হও রত,
সদা থাক রিপুর গত,
মন তোর হিংসা নিন্দা কুটী নাটী,
অসৎ সঙ্গে পরিপাটী,
হ'লে আপ্তসুখের সুখী, আমায় দিয়ে ফাঁকি,
বল কি হবে উপায় পরে।
মায়ামদে মুগ্ধ হ'য়ে, স্বামী-চরণ পাশরিয়ে,
সদা থাক বিভোর হ'য়ে,

মন তোর নিকটে দাঁড়া'ল শমন,
কায়দা পে'লে বাঁধবে তখন,
বলি আমার কথা রাখ, গোসাঞি বলি ডাক,
সাধুসঙ্গ ক'রে তরাও মোরে ॥

(৮)

মানুষ ভজন অতি সোজা।
নাইক তায় যোগ উপবাস, কেবল বিশ্বাস,
ক'রে দেখ কতই মজা ॥
আশ্রয় অনুজ্ঞা হ'লে, অসৎসঙ্গ ত্যজিলে,
অন্ত শান্ত হ'লে, অনায়াসে যায় বোঝা।
তুমি দিব্য চক্ষে দেখ চেয়ে,
মানুষ কখন পুরুষ কখন মেয়ে,
মানুষের অন্তপেয়ে, নারী হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা ॥
সদা সন্তোষ মানুষে, বাস করে সহজ দেশে,
সহজ ভাবে থেকে সে ঘুচায় মোহজা।
ব্রজ বলে তারা এক বোলে চলে,
তাদের ভেদাভেদ নাই কোন কালে,
অভেদ দেখে সকলে কিবা রাজা কিবা প্রজা ॥

(৯)

সহজ মানুষ ধর্‌বি যদি মন।
তবে থাক সদা সচেতন ॥
কি ক্ষণে ভবে এলাম, সাধু গুরু না চিনিলাম,
শ্রীগুরুর চরণ ভাব্‌লে পরে হবে রে প্রেম উদ্দীপন ॥
কেন রে মন ভবে এসে, সাধন ছেড়ে রইলি বসে,

সে ধন পাবি কিসে, ও এখন মন বলি তোরে,
থাক মানুষের সঙ্গ ধরে, তবে চিন্‌বি তারে,
এ মন মুক্তিগতি ঐ পদে কর সমর্পণ ॥
শোন্ রে মন কথা শোন্।
ঘুরে ঘুরে মর কেনে হওরে সচেতন ॥
কাঙ্গাল ব্রজ বলে, বোকা রইলি ধরাতলে,
জান্‌বি জীয়ন্তে মলে, সাধু সঙ্গে সঙ্গী হ'লে,
তবে হবে রে ভাব উপার্জ্জন ॥

(১০)

মনের মানুষ মন ধরে না।
মনকে কতই বলি সে কথাই শোনে না ॥
ছয় জনে ছয় রঙ্গ ধরিলে,
মত্ত হয় মন তাই দেখিলে,
মনের মানুষ যায় গো ভুলে, চেতন থাকে না।
নিবৃত্তি হ'ল না মনে, প্রবৃত্তি বিষয় সন্ধানে,
আমার উপায় আর দেখিনে, মন তা ভাবে না ॥
সরল, সুজন, সৎ আচরণ, তিন হ'লে
হয় ভজন সাধন, সময় গেলে হ'বে কখন,
চিন্তা করে না।
ব্রজ বলে বিষম ফেরে, প'ড়েছি এ সংসারে,
গোসাঞি আমার উপায় বল না ॥

(১১)

সহজ মানুষ ফকির গোসাঞি।
এই মানুষ অবিশ্বাসে প্রাপ্তি নাই, খুব হুঁসিয়ার ভাই ॥

নিত্য মানুষ এই, মানুষ রূপে স্বয়ং বর্ত্তমান,
তুমি জান কি সন্ধান,
যদি ভ্রান্তে ভুলে থাক ভাই রে, এই মানুষকে
ধর সবাই ॥
এক মানুষ ত্রিজগৎ ময় প্রকাশ হইল,
ছোট বড় কে আছে বল,
তুমি অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে ভাই রে—
সহজ মানুষ চিন্তে পার নাই ॥
হয় যার মানুষে রতি নিষ্ঠা এ সংসারে,
সে কি অহঙ্কার করে, তারা সমদর্শী,
দিবানিশি, এক মানুষ বই জানে নাই ॥

(১২)

ডাক ভাই একান্তভাবে, তারে ডাকলে নাগাল পাবে।
যদি কাতর হ'য়ে ডাক, সদাই তারে মনে রাখ,
তবে এই ঘটে এসে দেখা দিবে ॥
যদি ইহা ভাব পাছে, আহা কোথায় গেছে,
তবে রস বিনে রসিক কোথায় রবে।
তোমরা স্বামীর চরণ সার কর,
মনের মানুষ ধর,
তবে ঐ ঘটে এসে দেখা দিবে ॥

(১৩)

ভাই মানুষ বিনে তিলেক বাঁচি না।
মানুষের মর্ম্ম জানে সেই রসিক জনা ॥

যেখানে মানুষের বসত রে,
সেই খানে কৈতব থাকে না।
আবার হঠাৎ কালে দেখা হ'লে,
হ'তে হয় মানুষের ফেণা॥
আপ্‌নি মানুষ হ'লে সেই মানুষের হয় ঠিকানা।
আবার সাত তবকের উপর মানুষ কচ্চে বেচা কেনা
সোণা চেনে সোণারবেনে, অন্ধতে কিছুই জানে না।
কাঙ্গাল ব্রজ বলে সব ছেড়ে মানুষ ভজ না॥

(১৪)

কি হ'বে আমার গতি মানুষ সারাৎসার।
দাঁড়িয়ে আছি ভবের কুলে না জানি সাঁতার॥
সে নদীর তুফান ভারি, হেরিয়ে আতঙ্গে মরি,
সেই খানে নাই কাণ্ডারী, কেমনে হ'ব পার।
সে নদীর নাই কুল কিনারা,
হেরে হ'লাম দিশে হারা,
খেয়া ত ভাব্‌লে হারা, জান্‌লাম তুমি কর্ণধার॥
আমি অতি ভ্রান্তমতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
এবার নিজগুণে ব্রজনাথে কর ভবপার॥

(১৫)

চেয়ে থাক স্বামীর চরণ পানে ভ্রান্তি ঘুচিবে।
দশ ইন্দ্রিয় ষড়রিপু আপ্‌না হ'তে সরল হ'বে॥
মায়াময় সংসারে এসে, মন তোমার লেগেছে দিশে,
বন্দী হ'লাম কর্ম্মফাসে,
স্বভাব গিয়ে স্বভাব পাবে॥

ভজন সাধন করে যারা, পূর্ব্ব স্বভাব ভ্রান্ত তারা,
এবার সাধন মানুষ ধরা, বর্ত্তমানে কায গুছা'বে ॥

(১৬)

প্রেম তো সামান্য নয় রে সে কি চাইলে মিলে।
সে প্রেম আপ্‌নি মিলে শুভাশুভ যোগ পে'লে ॥
সে যে স্বাতীর জল, নাই টলাটল,
স্থানে স্থানে পড়্‌লে ত্রিগুণ ধরে,
যেমন বাঁশে বংশলোচন, গজে গজমুক্তা হয় সৃজন,
কেন মেঘেরি জলে ॥
সে যে অবাঞ্ছিত ধন, বাঞ্ছে কোন্ জন,
মিছে বাঞ্ছা কল্লে কভু নাহি মিলে ॥
সে যে মিছে বাঞ্ছা করা, বামনে চাঁদ ধরা,
যদি দেয় ধরা আপ্‌নি মিলে ॥
সে প্রেম কোথা গেলে মিলে, কেহ নাহি বলে,
ও ভাই জীবের অসাধ্য সকলে বলে ॥
ও তার ভাবে থাক্‌তে হয়, সদা সর্ব্বদায়,
যদি দয়া হয় তাঁর কোন কালে ॥
নইলে দৌড়াদৌড়ি সার, তাঁরে পাওয়া ভার,
সারতত্ত্ব ব্রজ বলে ॥

(১৭)

মন ভেবেছ পা'ব স্বামীর চরণ।
ঐ দেখ ভেবে হদ্দ হলো মুনিগণ ॥
সেই চরণের লাগি, শঙ্কর হ'লেন যোগী,
ও যে সর্ব্বত্যাগী সেই চরণ কারণ।

হ'য়েছিলেন সেই ত্রিলোচন ॥
শুন মন তোমারে বলি, কুপথে যেও না চলি,
তোমায় আবার বলি, এখন মন হও রে চেতন।
সাধু গুরুর কর রে যতন, তবে মিলিবে রতন,
এবার গুরুপদে রতি মতি রাখ রে সর্ব্বক্ষণ ॥
গুরুগৌরব ধরম করম, ছাড় রে মন লজ্জা সরম,
তবে পা'বে সেই মানুষরতন ॥
এ যে ব্রজনাথের বাণী,
ফণীর মাথায় মণি,
কায়মনে ভক্তি কল্লে মিল্‌বে রে সে ধন ॥

(১৮)

ধন্য রে মানুষের সঙ্গ।
সহজ ভাবে এ কি বাদালে রঙ্গ ॥
অতি অপ্রকাশ, হ'লেন গৃহবাস,
স্বদেশে লইয়ে সঙ্গোপাল।
মানুষে মানুষে মিশায়ে মানুষ,
মানুষ রূপে যারে করিতেছ হুঁস,
সেই মানুষ এই মানুষ,
হয়ো না বেহুঁস, সহজ ভাব প্রেমতরঙ্গ ॥
এবার সকাতরে ব্রজ কয়,
ইহার বামাল না পাইয়ে হ'তেছি বিস্ময়,
কত জনার মনে কত উদয় হয়,
মধুর বাজিছে সেতার সারঙ্গ ॥

(১৯)

এখন চৈতন্য আছে, মন ভঙ্গ কর কারে।
ছাড় সব কুটী নাটী, পরমার্থে হও রে খাঁটি,
ধর সেই মানুষরতন কর্‌বে চেতন তোমারে॥
যাদের হ'য়ে ভাব নিত্য, সে সকলি অনিত্য,
আত্মতত্ত্ব পরতত্ত্ব ভ্রান্ত হইও না,
যে থাকে তত্ত্ব সন্ধানে তার বিপদ নাই এ সংসারে॥
পঞ্চভূতের রঙ্গ ধরিলে, ছয় জনে ছয় রঙ্গে খেলে,
তুমি ত তাদের মিশানে, খেল তিন গুণে,
দশ ইন্দ্রিয় তোমা বিনে, অন্য কারে নাহি জানে,
জেনে শুনে তাদের কেনে, অনিত্যে দাও যুক্ত করে॥

(২০)

ওহে মানুষরতন।
নদেতে আসি, হ'লে উদাসী,
মানুষ হ'য়ে কর মানুষ অন্বেষণ॥
সে ত সামান্য নয়, স্বতঃসিদ্ধ রূপাশ্রয়,
বুঝি সেই মানুষের লাগি কর মানুষ ভজন।
কোথায় তোমার ব্রজের রাখাল,
কৈ হে তোমার ধেনুর পাল, ওহে নন্দলাল,
তোমার মধুর বৃন্দাবন, হ'লে কি হে বিস্মরণ॥
কৈ তোমার সখা সখী, কৈ হে তোমার চন্দ্রমুখী,
কোথায় তোমার মা যশোদা বল এখন।
তুমি সেই বৃন্দাবনচন্দ্র, ওহে গৌরগোবিন্দ,
ব্রজনাথের ঘুচাও ভববন্ধন॥

(২১)

চোরের কেমন কেমন কেমন ধারা।
দায়মলে চোর পড়েছে ধরা ॥
যুগল করে করতালি, নেচে বেড়ায় গলি গলি,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধূলি,
চোরের উপর বাট্‌পাড়ি করা ॥
ভাল রাজা ভাল প্রজা, ভাল ভাল ভাল সাজা,
চিন্তাজ্বরে ভাজা ভাজা, হ'য়েছ ত ভাল সাজা,
সুবর্ণের পিঞ্জরে পুরী, রেখেছেন রাইকিশোরী,
তাইতে হ'ল হুকুম জারী,
আসমানের চোর গিল্‌টী করা ॥
সদর হ'তে এল ছুটে, এসেছে সব জেলা লুটে,
প্রতি জেলায় বেড়ায় খেটে,
নদে জেলায় খাটুনী সারা ॥
কোম্পানীর মাল করে চুরি, তাইতে হ'ল হুকুম জারী,
ধরা চূড়া নিয়েছে কেরে, দিয়েছে এক কোপ্‌নী ফেরে,
মাটীর একটা ভাণ্ড হাতে এমনি দুর্দ্দশা ॥
জিগির দেয় দরদি বলে, ভেসে যায় দুনয়ন জলে,
ইচ্ছা হয় হৃদ্‌কমলে রাখি চোর জিয়ন্তে মরা ॥
নাইক কথা গলায় কেঁথা, মরমে লেগেছে ব্যথা,
বল আর দাঁড়াব কোথা, শ্রীগলে বন্ধন করা ॥
খেপাচাঁদ কয় যেমন চুরি,
তেমনি চোরের সাজা ভারী,
কালিয়াকান্ত কড়য়াধারী,
কি করিব ভেবে হ'ল সারা ॥

(২২)

ক্ষেপীমাতা দয়া করি একবার চাও ফিরে।
আমি ভবভয়ে, কাতর হ'য়ে, ডাকি মা তোমারে॥
ওগো আমায় খাওড়ে ছেলে, বলে সকলে,
বল মা যাই কার কাছে আমার কে আছে এ ভূমণ্ডলে,
কিছু বুঝিতে নারি, কৈ'তে নারি, সদা মরি গুমুরে॥
তুমি সদা বিরাজ কর ভক্তের অন্তরে॥
মাতা যে তোমার নাম লয়,
আপদ খণ্ডে, বিপদ খণ্ডে, খণ্ডে যমদায়,
ও তার নাইকো ভয় এ ভবসংসারে॥
ব্রজ বলে অন্তিম কালে,
আমায় যেন না লয় কালে,
সে কালে শ্রীচরণ তরি দিয় অধমেরে॥

(২৩)

মানুষ খেলা অতি চমৎকার কি বাহার।
দশরথের পুত্র রাম মানুষ অবতার॥
এই মানুষের দয়াগুণে কাঠতরি স্বর্ণময়,
শ্রীরামের চরণ স্পর্শে পাষাণী মানুষ হয়,
সেই মানুষের নামাভাসে জীবের নিস্তার॥
দ্বাপরেতে মানুষ খেলা, করিলেন ব্রজলীলা,
কংসবধি দেবগণে করেন উদ্ধার॥
কলিতে গৌরাঙ্গ মানুষ, ইহাতে যার আছে হুঁষ,
সে জন হইবে মানুষ মানুষ মূলাধার॥
বিধি ছেড়ে কর ভজন, তবে পাবে মানুষরতন,

স্বামীচরণ সার করিলে ঘুচিবে যম অধিকার ॥
মানুষ হ'য়ে মানুষ ভজ মানুষ কর সার।
ও রে এই মানুষে করিবে ভবসিন্ধু পার ॥

(২৪)

আমি তাই ভাবি মনে মনে।
শমনের দায় এড়াই কেমনে ॥
ভবে শ্রীগুরু গোসাঞি, বিনে পাবার উপায় নাই,
এমন স্বরূপ জেনে প্রেম কল্লিনারে ভাই,
এবার শঠের সঙ্গে সঙ্গ করি রইলি ভববন্ধনে ॥
আমার অন্তরে ভাব নাই, বাহ্যভাব ধরে বেড়াই,
জগৎকে ভুলাতে পারি, ভুল্‌বে না নিতাই,
নিতাই জগৎ স্বামী অন্তর্যামী—
কৃপা করে মন জেনে।
ভবে আসা যাওয়া যমযাতনা,
আর ত সহে না প্রাণে ॥

(২৫)

নৌকা বাও মন মাঝি ভাই।
হেলা ক'র না বেলা নাই ॥
চরণ মাস্তুলে দাও বাদাম তুলে,
আমরা হাওয়া ধরে ভবপারে যাই।
গুরু নাম বোঝাই কর,
জপরে মন যতই পার,
ঠিক রাখ আপনার ঠাঁই ॥
তোমায় যেতে হ'বে উজান পথে,

তখন দিও দিনবন্ধুর দোহাই ॥
বেলা গেল ভবের হাটে,
সূর্য্যদেব বস্‌লো পাটে,
গুণারিরা বায় না বটে,
ঐ ভাবনা সর্ব্বদাই ॥
এবার কুবির বলে, অন্তিম কালে,
যেন শ্রীগুরুর চরণ পাই ॥

(২৬)

হরি কোন্ দেবতা, থাকেন কোথা,
জান্‌তে তাই ইচ্ছা করি।
হরির বরণ কেমন, গঠন কেমন,
কি বা রূপের মাধুরী ॥
তিনি কি নিরঞ্জন, কি নারায়ণ,
কি ব্রহ্মা কি ত্রিপুরারি।
হরির আহার বা কি, বিহার বা কি,
কোথায় ও তার ঘর বাড়ী ॥
তিনি নর কি পশু, কিম্বা শিশু,
আশুতোষ কি নামধারী।
তিনি সত্য, কি অসত্য,
তত্ত্বভাব বুঝ্‌তে নারি ॥
তিনি কালী তারা, ভয়ঙ্করা,
পরাৎপরা কি ঈশ্বরী।
তিনি শক্তি, কি মহাশক্তি,
যুক্তি উক্তি তাই করি ॥

তিনি রাধাকান্ত, কি আশান্ত,
কৃতান্ত দমনকারী।
তিনি চোর কি সাধু, পূর্ণ বিধু,
নিতাই কি গোউর হরি॥
তিনি কি যিশু, ইস্থ অষ্টবস্থ,
গৃহী কি বনচারী।
তিনি রাম কি রহিম, আল্লা করিম,
কোন্ রূপে অবতরি॥
কলিতে গুরু শিষ্য, ভাব প্রকাশ্য,
এইরূপে কি রূপ ধরি।
ব্রজ বলে ভ্রমে, ভব ক্রমে,
কোন্ নামে জীব যায় তরি॥

গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর।

—:o:—

শিষ্যের প্রশ্ন।	সংসারসাগরে কাহার শরণ লইব ?
গুরুর উত্তর।	পরমাত্মার পদার-বিন্দ রূপ দীর্ঘ তরণীর শরণ।
শিষ্য।	সংসারে বন্দী কে ?
গুরু।	যে বিষয়ানুরাগী।
শিষ্য।	সংসারে মুক্ত কে ?
গুরু।	যে বিষয়ে নিস্পৃহ।
শিষ্য।	কোন্ বস্তু ঘোর নরক স্বরূপ ?
গুরু।	আপনার দেহ।
শিষ্য।	স্বর্গের স্বরূপ কি ?
গুরু।	বিষয়বিরাগ।
শিষ্য।	কাহার প্রসাদে স্বর্গ লাভ হয় ?
গুরু।	অহিংসা।
শিষ্য।	কে সুখে নিদ্রা যায় ?
গুরু।	সমাধিমান্।
শিষ্য।	কে আনন্দে জাগরিত থাকে ?
গুরু।	সদসদ্বিবেকী।
শিষ্য।	শত্রু কাহারা ?
গুরু।	নিজের ইন্দ্রিয়গণ।
শিষ্য।	কোন্ সময়ে সেই ইন্দ্রিয়গণ মিত্র হয় ?
গুরু।	যখন তাহাদিগকে জয় করা যায়।

শিষ্যের প্রশ্ন।	সংসারে দরিদ্র কে ?
গুরুর উত্তর।	যাহার বাসনার শেষ নাই।
শিষ্য।	সংসারে শ্রীমান্ কে ?
গুরু।	যে সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্ত।
শিষ্য।	জীবন্মৃত কে ?
গুরু।	নিরুদ্যম।
শিষ্য।	অমৃত তুল্য সুখদায়ক কে ?
গুরু।	নিরাশা।
শিষ্য।	জীবের বন্ধন কি ?
গুরু।	মমতা।
শিষ্য।	মদিরার ন্যায় উন্মত্ত করে কে ?
গুরু।	নারী।
শিষ্য।	মহান্ধ কে ?
গুরু।	মদনাতুর।
শিষ্য।	মৃত্যু তুল্য কষ্টদায়ক কি ?
গুরু।	স্বীয় অপযশ।
শিষ্য।	গুরু কে ?
গুরু।	যিনি হিতোপদেষ্টা।
শিষ্য।	শিষ্য কে ?
গুরু।	যে গুরুভক্ত।
শিষ্য।	ভীষণ রোগ কি ?
গুরু।	সংসার।
শিষ্য।	সংসাররোগের ঔষধ কি ?
গুরু।	আত্মতত্ত্ববিচার।

শিষ্যের প্রশ্ন। কোন্ অলঙ্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?
গুরুর উত্তর। শীলতা।
শিষ্য। পরম তীর্থ কি ?
গুরু। বিশুদ্ধ মন।
শিষ্য। কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাজ্য ?
গুরু। কনক ও কান্তা।
শিষ্য। সর্ব্বদা কি পালনীয় ?
গুরু। গুরুবাক্য ও বেদবাক্য।
শিষ্য। ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ কি ?
গুরু। সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়দমন, সদসদ্বিচার ও সন্তোষ।
শিষ্য। সাধু কে ?
গুরু। যিনি বিষয়বিরাগী।
শিষ্য। মোহশূন্য কে ?
গুরু। আত্মতত্ত্বজ্ঞ।
শিষ্য। মনুষ্যের জ্বর কি ?
গুরু। চিন্তা।
শিষ্য। মূর্খ কে ?
গুরু। যে সদ্বিবেচনাশূন্য।
শিষ্য। সর্ব্বদা কি করা উচিত ?
গুরু। আত্মজ্ঞানলাভার্থে ঈশ্বরের ধ্যান।
শিষ্য। সার্থক জীবন কাহাকে কহে ?
গুরু। দোষশূন্য জীবন।
শিষ্য। প্রকৃত বিদ্যা কি ?
গুরু। যা'তে ব্রহ্মগতি প্রদান করে।

শিষ্যের প্রশ্ন।	মুক্তির কারণ কি?
গুরুর উত্তর।	আত্মজ্ঞান।
শিষ্য।	কে জগৎ জয়ী?
গুরু।	যে মনোজয়ী।
শিষ্য।	মহাশূর কে?
গুরু।	যে মনোজ বাণে ব্যথিত নহে।
শিষ্য।	কোন্ ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ও ধীর?
গুরু।	ললনাকটাক্ষে যে বশীভূত নহে।
শিষ্য।	বিষ অপেক্ষা মহাবিষ কি?
গুরু।	বিষয়।
শিষ্য।	নিত্যদুঃখী কে?
গুরু।	বিষয়ানুরাগী।
শিষ্য।	সংসারে ধন্য কে?
গুরু।	যে পরোপকারী।
শিষ্য।	পূজনীয় কে?
গুরু।	যে আত্মতত্ত্বনিষ্ঠ।
শিষ্য।	বিজ্ঞ হ'তে মহাবিজ্ঞ কে?
গুরু।	যে রমণী পিশাচী কর্ত্তৃক আবদ্ধ নহে।
শিষ্য।	জীবের নিগূঢ় বন্ধন কি?
গুরু।	নারী।
শিষ্য।	কোন্ ব্রত অবলম্বনীয়?
গুরু।	অদীনতা।
শিষ্য।	দুস্ত্যজ্য কি?
গুরু।	দুরাশা।

শিষ্যের প্রশ্ন।	কে পশুতুল্য ?
গুরুর উত্তর।	যে বিদ্যাহীন।
শিষ্য।	কাহাদের সঙ্গ পরিত্যাজ্য ?
গুরু।	মূর্খ, পাপী, খল ও নীচ।
শিষ্য।	মুমুক্ষুরা কি করিবে ?
গুরু।	সাধুসঙ্গ এবং ঈশ্বরে ভক্তি।
শিষ্য।	লঘুত্বের কারণ কি ?
গুরু।	যাচ্ঞা।
শিষ্য।	গুরুত্বের মূল কি ?
গুরু।	অযাচ্ঞা।
শিষ্য।	প্রকৃত জাত কে ?
গুরু।	যাহার পুনর্জন্ম নাই।
শিষ্য।	প্রকৃত মৃত কে ?
গুরু।	যে পুনর্ব্বার না মরে।
শিষ্য।	বোবা কে ?
গুরু।	যে সময়ে উচিত কথা না বলে।
শিষ্য।	বধির কে ?
গুরু।	যে হিত কথা না শুনে।
শিষ্য।	কে অবিশ্বাসের পাত্র ?
গুরু।	নারী।
শিষ্য।	মুখ্যতত্ত্ব কি ?
গুরু।	আত্মতত্ত্ব।
শিষ্য।	উত্তম বস্তু কি ?
গুরু।	সদাচার অপেক্ষা আর উত্তম বস্তু নাই

শিষ্যের প্রশ্ন।	শত্রু হইতে মহাশত্রু কে ?
গুরুর উত্তর।	কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, লোভ ও তৃষ্ণা।
শিষ্য।	দুঃখের কারণ কি ?
গুরু।	মমতা।
শিষ্য।	সুখের ভূষণ কি ?
গুরু।	বিদ্যা ও সত্য।
শষ্যি।	কি ত্যাগ করিলে প্রকৃত সুখহয় ?
গুরু।	স্ত্রী।
শিষ্য।	জগতে কি কি দুর্লভ ?
গুরু।	সদ্‌গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মজ্ঞান।
শিষ্য।	সকল অপেক্ষা দুর্জ্জয় কে ?
গুরু।	কাম।
শিষ্য।	পশু অপেক্ষা অধম কে ?
গুরু।	যে ধর্ম্মাচরণে বিমুখ।
শিষ্য।	কোন্ বিষ আশু সুধার ন্যায় বোধ হয় ?
গুরু।	রমণীরূপ বিষ।
শিষ্য।	বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল কি ?
গুরু।	ধন, যৌবন ও আয়ু।
শিষ্য।	কণ্ঠাগত প্রাণ হইলে কি করিবে ?
গুরু।	কামনা ত্যাগ ও ঈশ্বর চিন্তা।
শিষ্য।	কোন্ কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতিকর ?
গুরু।	সংসারে অনাস্থা।
শিষ্য।	দিবানিশি কি চিন্তা করিবে ?
গুরু।	সংসার মিথ্যা আত্মতত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা চিন্তনীয়।

অথ ভুততত্ত্ব ও জাবতত্ত্ব।

শিষ্যের প্রশ্ন।	পঞ্চভূত কাহার নাম ?
গুরুর উত্তর।	ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।
শিষ্য।	ইন্দ্রিয় কয় প্রকার ?
গুরু।	একাদশ প্রকার।
শিষ্য।	কি কি ?
গুরু।	কর্ম্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ ও মন।
শিষ্য।	কর্ম্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চ কি কি ?
গুরু।	কর, চরণ, শিশ্ন, গুহ্য ও মুখ।
শিষ্য।	জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কি কি ?
গুরু।	নেত্র, শ্রুতি, নাসা, রসনা, ত্বক্।
শিষ্য।	পঞ্চভূতাত্মা কার বশীভূত ?
গুরু।	ষড়রিপুর।
শিষ্য।	ষড়রিপু কি কি ?
গুরু।	কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য
শিষ্য।	রিপুর কার্য্য কি ?
গুরু।	ইন্দ্রিয়গণকে চৈতন্য দান।
শিষ্য।	ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কি ?
গুরু।	জীবের তত্ত্ব।
শিষ্য।	জীব কে ?
গুরু।	আমি।
শিষ্য।	তুমি কি প্রকার জীব ?
গুরু।	তটস্থ জীব।

শিষ্যের প্রশ্ন। তোমার স্থিতি কোথায়?
গুরুর উত্তর। ভাণ্ডে।
শিষ্য। ভাণ্ডের সৃষ্টি কিরূপে হয়?
গুরু। রিপুষ্টক একাদশ ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা ও জ্ঞান হইতে।
শিষ্য। জীব কয় প্রকার?
গুরু। পঞ্চবিধ।
শিষ্য। কি কি?
গুরু। স্থূল, সূক্ষ্ম, তটস্থ, বদ্ধ ও মুক্ত।
শিষ্য। স্থূলজীব কাহার নাম?
গুরু। রজো বীর্য্য সংযোগে স্থূলাকৃতি।
শিষ্য। সূক্ষ্ম জীব কাহার নাম?
গুরু। শ্রীকৃষ্ণের দাস।
শিষ্য। তটস্থ জীব কাহার নাম?
গুরু। দশেন্দ্রিয়বান্ অর্থাৎ জীবকেই তটস্থ জীব কহে।
শিষ্য। বদ্ধ জীব কে?
গুরু। যে পরিবার-রূপ পাশে বন্দী।
শিষ্য। মুক্ত জীব কে?
গুরু। যে শ্রীগুরুদেবের দাস।
শিষ্য। গুরু কে?
গুরু। যিনি চৈতন্য দেন।
শিষ্য। জীবাত্মার স্থিতি কোথায়?
গুরু। শিরে।

শিষ্যের প্রশ্ন।	কিরূপ আসনে থাকেন ?
গুরুর উত্তর।	শ্বেত আসনে।
শিষ্য।	জীবের কার্য্য কি ?
গুরু।	পরমাত্মার চিন্তন।
শিষ্য।	পরমাত্মার স্থিতি কোথায় ?
গুরু।	শূন্যে।
শিষ্য।	কি ভাবে অবস্থিতি করেন ?
গুরু।	সুনিতাবৃত ভাবে।
শিষ্য।	কার্য্য কি ?
গুরু।	জীবাত্মা হরণ।
শিষ্য।	তাহাতে কি হয় ?
গুরু।	পরমানন্দ হয় ও জন্মে।
শিষ্য।	সে আনন্দের ফল কি ?
গুরু।	পরমেষ্ঠি আত্মার স্বরূপ লাভ হয়।
শিষ্য।	স্বরূপ প্রাপ্তির পরিণাম কি ?
গুরু।	রূপের সহিত অভেদ আত্মা।
শিষ্য।	অভেদ কাহার নাম ?
গুরু।	একাত্মতা।
শিষ্য।	পরমেষ্ঠি আত্মার স্থিতি কোথায় ?
গুরু।	মজ্জায়।
শিষ্য।	তাঁহার আসন কিরূপ ?
গুরু।	সহস্রদল পদ্ম।
শিষ্য।	কি ভাবে অবস্থিতি ?
গুরু।	সদানন্দ।

শিষ্যের প্রশ্ন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান কিরূপ?

গুরুর উত্তর। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সচ্চিদানন্দ তাঁহাকেই নিত্যচৈতন্য বলা যায়।

শিষ্য। নিত্যচৈতন্য কাহার নাম?

গুরু। যিনি সদা চৈতন্যযুক্ত, অচৈতন্য রহিত।

শিষ্য। তাঁহার অপর কোন নাম আছে?

গুরু। শ্রীশ্রীগুরু।

শিষ্য। কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যায়?

গুরু। স্বরূপ জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা।

অথ প্রাণতত্ত্ব।

শিষ্য। প্রাণ কয় প্রকার?

গুরু। পাঁচ প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। সমান, প্রাণ, অপান, উদান ও ব্যান

শিষ্য। প্রাণের স্থিতি কোথায়?

গুরু। হৃদ্‌কমলে।

শিষ্য। অপান কোথায় থাকে?

গুরু। গুহ্যে।

শিষ্য। সমানের স্থিতি কোথায়?

গুরু। নাভিদেশে।

শিষ্য। উদান কোথায় থাকে?

গুরু। কণ্ঠে।

শিষ্যের প্রশ্ন। ব্যানের স্থিতি কোথায় ?
গুরুর উত্তর। সর্ব্বাঙ্গে।

পঞ্চভূততত্ত্ব।

শিষ্য। পঞ্চভূত কি কি ?
গুরু। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ।
শিষ্য। ইহাদের গুণ কি ?
গুরু। ক্ষিতির গুণ গন্ধ, অপের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, আকাশের গুণ শব্দ।
শিষ্য। পঞ্চভূতের বর্ণ কিরূপ ?
গুরু। ক্ষিতির বর্ণ শ্বেত, অপের বর্ণ ঈষৎ গৌর, তেজের বর্ণ রক্ত, বায়ুর বর্ণ শ্যাম, আকাশের বর্ণ ধূম।
শিষ্য। পঞ্চভূতের স্থিতি কোথায় ?
গুরু। ক্ষিতির স্থিতি নাসিকায়, অপের স্থিতি রসনায়, তেজের স্থিতি নেত্রে, বায়ুর স্থিতি ত্বকে ও আকাশের স্থিতি কর্ণে।
শিষ্য। এই পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞান হইলে কি হয় ?
গুরু। জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

ইন্দ্রিয়তত্ত্ব।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কিরূপে হয় ?
গুরু। তামস অহঙ্কার হইতে।

শিষ্যের প্রশ্ন। অহঙ্কার কয় প্রকার?

গুরুর উত্তর। তিন প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার।

শিষ্য। কাহা হইতে অহঙ্কার উৎপত্তি?

গুরু। মহত্তত্ত্ব হইতে।

শিষ্য। মহত্তত্ত্ব উৎপাদক কে?

গুরু। প্রকৃতি ও পুরুষ।

লোকতত্ত্ব।

শিষ্য। স্বর্গলোক কয় প্রকার?

গুরু। সপ্তবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। ভূলোক, ভবলোক, তপোলোক, সত্যলোক, জনলোক, সর্লোক মহর্লোক।

শিষ্য। পাতাল কয় প্রকার?

গুরু। সপ্তবিধ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল।

শিষ্য। এই চতুর্দ্দশ লোকের ঊর্দ্ধে কি আছে?

গুরু। বৈকুণ্ঠলোক।

শিষ্য। তথায় কে আছে?

গুরু। নারায়ণ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী।

শিষ্যের প্রশ্ন। তাহার নিম্নে কি আছে?
গুরুর উত্তর। ব্রহ্মাণ্ড।
শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা কে?
গুরু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।
শিষ্য। ইহাঁদের কর্ত্তা কে?
গুরু। মহাবিষ্ণু।
শিষ্য। মহাবিষ্ণু হইতে কি হয়?
গুরু। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হয়।
শিষ্য। তাহার প্রমাণ কি?
গুরু। যঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ড ধারো মহাবিষ্ণু স হি স্মৃতঃ
শিষ্য। মহাবিষ্ণুর উৎপত্তি কিরূপে হয়?
গুরু। গোলোকনাথ হইতে।
শিষ্য। তিনি কে?
গুরু। স্বয়ং ভগবান্।
শিষ্য। তাঁহার বিলাস কোথায়?
গুরু। নিত্য বৃন্দাবনে।
শিষ্য। নিত্য বৃন্দাবন কোথায়?
গুরু। তদ্যথা ব্রহ্মাণ্ডোপরি বৈকুণ্ঠস্তদূর্দ্ধে গোলোক স্মৃতং। তদূর্দ্ধে রাজতে ভদ্র নিত্য বৃন্দাবন শুভং।
শিষ্য। তথায় কি হয়?
গুরু। নিত্য রাস হয়।
শিষ্য। কাহার সহিত?
গুরু। মূল প্রকৃতির সহিত।

শিষ্যের প্রশ্ন। মূল প্রকৃতি কে?

গুরুর উত্তর। শ্রীমতী রাধা এই যুগল মূর্ত্তির শ্রীচরণ আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। কিরূপে আরাধনা করিতে হয়?

গুরু। দুই প্রকার।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। বিধিমার্গে ও রাগানুগামার্গে।

শিষ্য। বিধিমার্গে কি মন্ত্রে আরাধনা করিবে?

গুরু। মূলমন্ত্র, কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারায়।

শিষ্য। কামবীজ কি?

গুরু। ক্লীঁ।

শিষ্য। কামগায়ত্রী কি?

গুরু। কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

শিষ্য। গুরুদেব! রাধাকৃষ্ণের পদসেবার কথা কহিলেন, সেই পদে কিরূপ চিহ্ন আছে, কিরূপ চিহ্নই বা ধ্যান করিতে হয়?

গুরুর উত্তর। কর শিষ্য রাধাশ্যাম পদচিহ্ন ধ্যান।

বন্দন অর্চ্চন কর ওহে মতিমান্॥
মহালক্ষ্মী সুসেবিত চরণকমল।
তাঁহার স্মরণে নাশ হয় অমঙ্গল॥
শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ-পদে ধ্বজ আর ছত্র।
কমল অঙ্কুশ বজ্র যবচিহ্ন যত্র॥
স্বস্তিক ও উর্দ্ধরেখা অষ্টবক্র কোণ।
কাম্যবনে হেরি হরে গোপিকার মন॥

শ্রীগোবিন্দ বামপদে অদ্ভুত লক্ষণ।
ইন্দ্র-ধনু অৰ্দ্ধচন্দ্র কলস ত্রিকোণ॥
শঙ্খ পদ্ম ও গোষ্পদ আর জম্বুফল।
সফরী মৎস্যের চিহ্ন আছে অবিকল॥
এই ঊনবিংশ চিহ্ন রাধানাথ পদে।
গোপীগণ ভাবে সুখে ধরি স্বীয় হৃদে॥
শ্রীরাধার বামপদে চিহ্ন মনোহর।
যবচক্র ঊর্দ্ধরেখা ধ্বজ পদ্মবর॥
অঙ্কুশ কুসুম আর ছত্র সুশোভন।
ধনুর্জ্যা বলয় লতা শ্রীকৃষ্ণমোহন॥
এবে শুন সাবধানে দক্ষিণপদ চিহ্ন।
মীন রথ পর্ব্বত ও শক্তি ইহা ভিন্ন॥
আছয়ে যে গদা পদ্ম বেদী ও কুণ্ডল।
এই ঊনবিংশ চিহ্ন চরণকমল॥
যুগ যুগ পদচিহ্ন ভক্তিসহকারে।
মুদ্রাঙ্কিত করিবে ভক্ত আপন শরীরে॥
আর নিত্য পূজিবে সেই পদ-চিহ্ন মুদ্রা।
দর্শনে অনন্ত ফল যায় মোহ নিদ্রা॥
ইহার প্রসাদে জন্মে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।
কহিলাম বৈধিভক্তি শুন মতিমান্॥

শিষ্যের পুনঃ প্রশ্ন। এইরূপ সাধনে কি ফল হয়?

গুরু। অন্তিমে মুক্তি লাভ হয়।

শিষ্য। মুক্তি লাভের অর্থ কি?

গুরু। জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া ঈশ্বরে লীন হয়।

শিষ্যের প্রশ্ন। এখন বলুন রাগানুগা ভক্তি কি ?

গুরুর উত্তর। প্রেমভক্তি।

শিষ্য। প্রেমভক্তি কি রূপে সাধিত হয় ?

গুরু। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজ্য করি গোপীর অনুগা হওয়া

শিষ্য। তাহা বিস্তার করিয়া বলুন ?

গুরু। সকলের সার রস, আদিম শৃঙ্গার রস,
যাহা হইতে হইল বিস্তার।
সে রাধার পদধূলি, শিরে করি কুতূহলী,
কোটি কোটি করি নমস্কার ॥

বৃন্দাবনে দুই জনে করেন রমণ।
তাহার অনুগা গোপী নিত্যপ্রিয়া হন ॥
দোঁহার সে এক মন ভিন্ন নাহি হয়।
দুই রূপ এক আত্মা শাস্ত্রে নিরূপয় ॥
সর্ব্বদা একত্র বাস একত্র ভোজন।
উভয়ের এক আত্মা হয় এক মন ॥
যথা রাধা তথা কৃষ্ণ অপূর্ব্ব মূরতি।
সে রূপ বর্ণনা করে কাহার শকতি ॥
নবীন নীরদ সম অপূর্ব্ব সে রূপ।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠাম গভীর নাভিকূপ ॥
চপলা জিনিয়া যার সুপীত বসন।
ময়ূর চন্দ্রমা সম মুকুট ধারণ ॥
নীল পদ্ম জিনি হয় বঙ্কিম নয়ন।
বৈজয়ন্তী মালা গলে করেন ধারণ ॥
ঈষৎ সুনীলবর্ণ মনোরম কেশ।
নাগরীর মনোলোভা আশ্চর্য্য সুবেশ ॥

গণ্ডেতে কুণ্ডল তার করে ঝলমল।
মণিহার দ্যুতিমান্ পীন বক্ষঃস্থল॥
রুচিরোষ্ঠ পুটেন্যস্ত মধুর বংশীধ্বনি।
গোপিকার চিত্তমন হরেন আপনি॥
কাঁচুলী কটিতে যার যেন তারাগণ।
স্বর্ণমণিময় কটি কিঙ্কিণী ধারণ॥
নূপুরের রুণুধ্বনি চরণেতে বাজে।
ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ রেখা পদতলে রাজে॥
নখকোণে পূর্ণচন্দ্র উদিত যেমন।
সুকোমল পদতল লাক্ষার বরণ॥
বৈদিঙ্গিনী ব্রজবধূ হয় মনোলোভা।
খণ্ডিতায় চিত্ত হরে সে অপূর্ব্ব শোভা॥

হেম কুম্ভসম রাই, ত্রিভুবনে হেন নাই,
রূপের ছটাতে যার ভুবন প্রকাশে।
ললিতাদি সখীগণ, যার পদে দিয়া মন,
আপন আপন সেবা করে চারিপাশে॥

রাধিকার সখী হয় অসংখ্য গণন।
যূথ যূথ ভিন্ন হয় কে করে গণন॥
প্রধান তাহার মধ্যে অষ্ট সখী হয়।
শ্রীমতীর প্রিয়কার্য্যে রত সদা রয়॥
ললিতা বিশাখা সখী আর সখী চিত্রা।
চম্পলতা রঙ্গদেবী সুদেবী সুচিত্রা॥
ইন্দুরেখা তুঙ্গবিদ্যা এই অষ্ট হয়।
অষ্টসখী অনুচরী গোপী অন্য হয়॥

প্রেমভক্তি যোগে সেবা করে অনুক্ষণ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী গোপীগণ॥
মঞ্জুলালী লবঙ্গ মঞ্জরী কস্তুরিকা।
শ্রীরাস মঞ্জরী হয় প্রেমের ভাবুকা॥
প্রেমভক্তিময়ী রাধা প্রধান প্রধান।
রসময় রসরূপা রসের নিধান॥
তাহার মহিমা কত নিরূপণ নয়।
অতএব বৃন্দাবনে প্রেমভক্তি হয়॥

সে কারণে শুন ভাই, দোঁহা বিনা গতি নাই,
ভজ দুই জনে সর্ব্বক্ষণ।
বিধিপথ পরিত্যজ, রাগানুগা হয়ে ভজ,
রাগ নইলে মিলে না সে ধন॥
বৈধ কর্ম্ম যাহা করে, পুণ্যচয় সদা করে,
পুণ্যে হয় সুখের উদয়।
সে সুখ অতি তুচ্ছ হয়, কোনই কাজের নয়,
সোনার শৃঙ্খল যেন হয়॥

সে যুগল রূপ ভাই পুণ্যে নাহি মিলে।
প্রথম সোপান তাহা জানে ভক্তকুলে॥
কেবল করেন যিনি পুণ্য আচরণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে পুনঃ পুনঃ করয়ে গমন॥
অতএব শুন ভাই সাধন প্রকার।
অনায়াসে হয় যাতে প্রেমের সঞ্চার॥
প্রথম সাধন হয় সাধুসঙ্গ সার।
তাহাতে হৃদয়ে হয় ভক্তির সঞ্চার॥

শ্রদ্ধা বাড়ে ভক্তিরসে করয়ে ভজন।
ভজিতে ভজিতে নিত্য ডুবে তার মন॥
তখন ছাড়িয়া পড়ে কর্ম্ম সমুদয়।
নিষ্কাম ভজনে বিধি দূরেতে পলায়॥
প্রথমে নবধা ভক্তি শাস্ত্রের লিখন।
শ্রবণ কীর্ত্তন আর সে রূপ স্মরণ॥
চরণের করে সেবা রাধাকৃষ্ণার্চ্চণ।
যুগল চরণে সেবা করয়ে বন্দন॥
দাস্যভাবে সখ্যভাবে সদা ভাব তারে।
সেই রূপে সমর্পণ কর আপনারে॥
নবধা সাধন ভক্তি এই রূপ হয়।
করিতে করিতে হয় প্রেমের উদয়॥
প্রথমে সাধন ভক্তিভাবে ভজ তারে।
অভিমান অহঙ্কার ত্যজিয়া অন্তরে॥
ভক্তিতে ভজিতে স্বামী কৃপা তবে হয়।
কৃপা হৈলে সিদ্ধা ভক্তি আসি উপজয়॥
যে জন যুগল রূপে একান্ত ভাবেতে।
বাসনা ত্যজিয়া ভজে সুদৃঢ় রূপেতে॥
সে জনের সিদ্ধাভক্তি হইবে নিশ্চয়।
ভক্তের অধীন স্বামী ভক্তবশ্য হয়॥
সিদ্ধা ভক্তিরস মনে উঠয়ে কল্লোল।
দেহে গৃহে ধনে জনে মতি হয় ভুল॥
কেবল যুগল রূপ মনে সদা জাগে।
কখন প্রেমেতে কাঁদে প্রেমভক্তি মাগে॥

নাহি কহে অন্য কথা মন ডুবে তায়।
যুগল মূরতিময় দেখে সমুদয়॥
রাধারূপ কৃষ্ণরূপ ভিন্ন নাহি আর।
সে রূপ সমুদ্রে ভাসে না পায় সাঁতার॥
প্রেমানন্দে মগ্ন সদা অন্য নাহি ভান।
যুগল রূপেতে মন রহে বিদ্যমান॥
সর্ব্বক্ষণ প্রেমানন্দ করে মনে ভোগ।
ক্ষণমাত্র লক্ষ্য নাহি করে রোগ শোক॥
মনের ভজন বৃত্তি রূপে ডুবে যায়।
প্রেমময় হয় সদা অন্য না জানয়॥
বাহ্য অন্তরের ভান নাহি তার রয়।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ কৃপাতে প্রেমানন্দ হয়॥
প্রেমের উথলে ঢেউ মন তাতে ভাসে।
সমুদ্র উথলে যেন চন্দ্রের বিকাশে॥
সার্ষ্টি সালোক্য সামীপ্য সাযুজ্য এ মুক্তি
মুক্তি তুচ্ছ করি ভক্তে করে প্রেম ভক্তি॥
সাধনের সার প্রেম ভক্তি মূলাধার।
প্রেমভক্তি স্বামী প্রাপ্ত জান সারোদ্ধার॥
স্বামী জ্ঞানে প্রেমভক্তি মানুষ ভজন।
অনায়াসে প্রাপ্ত সেই যুগল চরণ॥
গুরু-শিষ্য প্রশ্নোত্তরে এই আত্মতত্ত্ব।
বৈধিভক্তি বস্তুতত্ত্ব আর রাগতত্ত্ব॥
সাধনের সার কথা শুনহ ভকত।
পয়ার প্রভৃতি ছন্দে কহে ব্রজনাথ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

বেদে যাঁহাকে "অদ্বৈত ব্রহ্ম" বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণচৈতন্যের বিগ্রহকান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহেন; আর সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মা অন্তর্যামী পুরুষ বলিয়া যিনি বর্ণিত হইয়াছেন, সেই পুরুষ কৃষ্ণচৈতন্যের অংশবিভবমাত্র। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য। এই জগতে কৃষ্ণচৈতন্য ব্যতিরেকে পরম তত্ত্ব আর কিছুই নাই।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

আমি মন্দমতি ও গতিশক্তি হীন, যাঁহারা ঈদৃশাবস্থ আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব, সেই রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে
অষ্টম শ্লোকঃ।

বর্ণাশ্রমচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং॥

স্বীয় বর্ণোক্ত আচারসমূহের অনুষ্ঠানপর হইলেই পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে সমর্থ হন, যে হেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত আচারের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন পথই বিষ্ণুর সন্তোষদায়ক নহে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশতি
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥

হে কৌন্তেয়! তুমি স্বভাবতঃ বা শাস্ত্রতঃ যাহা কিছু কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তৎসমস্তই যাহাতে আমাতে অর্পিত হয়, এরূপ কর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ
শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন, হে উদ্ধব! আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্মে গুণ দোষ জানিয়া যে আমাকে ভজনা করে, সেও সত্তম।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষষ্ঠষষ্টি
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রিয়, এই জন্য তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি যে, মদ্ভক্তি দ্বারাই সমস্ত হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসে তুমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র

আমার শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্তি প্রদান করিব, শোক করিও না।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক এবং অপ্রাপ্ত বস্তুরও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহার রাগদ্বেষাদি না থাকায় তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া সর্ব্ব-ভূতে মদ্বিষয়ক ধ্যানরূপ পরম ভক্তি লাভ করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তৃতীয়
শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনং।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতা শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং॥

যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানবিষয়ে অত্যল্প প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থান করিয়া সাধুজন কর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত তদীয় বার্ত্তা, যাহা সাধুসন্নিধানমাত্রে স্বতই শ্রুতিবিবরে প্রবেশ লাভ করে, কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা যদিও অন্য কোন কর্ম্মানুষ্ঠান না করুক, তথাপি আপনি ত্রিলোক মধ্যে অন্যান্য সকলের অজিত হই-

য়াও তাহাদিগের কর্ত্তৃক জিত হন অর্থাৎ আপনি অন্যের নিকট দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহারা আপনাকে পাইয়া থাকে।

তথাহি পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃত
রামানন্দরায়কৃত শ্লোকঃ।

নানোপচারকৃতপূজনমাত্মবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠাপিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

যেমন যতক্ষণ ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, ততক্ষণ ভক্ষ্য ও পেয় সুখকর হয়; সেইরূপ ভক্তহৃদয় নানা উপচার দ্বারা আত্মার বন্ধুর (ভগবানের) পূজা করিয়াও সুখী হয় না। কেবল একমাত্র প্রেম দ্বারাই আত্মবন্ধুর (ভগবানের) পূজা করিয়া সুখবিগলিত হইয়া থাকে।

তথাহি পদ্যাবল্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃত তস্যৈব শ্লোকঃ।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

যদি কোন রূপে কৃষ্ণভক্তিরসাভিষিক্ত মতি ক্রয় করিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তৎক্রয়ের উপযুক্ত মূল্য কি? কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জই কি তাহার উপযুক্ত মূল্য? না, তাহা নহে কৃষ্ণের প্রতি একান্ত লালসাই সেই মতি ক্রয় করিবার একমাত্র উপযুক্ত মূল্য।

তথাহি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ
শ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনং।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥

দুর্ব্বাসা মুনি মহারাজ অম্বরীষকে বলিতেছেন, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই পুরুষ নির্ম্মল হয় তীর্থপদ সেই ভগবানের দাসদিগের কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট থাকে ?

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তৌ।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতং॥

হে নাথ! কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর হইয়া সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে তোমা দ্বারা সনাথ জীবনকে আনন্দিত করিতে সমর্থ হইব।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশম
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

হে রাজন্! যে ভগবান্ হরি জ্ঞানিজনের পক্ষে স্বয়ং প্রকাশ পরম সুখস্বরূপ, ভক্তজনের আত্মপ্রদ পরম দেবতা এবং মায়াশ্রিতজনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহার সহিত গোপবালকগণ যখন ঐরূপে বিহার করিতে লাগিল, তখন অবশ্যই বোধ হইবে, ঐ সকল বালকের পুঞ্জ

পুঞ্জ পুণ্য ছিল, তাহাতেই তাহারা ভগবানের সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে পাইয়াছিল।

ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁহার অনুভবমাত্র করেন, ভক্তজন অতি গৌরবে যাঁহার আরাধনা করেন, ব্রজবালকগণ যে তাঁহার সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে লাগিল, ইহা তাহাদের অভুতপুর্ব্ব ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে
ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং।
নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! নন্দ এমন কি মহোদয় শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছিলেন? আর ভগবান্ হরি যাঁহার স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, সেই মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন?

তত্রৈব নবমাধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! ভগবানের প্রসন্নতা অপর ভক্তগণও প্রাপ্ত হয় সত্য বটে, কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা লাভ করিলেন, তাহা ব্রহ্মা পুত্র

হইলেও, কি ভব আত্মা হইলেও কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী ভার্য্যা হইলেও কাহারও কখনও তাদৃশ প্রসাদ জন্মে নাই।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে
ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং॥

উদ্ধব কহিলেন, আহা! গোপীগণের প্রতি ভগবানের অতীব আশ্চর্য্যজনক প্রসন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। কারণ রাসোৎসবে ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে যাঁহারা আপনাদিগের মনোরথের অন্তিম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলার প্রতিও তাদৃশ অনুকম্পা হয় নাই। যে সকল স্বর্গাঙ্গনার অঙ্গের সৌরভ পদ্মসদৃশ এবং মনোহর কান্তি তাহাদের প্রতিও তাহা হয় নাই। অন্য রমণীগণের কথা কি বলিব, তাহারা ত দূরে নিরস্ত আছে?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! তাহাদিগের (গোপীগণের) বিলাপ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ শৌরিও বনমালায় বিভূষিত হইয়া

সস্মিতবদনে তাঁহাদের সমক্ষে এরূপে আবির্ভূত হইলেন যে, দেখিবামাত্র বোধ হইল ইনি জগন্মনমোহন কামদেবের মনোজ কামেরও মোহোৎপাদন করিলেন।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসেন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব লহর্য্যাং দ্বাবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিনোক্তং।

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥

ঐ রতি যথাক্রমে পর পর স্বাদু ও বিশেষ উল্লাসময়ী হইলেও ব্যক্তিবিশেষের বাসনামাত্রেই অনির্ব্বচনীয় স্বাদু হইয়া থাকে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে একত্রিংশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

ভগবান্ গোপীদিগকে বলিলেন, আমার প্রতি ভক্তিই ভূতগণের অমৃতের নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদিগের যে স্নেহ আছে ইহা অতি মঙ্গলের বিষয়, যে হেতু তাহা আমারই প্রাপক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে এক-বিংশতি শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভগবান্ গোপীদিগকে বলিতেছেন—

হে সুন্দরীবৃন্দ! তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য, তোমাদের প্রতি আমি চিরকালেও স্বীয় সাধুকার্য্য করিতে সমর্থ হইব না; তোমরা দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ।

কিন্তু আমার মন অনেকের প্রতি প্রেমাবদ্ধ হওয়ায় এক-নিষ্ঠ হয় নাই। অতএব তোমাদেরই সাধুকৃত্য দ্বারা তোমা-দের কৃত সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল অর্থাৎ তোমাদের শীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারি-লাম না।

তথাহি তত্রৈব রাসে ত্রয়ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন, হে মহারাজ! স্বর্ণময় মণি সকলের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি যেমন সাতিশয় শোভা পায়, তদ্রূপ সেই সমুদয় সুবর্ণবর্ণা সুন্দরী গোপীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া আলিঙ্গিতা অবলাগণ দ্বারা ভগবান্ দেবকীনন্দন অতি-শয় শোভমান হইলেন।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে
একচত্বারিংশধ্বৃত পদ্মপুরাণং।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

যেমন শ্রীরাধা বিষ্ণুর প্রেয়সী তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও প্রিয়তম, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রেয়সীগণ মধ্যে ঐ শ্রীরাধা অত্যন্ত বল্লভারূপে পরিগণিতা হইয়াছেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্বিংশতি
শ্লোকে শ্রীরাধিকামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ গোপিকাবচনং।
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

কোন গোপী রাধিকাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—যাহা হউক, সেই রমণী নিশ্চয় ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিল, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে তাহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করেন।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়স্বর্গে
দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং।
কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণকে সংসার-বাসনায় আবদ্ধ রাখিবার শৃঙ্খল স্বরূপ হইলেন। কংসারি শ্রীকৃষ্ণও রাধাগতচিত্ত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিলেন।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রয়শ্চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অহেরিব গতি প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥

সর্পগতির ন্যায় প্রেমগতিও স্বভাবতঃ কুটিল, একারণে আবার কখন কখন বিনা কারণেও যুবকযুবতীর মনে মান উদয় হইয়া থাকে।

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণই পরমেশ্বর, কৃষ্ণের আদি নাই, কিন্তু তিনিই সকলের আদি ও সর্ব্বকারণের কারণ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্য-লহর্য্যাং প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিত শ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

যিনি সমস্ত রসামৃতের মূর্ত্তিস্বরূপ যাঁহার সুপ্রকাশিত শোভায় তারকাবলীর শোভা মলিনভাবাপন্ন, সেই প্রকটিত শ্যামবর্ণে মনোমোহন বিধু (বিধু শব্দটী দ্ব্যর্থক চন্দ্র ও কৃষ্ণ) জয়যুক্ত হইতেছেন।

তথাহি গীতগোবিন্দে প্রথমসর্গে দ্বাদশশ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং॥

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমীন্দিবরশ্রেণী-
শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

অয়ি! তিনি মনোনুরঞ্জন করিয়া সকলেরই আনন্দ সম্পাদন করিতেছেন, ইন্দীবর সদৃশ শ্যামল কোমল অঙ্গের সৌন্দর্য্যে সকলেরই অনঙ্গোৎসব বিধান করিতেছেন। ব্রজ-সুন্দরীগণ চারিদিক্ হইতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার প্রতি অঙ্গ আলি-ঙ্গন করিতেছেন। সখি! মুগ্ধ নায়ক কৃষ্ণ আজ্ মধুমাসে মূর্ত্তিমান্ প্রেমরসের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনবত্যধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমাপুরুষবাক্যং।

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা-
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥

হে নারায়ণ! তোমাদের দুই জনকে দেখিবার নিমিত্ত আমি এই দ্বিজবালকগণকে এখানে আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। তোমরা পৃথিবীর ভার-হরণ রূপ অসুরবধের নিমিত্ত আমার কলা (অংশ) অর্থাৎ স্বকীয় শক্তিগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব তাহা সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

নাগপত্নী ভগবানকে বলিতেছেন, ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণও তপস্যাদি দ্বারা যে লক্ষ্মীর প্রসাদ প্রার্থনা করেন, সেই লক্ষ্মী ললনা হইয়াও আপনার চরণরেণুর স্পর্শাধিকারবাসনায় অন্যান্য কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রতধারিণী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই চরণরেণু এই সর্প অনায়াসে স্পর্শাধিকার লাভ করিল দেখিলাম। কোন্ পুণ্যফলে এ এতাদৃশ ফল লাভে অধিকারী হইল বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয়, এইরূপ ভাগ্যোদয় তপস্যাদি-জনিত নহে, ইহা কেবল আপনার অচিন্ত্য কৃপারই বৈভবমাত্র।

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টবিংশতি শ্লোকে
মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

মণিভিত্তিতে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

আহা কি আশ্চর্য্য ! অদৃষ্টপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশিপূর্ণ প্রতিবিম্ব রূপ প্রতিমা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা দর্শন করিয়া রাধিকার ন্যায় নিরন্তর লুব্ধচিত্তে এই মাধুর্য্য উপভোগ করিতে আমারও বাসনা হইতেছে।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকং
ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাং-
শীয় সপ্তমাধ্যায়ে ষষ্ঠিতম শ্লোকে।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুশক্তি পরাশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞনাম্নীশক্তি "অপরাশক্তি" তদ্ভিন্ন কর্ম্মাখ্যা অবিদ্যা তৃতীয়া শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি-
লহর্য্যাং প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণু-
পুরাণস্য প্রথমাংশীয় দ্বাদশাধ্যায়স্য
পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকঃ।

হ্লাদিনী সন্ধিনা সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

সগুণ সর্ব্বাশ্রয় তোমাতে হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎশক্তি বিদ্যমান কিন্তু নির্গুণ তোমাতে আহ্লাদ ও সন্তাপকারিকা শক্তি ও এতদুভয়ের মিশ্রিত শক্তি স্থান প্রাপ্ত হয় না।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠস্য কথনে
দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥

সেই উভয়ের (রাধিকা ও চন্দ্রাবলীর) মধ্যে রাধিকাই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠা, ইনি মহাভাব স্বরূপা ও গুণ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বরীয়সী।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
ত্রয়োশ্চত্বারিংশশ্লোকঃ।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যিনি নিজরূপ স্বরূপ সেই আনন্দ ও জ্ঞানরসভাবিত কলা-সমূহসমন্বিত, যিনি সকলের আত্মা স্বরূপ হইয়া গোলোকে অবস্থিতি করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশস্বর্গে দ্বাদশাধিক-
শতশ্লোকে শ্রীরাধাকুন্দবল্ল্যোরুক্তিপ্রত্যুক্তিঃ।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা-
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥

প্রশ্ন। কে কৃষ্ণের প্রণয়জন্মভূমি স্বরূপ?

উত্তর। একমাত্র রাধিকা।

প্রশ্ন। কৃষ্ণের অনুপমগুণসম্পন্না প্রেয়সী কে ?

উত্তর। একমাত্র রাধিকা।

যাঁহার কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে চঞ্চলতা ও কুচে কঠিনতা, সেই রাধিকাই কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূরণে সমর্থ ; অন্যে নহে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
পঞ্চদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায় প্রেয়সীবশঃ॥

যিনি রসিক, নবযৌবনসম্পন্ন, পরিহাসপটু ও নিশ্চিন্ত তাঁহাকে ধীরললিত কহে ; ধীরললিত প্রেয়সীর নিতান্ত বশীভূত।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
পঞ্চদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং।
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ॥
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্যপারঙ্গতঃ।
কৈশোরং সফলী করোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥

হরি কুঞ্জে বিহার পূর্ব্বক এইরূপে কিশোর বয়স অতিবাহিত করিতেন অর্থাৎ যখন তিনি নিশাকালীন ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় ঔদ্ধত্যসহকারে সখীগণের নিকট বর্ণনা করিতেন, তৎ শ্রবণে শ্রীমতী রাধিকা ব্রীড়াবনতবদনী হইয়া অবস্থিতি করিতেন এবং কখনও কৌতুকোচ্ছ্বাস শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে

কত প্রকার কৃত্রিম মৎস্যাদি অতীব নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক রচনা করিতেন।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমস্বর্গে সপ্তদশশ্লোকে
বৃন্দাং প্রতি নান্দীমুখীবচনং।

বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥

রাধাকৃষ্ণের ভাব অতি মহান্, অতি সুখরূপ ও স্বপ্রকাশ হইয়াও যেমন ঈশ্বরচিত্তবিভূতি ব্যতিরেকে তুষ্টিলাভ করে না, সেইরূপ সখীগণ ব্যতিরেকে ক্ষণকালের জন্যও রসপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ নহে। কোন্ রসজ্ঞ ঈদৃশ সখীগণের পদাশ্রয় না করে?

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমস্বর্গে ষোড়শ-
শ্লোকে বৃন্দাং প্রতি শ্রীনান্দীমুখীবচনং।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রং॥

শ্রীরাধিকা ব্রজবাসিরূপ কুমুদনিচয়ের চন্দ্রস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ প্রেমলতা; সখীগণ এই লতার কিশলয় পত্র পুষ্প স্বরূপ, অতএব সেই লতা হইতে অভিন্ন, এই হেতু এই রাধিকালতা কৃষ্ণলীলামৃতচ্ছায়া অভিষিক্ত

হইয়া উল্লাসিত হইলে কিশলয় পত্র পুষ্প সখীগণও যে নিজ-শরীর সেচনাপেক্ষা শতগুণ অধিক উল্লাস প্রাপ্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশতাঙ্কধৃত গৌতমীয়তন্ত্রং।
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

গোপরমণীগণের একান্ত প্রেমই "কাম" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; বস্তুতঃ তাহা বিশুদ্ধ প্রেম, এই প্রেম উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণ প্রাপ্তির বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে
উনবিংশতি শ্লোকে কৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

গোপীগণ ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনস্পর্শে ব্যথিত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা তাহা আস্তে আস্তে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি এক্ষণে সেই চরণ দ্বারা অটবী পরিভ্রমণ করিতেছ; তাহাতে তোমার সেই সুকোমল পাদপদ্ম কি সূক্ষ্ম পাষাণাদি লাগিয়া ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে। কারণ তুমিই আমাদের পরমায়ুঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে
উনবিংশতি শ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ।
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযু স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥

প্রাণ মন ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় আপনার স্বরূপ স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়। আপনি অপরিচ্ছিন্ন আপনাকে পরিচ্ছিন্ন রূপে দর্শন পূর্ব্বক সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি কামাত্মা স্ত্রীগণও তাহা প্রাপ্ত হয়। শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা আমরাও তৎসদৃশ হইয়াও আপনার পাদপদ্মকে সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকি, যেহেতু আপনার নিকটে উভয়েই সমান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং।
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন, গোপীনন্দন ভগবান্ ভক্তিমান্ জনগণের যাদৃশ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তপস্বিদিগের এবং নিবৃত্তি অভিমানী আত্মভূত জ্ঞানিদিগের তাদৃশ সুলভ নহেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমথস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে
প্রথম শ্লোকে ব্যাসদেববাক্যং।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

যাহা হইতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, তিনি সৃষ্ট বস্তুমাত্রে সংরূপে বিদ্যমান থাকেন বলিয়াই সেই সকলের সত্তা স্বীকার করা যাইতেছে, আর অবস্তুতে অর্থাৎ আকাশকুসুম ও বন্ধ্যার সন্তান প্রভৃতিতে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, এই নিমিত্ত সে সমুদয়ের সত্তাও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জগতের জন্মাদির কারণ এবং যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, আর যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন, সেই বেদ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তেজ, জল ও মৃত্তিকার বিকার এই তিনের পরস্পর ব্যত্যাস অর্থাৎ তেজে জল জ্ঞান, জলে পাষাণ জ্ঞান এবং কাচে জল জ্ঞান ইত্যাদি ভ্রান্তিও যেমন প্রকৃত পদার্থ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয়ের ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা, সৃষ্টি বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে প্রতীতি হইতেছে। কিম্বা তেজে জলভ্রম ইত্যাদি যেমন বাস্তবিক অলীক, তদ্রূপ যাহা ব্যতীত এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক

উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
ত্রিচত্বারিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি হবিবাক্যং।
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

হবি কহিলেন, হে রাজন্! যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন এবং ভগবদাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্ব্বভূতকে দেখেন, তিনি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম।

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চম-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

গোপীগণ ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,হে সখি! বনস্থ পুষ্পফলভারাবনত তরু সকল প্রেমপুলকিত হইয়া যেন আপনাদিগের অভ্যন্তরে বিষ্ণু স্বয়ং প্রকাশমান, ইহা ব্যক্ত করত মধুধারা বর্ষণ করে।

সমাপ্ত।